কবিতাসমগ্র



আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

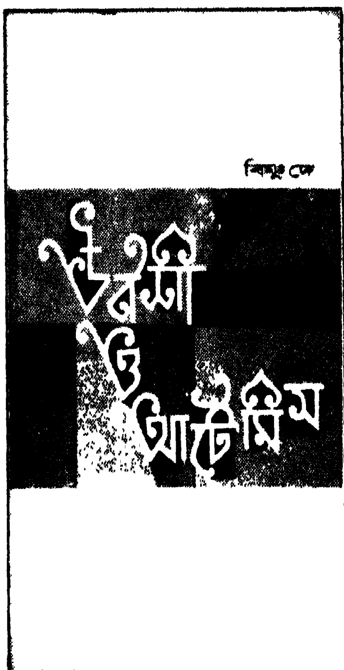
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১৮ জুলাই ১৯৫৯

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডেব পক্ষে ৪৫ বেনিযাটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডেব পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থসূচী

কবিতাসমগ্র



উর্বশী ও আর্টেমিস

সূচীপত্র

পলায়ন

শফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে—চিকন কপোল,
সিল্‌ক্‌মসৃণ শাদা আর ছোট পাণ্ডু ললাট।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।

স্বল্পপরিধি রক্তসূত্র সরস অধর
মুখে রেখেছি ও বক্ষে শুনেছি গ্রহদের বেগ।
দেখি মুহূর্ত-বিম্বে চিরন্তনেরই ছবি,
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে।

—সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
প্রেমের কবিতা করেছ আমাকে।
ফোটালে যে-ফুল
সে-ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
আর নাহি রয় এ কয়দিনের পান্থশালায়।
১৯২৮

কাব্যপ্রেম

তোমাকেই ঘিরে চলে রক্তস্রোত আমার মন্থর,
চিত্ত হল পথহারা স্বপ্নের নিবিড় কুয়াশায়।
জীবনের ছন্দ ভেঙে তোমার কেশের গন্ধ হায়
সর্পিল গতিতে টানে অহর্নিশি আমার অন্তর।
তোমাকেই আঁকে স্নায়ু পাকে পাকে দেহের ভিতর,
তোমারই অস্তিত্ব সৌরকেন্দ্র যে আমার চেতনায়।
আমার প্রত্যাশা, প্রেম রাখো তুমি আমার আশায়—
পুরুষ আমার চিত্ত নিত্য হেরে স্বপ্নস্বয়ম্বর।

তোমার সুঠাম দেহ, গোধূলি-রঙিন তনুখানি
যে মায়া বিছায় মনে, জানি আমি সেই মায়া জানি—

চিত্রকর ভাস্করের স্বপ্নমূর্তি আমি হেরিলাম
তোমার দেহের মাঝে। কবিতার হোলিতে রঙিন
আমার মনের বেশ—আবিরে মাতাল রাত্রি দিন
তোমারই প্রতিমা দেখি নগরীর পটে অবিশ্রাম।
১৯২৮

উদ্যাপন

স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে।
মরণের বিবর্ণ চাদর
দীর্ঘ তোমার তনুখানি
শীতল কোমল অন্ধকারে
স্পর্শ ক'রে ছড়ায় আদর।
স্বপ্নে আজ দেখেছি তোমাকে,
রাত্রি মোর অর্ধ ঘুমঘোর।

মৃদু স্নেহে খুলি আবরণ
দেখি হিমশুভ্র মুখখানি,
শীতল কোমল অন্ধকারে
পাণ্ডু আভা ফেলেছে মরণ,
শীতল শিথিল বুকখানি।

নির্নিমেষে দেখি দুমিনিট
স্তব্ধতার শব্দ মাঝে একা,
প্রশান্তিই দিয়েছে মরণ,
ওষ্ঠে নেই নিষ্ঠুরতা কীট।
বিচলিত, শেষ করি দেখা।

ফিরে আসি নিঃশব্দে শয্যায়
নিঃশব্দে শুনেছি হৃদ্-ভাষা,
বেদনা ও প্রশান্তি হাশিশ্
ঢেলে দিই নিঃশব্দে সেথায়*।
নেই আর আদিতম আশা।

তোমাকে যে লেগেছিল ভালো,
মনোহীন মৃত তনু নয়,
দেহে তব গোধূলির ছায়া,
নিবু নিবু বাসনার আলো,
রাত্রিদিন অবসাদময় ।

তোমার ও ক্ষীণ ওষ্ঠাধরে
শ্লেষবাক্য মুগ্ধ করেছিল ।
করেছিল মনেও চুম্বন,
ওষ্ঠাধর হাস্য-সুখ-ভরে
ওষ্ঠাধরে লুব্ধ ধরেছিল ।

পৃথিবীর জনতার গ্লানি
স্পর্শ তো করেনি আমাদের ।
মেরুদেশে আমাদের বাসা,
অতিরিক্ত নেই জনপ্রাণী,
বাঁধি বাসা মানস-লোকের ।

সে জগৎ মুছে গেছে হায়
আমার স্বপ্নের আদি লোকে ।
পৃথিবীর গূঢ় প্রতিশোধ !
দেখিলাম মৃত্যুর ছায়ায়—
চিত্তে হানে উলঙ্গতা ও কে ।

তোমাকে যে লেগেছিল ভালো,
দিনরাত্রি ছিল অতৃপ্তি যে,
সেই ক্ষোভ সে লোভ আমার
জীবনে যে জ্বেলেছিল আলো ।
স্বপ্নে তারা হারায় দীপ্তি সে ।

তোমার মৃত্যুর সেতুপথে
চিত্ত লভে প্রিয় অন্ধকাব ।
অচঞ্চল মুক্তির আস্বাদ—
নিদ্রা আনে নবহর্ষরথে
নবজাত পৃথিবী আমার ।

প্রভাতের প্রথম প্রহরে
সেই নববিশ্ব যাবে ধুয়ে ?
আলোকের শ্রাবণ-ধারায়
মধ্যাহ্নের খররৌদ্রকরে
আমেরিকা ঝ'রে যাবে ভুঁয়ে ?

তোমাকে শুধিয়ে লিখি তাই
তুমি কি মরণপারে গিয়ে
ইচ্ছা কর দেহান্তর পেতে,
তুমি কি আসবে রূপ ধ'রে ?
তোমাকে শুধিয়ে লিখি তাই,
প্রেম আসে প্রেতলোকে যেতে ?
১৯২৯

প্রেম

ফিরাও তোমার দৃষ্টি ফিরাও আমার চোখ হতে
অগ্নিশিখা ঢাকো নীলমেঘে ।—
তোমার দৃষ্টির ওই আহ্বান
জাগায় যে জোয়ারের গান,
তোমার নেব্যুলা চোখ নক্ষত্রের জীবনে আমার
বিপ্লবের নৃত্য যে জাগায় !
তোমার চোখের ডাকে ছুটে চলে জীবন আমার
নির্নিমেষ ঊর্ধ্বশ্বাসে জীবনের পথে ।
ফিরাও তোমার দৃষ্টি ফিরাও আমার চোখ হতে ।

পৃথিবীর পথ হল শেষ
অকস্মাৎ শেষ চেনা পৃথিবীর সীমা,
পৃথিবীর একেবারে ধারে
অন্ধকার পারে
শূন্যতার আকাশ-কিনারে
দ্বিধায় থমকে যায় গতি
মরণের গন্ধ পায় মন ।—

ঢেকে দাও মুখ ঢাকো ছায়াপথ তোমার আঁচলে,
ফিরাও তোমার দৃষ্টি, মিনতি আমার।

আমার এ পুরাতন পৃথিবীকে ছেড়ে
শূন্যতার অশেষ সাগরে
অজ্ঞাত এ গূঢ় অন্ধকারে
ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো তোমার আহ্বানে বিহঙ্গের মতো
চিরতরে চিত্তে কোথা আশা ?—
তোমার নক্ষত্র চোখ দূরে নিয়ে যাও,
অগ্নিশিখা ঢাকো নীল মেঘে।
১৯২৮

"অর্ধেক কল্পনা"

যেদিন জাগেনি বিশ্বে প্রাণস্পন্দে আদিম উৎসব,
অন্তহীন ঘননীল আকাশের ছিল নাকো নীল,
যেদিন হয়তো ছিল বিশ্ব শুধু সমুদ্রসলিল,
বায়ুহীন তমিস্রায় দিন-রাত্রি হয়নি উদ্ভব,
যেদিন জাগল সদ্য অঙ্কুরিত কামনার স্তব,
যেদিন প্রথম এল ভবিষ্য ও অস্তিত্বের মিল,
সেদিন তোমারই স্বপ্ন দেখেনি কি গর্ভস্থ নিখিল ?
পুরুষের সৃষ্টিস্বপ্নে ছিল নাকি তোমারই বৈভব ?
তোমার দর্পণে আমি দেখেছি তো খণ্ডিত পুরুষ,
তোমাকে তর্পণে দেখি পুরুষের কম্পিত হৃদয়,
যে হৃদয়ে কেঁপেছিল আদি স্বপ্নে সৃষ্টির বিস্ময়।
তোমার দেহের দূর রহস্যের-বদ্ধ মোহদ্বার
আমিই করিনি রুদ্ধ ভেদমুগ্ধ কম্পিত পুরুষ ?
১৯২৯

প্রত্যক্ষ

সেইদিন দেখেছি তোমাকে,
কোলাহল-কুৎসিত এ নগরের ভিড়ে
দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে
বার হয়ে এলে
সবাইকে পিছে রেখে,
সবাইকে রেখে এলে নিচে,
—সেইদিন দেখেছি তোমাকে।

সেইদিন আমাদের গান
ভুলেছে আপন সুর যবনের আগত বেসুরে
পদচারকম্পিত সে ভিড়ে।

দেখতে চেয়েছি আরবার।

বজ্রপাণি রুদ্রাঘাতে দিক আজ সব কিছু মুছে,
মৈনাক ডুবিয়ে দিক পৃথিবীর জনতাকে আজ,
—প্রভাতে দুচোখ মেলে অতীতকে বাতাসে উড়িয়ে
দেখি যেন অকস্মাৎ
আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গহীনতায়
এলে তুমি সদ্যস্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
তুমি এলে তরুণ তমাল,
হাতে নিয়ে দীর্ঘ অবকাশ, স্বাধীন জীবন,
এলে তুমি নীরব নির্ভরে
তনু, সঙ্গীহীন।

১৯৩০

বজ্রপাণি

কাল রজনীতে এসেছিল যবে বৈশাখী পূর্ণিমা,
আকাশের গায়ে লেগেছিল যবে শ্বেতচন্দন লেপ,
বাতাস দেখাল স্নিগ্ধ মধুর কুমারীর ভঙ্গিমা—
তোমার দূতেরে পাঠাইলে হায় রুদ্র বজ্রপাণি !

ফুলেরা শয়ান ড্যানায়ের মতো প্রতীক্ষ-দেহ-মনে,
নিঃশ্বাস মোর গন্ধে আতুর ভারাক্রান্ত মোহে,
রাধিকা চাঁদের আবেশ ঝরিছে সবুজ কুঞ্জবনে
মুছে দিলে হায় পিঙ্গলিমায় অমোঘ বজ্রপাণি !

সুঠাম সুশ্রী মেদসুকোমল প্রিয়ারে বক্ষে ধরি
গলিতেছিলাম অর্থবিহীন সুমধুর কাকলিতে,
নাগরিকা মোর করুণ কোমল—মোদের লক্ষ্য করি
দধীচি-অস্থি হানিলে কঠোর কঠিন বজ্রপাণি !

সুগঠিত প্রেম, বাসনাবিলাস, উপবন পূর্ণিমা
দূর করে দিলে ঘোর ঝঞ্ঝায় চূর্ণ চূর্ণ করি,
যে ভুবনে মোরে নিয়ে এলে—কোথা নারীদেহরঙ্গিমা ?
তোমারে আমার বন্ধু করিয়া কী লাভ বজ্রপাণি ?
১৯৩০

অভীপ্সা

এ আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও অনিদ্রার ঘনকালিমায় ।
দুই চোখ ঢেকে দাও, বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্রের পদক্ষেপধ্বনি
ঢেকে এসো দ্রুতপদে
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস আমার

শব্দহীন চরণসঞ্চারে।
স্থিরতা--নিঃশব্দ অন্ধকারে
অনিদ্রার শূন্যে হোক নিরালম্ব আমাদের
মুখোমুখি দেখা।
পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ করে
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার।
১৯৩১

অর্ধনারীশ্বর

সম্মুখে দুঃস্বপ্নরুক্ষ অসিধার কঠিন আকাশ,
পদতলে স্টিলনীল পারহীন গভীর সাগর,
দোলরাত্রি নহে, নহে কোজাগরী যামিনী জাগর,
খরসূর্য চক্ষে মোর, রসহীন শাণিত বাতাস।
পেশীরূঢ় বাহু দিয়া ভেদি চলি পর্বতশিখর।
কৃষ্ণ পর্বতের স্থূল অঙ্গে নাই সবুজের বাস,
উলঙ্গ পর্বতে কভু উর্বশীর পড়ে নাই শ্বাস।
চলিয়াছি পূজিবারে মন্দিরের অর্ধনারীশ্বর।

উঠিলাম ক্লান্তদেহ শ্রান্তমনে সর্বোচ্চ শিখর
কোথায় মন্দির হায় বর্ণহীন মরুভূ আকাশ!
আর শুধু তৃণশ্যাম সূচি-অগ্র কোমল প্রান্তর!
আর শুধু বহুদূরে অন্তহীন উদার সাগর!—

অকস্মাৎ হেরিলাম মূর্তি তার ক্লান্ত গতভাষ।
ভাষাহীন দোঁহে মোরা পূজিলাম অর্ধনারীশ্বর।
১৯৩০

সমুদ্র

ভাসিয়েছি প্রেম আজ নীলিমার অন্ধকার জলে,
রাত্রির স্তব্ধতা আর জনহীন অন্ধকার কূলে।
ভেসেছি ভাবনাহীন সমুদ্রের অন্তহীন বুকে,
আমার শরীর মন অন্ধকার নীল বুকে জ্বলে।

আমার হৃদয়ে আজ প্রেম নেই—লবণাক্ত জলে
আমার হৃদয় ভাসে—অন্ধকার জনহীন রাতে
সাগরের দেহে কেঁপে হেসে যায় আমার শরীর।
সাগরের অভিসার আমার চৈতন্যে নিত্য চলে।

তুমি যে এসেছ আজ পরিশ্রান্ত, যৌবনে কাতর
শৌখিন শিল্পীর গড়া, ক্ষীণকণ্ঠ, পেলব শরীর—
প্রেম আজ ঘরছাড়া, জনহীন বালুকার কূলে
এ হৃদয় অন্যমনা, পাশে তার বলিষ্ঠ সাগর।
১৯৩১

সাগরউত্থিতা

সবুজ সমুদ্রে ওঠে অগণন ঢেউ
অগণন শ্বেত অশ্বারোহী—
বালুকাবেলাকে দেয় চূর্ণ চূর্ণ চুম্বনের ফেনা—
বিরাট বালুকাবেলা চলে যায় স্ফটিক-আকাশে
স্থিরদৃষ্টি, মৌন, উদাসীন।

আমি একা চলি লঘুগতি,
সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চলেছি একেলা।

নির্মেঘ পৌষের প্রখর রৌদ্রের
মুঠি মুঠি হীরক কণায়
অন্তহীন বেলাভূমি কেঁপে চলে যায়
উদাসীন রহস্যের শেষ কিনারায়।
সবুজ সমুদ্র আর স্ফটিক আকাশ
ঢেউদের উল্লাসের মত্ত অট্টহাস—

বৈরাগিণী বালুকার বুকে শুধু
একমাত্র আমার নিঃশ্বাস।

ছায়া চলে প্রতি পদক্ষেপে
চলেছি একেলা
সমুদ্রের শ্বাস টেনে বাক্যহীন চলে যাই একা ।
বালিয়াড়ি কেঁপে ওঠে নির্নিমেষ নয়নে রৌদ্রের,
সমুদ্র আকাশ মেশে আবেশের ফিরোজা রেখায়,
শাণিত বাতাসে পাই নিঃশ্বাসের প্রবল বিস্তার,
লবণাক্ত স্বাদ মুখে—বলিষ্ঠতা নিঃসঙ্গ চলার !

বালিয়াড়ি পার হয়ে অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে
রৌদ্রে ও সুবর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান্ !
উলঙ্গ শরীরে ঝরে সমুদ্রের লবণাক্ত জল
রৌদ্রের হীরকচূর্ণ সর্বঅঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়,
চোখের কালোতে স্নিগ্ধ জলতৃপ্ত দীর্ঘ কালো চুল
দুলিছে সুঠাম তার নিতম্বের তটদেশ বেয়ে,
ধরে আছে আলো
কঠিন উদ্ধত শ্যাম স্তনাগ্রচূড়ায় ।

নীলাভ সমুদ্র'পরে শুভ্র মূর্তি দেখি দুই চোখে
স্ফটিক আকাশতলে সীমাহীন বালুকাবেলায়
লবণাক্ত বায়ুস্নিগ্ধ খররৌদ্রালোকে
নিভৃতির তপোভঙ্গ ক'রে
সুদীর্ঘ সুঠাম নগ্ন তনু বলীয়ান
শুনি তার প্রাণের স্পন্দন,
আদিম ও অন্তহীন সংগীতের
চেয়ে দেখি উচ্ছল ইঙ্গিত ।

অগুণ্ঠিত নারী—
শরতের সূর্য সে যে—সে তো নয় কোজাগরী শশী,
কুণ্ঠাহীন দৃষ্টি তার আমাকে সে দিলে দৃষ্টি ভরে,
আমি তাই একা তটে বসি,
আর ভাবি রৌদ্রময়
ভাষা তার কী-বা বলে—ডায়ানা ? উর্বশী ?
১৯২৯

উর্বশী

আমি নহি পুরূরবা । হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মরঅলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জান। গড়ে তুলি আমার ভুবন ?
এসো তুমি সে ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে ।
ক্ষণেক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরি যে সময় নেই—শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল,
ক্ষণিকের আনন্দআলোয়
অন্ধকার আকাশসভায়
নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে যাও
নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে ।

আর রাত্রি, রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্রআভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হয়ে রবে বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক ?
আমি নহি পুরূরবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গলোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের ।
১৯২৯

পর্যাপ্তি

যাক, আজ দূরে যাক তারা
মেঘের তরঙ্গে ভেসে মৃত-স্বপ্ন আমার প্রিয়ারা,
চলে যাক সপ্তর্ষির পারে ।
মলিন তুষার আজ মেঘেদের তরঙ্গের রঙ
শীতের কালিমা আজ ছায়াপথ শ্বেতাঙ্গীর বুকে

বিদায়ের লগ্ন এই,
মেঘে মেঘে ভেসে যাক তারা ।

পশ্চিমে নিভন্ত আজ আলোকের চুম্বনের জ্বালা
কালো হয়ে গেল তার ওষ্ঠাধররক্তিম আবেগ,
পীড়িত চাঁদের মুখ—বর্ণহীন কুঞ্চিত করুণ,
তারারা অস্পষ্ট আজ মৃত্যু-কুয়াশায়,
ধূসর মেঘের স্রোতে আজ
ভেসে চলে প্রাণহীন প্রিয়ার শরীর ।

স্বপ্ন দেখেছিল যারা তারা আজ মেঘের পিছনে,
স্বপ্নে বেঁচেছিল যারা তারা আজ মেরুর বাতাসে,
পুরোনো নৌকার মতো ভেসে যাক বিস্মৃতির ঢেউয়ে ।
ডুবে যাক তারা,
মৃত্যু পাক চিরতরে,
আমার মনের মৌন স্বপ্নদের সমাধি-গহ্বরে ।
আজ হতে আমার পৃথিবী
আজ হতে আমার আকাশ
আজ হতে এ পৃথিবী কঠোর কঠিন
এথিনার মূর্তি পাবে,
আজ হতে আমার আকাশে
বজ্রপাণি ছড়াবে আপিঙ্গল সংহতির হাসি ।
আজ হতে শীতল বাতাস
সমুদ্র-বীজন-স্নিগ্ধ দক্ষিণের কোমল বাতাস
ছড়াবে না স্বপ্নবীজ আর ।
আজ শুধু হিমলঘু নিঃশ্বাসের নির্মম পরশে
উজ্জ্বল আকাশতলে
মধ্যাহ্নের খরসূর্য চেয়ে রবে আমার দু চোখে ।
সমুদ্র মরুভূ হল আজ
নেয়াডের লীলা হল শেষ,
শুভ্র ঋজু পর্বত-শিখর ।
পর্বত আমাকে দিলে আকাশের বৈরাগ্য মিতালি
পর্বত গড়েছে আজ দৃষ্টিপথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর,
দিয়েছে আমার স্বপ্নে রূঢ় নিষ্পেষণ ।

স্বপ্নগুলি ছুঁড়ে দাও আজ
পুরাতন ভগ্ন অলংকার
রাত্রিশেষে বিলাসী-আসর
স্বপ্ন সব ঠেলে দাও প্রভাতের গণিকার মতো
পুরানো সঙ্গীরা যত
কতদিন কর্মহীন গেছে
পুরোনো বন্ধুতা যত
কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে
তারাদের মুখোমুখি নিদ্রাহীন উত্তপ্ত শয্যায় ।
সন্ধ্যার এ ম্লান ক্লান্তক্ষণে
বিদায়ের এসেছে সময় ।
তোমাদের ভার বয়ে বয়ে
ভার বয়ে আনন্দিত মোহে
স্বপ্নছায়ে গেছে দিন, লঘুপক্ষ দিন ।

আজ আমি পরিচ্ছন্ন, বৃন্তচ্যুত অতীত আমার
স্বপ্নের প্রাসাদ আজ ভেঙে দিয়ে তাই
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রধনু ভেঙে
আজ আমি মাগি তাই বন্দীর বন্ধন
আজ আমি ছেড়েছি আমাকে
মেরুক্রমা তুষার-বাতাসে
পর্বতের শুভ্র দৃঢ়তায়
স্বচ্ছদীপ্ত নিষ্ঠুর আকাশে
জীবনের অনন্ত মিছিলে ।
১৯৩০

সন্ধ্যা

বামদিকে গিরিশৃঙ্গ আকাশকে করেছে আহত,
শ্যামাঙ্গী দিতিকে যেন মুষ্টি তোলে ক্ষিপ্ত দৈত্যশিশু ।
দুরন্ত পর্বতচূড়া চোখকে সে এড়াতে চায় যে
মানুষের মাঠ ফেলে—আমারই এ হৃদয়ের মতো !

অন্যদিকে বেয়ে চলে অন্তহীন ঘন অরণ্যানী,
মানুষেরও দেখিনি তো অন্তহীন এত ঘন ভিড় ।
মানুষের ভিড় কভু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড় ।
কোন্ লোকে এসেছি যে, জানি নাকো বনানীর বাণী ।

পশ্চাতে রয়েছে পড়ে পাথরের একখানি হাড়,
শিরে শিরে রিনিঝিনি রক্তধারা স্পর্শ তার পায় ।
পাথরের কী যে ভাষা ! রক্তধারা হিম হয়ে যায় ।
অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শে করে আমাকে নিঃসাড় ।

রক্তের ফোয়ারা সূর্য অকস্মাৎ পর্বতের মাঝে
ডুবে গেল দ্রুতগতি, ঘূর্ণাবর্তে কুমিরের মতো ।
গোধূলির ছায়া নামে আর ওঠে কারা শত শত
বনানীতে, প্রান্তরে ও কৃষ্ণ ক্রূর পর্বতের মাঝে ।

সমুৎকর্ণ অরণ্যানী, ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা
বিধাতার মনে আসে বাসনার বিবর্ণ আবেশ,
জলেস্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,
আমার নিঃশ্বাস-স্তব্ধ, কী বিস্ময় দুই চোখে জ্বালা ।

মনে হয় মৃত আমি, দেহ আর নয়কো আমার ।
ম্যামথেরা আসে বুঝি ? প্রেম জাগে পৃথিবীর বুকে ?
মাটি কাঁপে, ছোটে যত মদমত্ত নেআণ্ডরতাল্ ;
দেহ হিম, মন কাঁপে, জাতিস্মর ওঠে অন্ধকার ।
১৯৩১

উর্বশী ও আর্টেমিস

Glory and loveliness have passed away—

সন্ধ্যার বর্ণের ছটা রয়েছে তো তবু,
তবু তো আকাশে
ছুটে চলে শব্দময়ী অপ্সররমণী

ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত শত বলাকার পক্ষধ্বনি।
পুরূরবা নেই আর—
ক্লান্ত স্থির আকাশের বুকে
দূরগামী সূর্য আজো ঢেলে দেয় তবু
গলন্ত তামার দীপ্ত রক্তিম চুম্বন।
আজো তবু ওরায়ন-প্রিয়া
কুমারীর ক্ষীণ দেহ বয়ে যায় সবুজ আলোতে।
প্রিয়ার শরীর
পুরুষের মনে আজো বোনে নিদ্রাহীন ইন্দ্রজাল।
আজো তাই লাবণ্যের ঘরে
সন্ধ্যার কবিত্বময় কোমল আলোয়
ট্রিস্টান্ ও ইসোল্ডের রোমাঞ্চনিবিড় সুরে সংগীতমায়ায়
মগ্ন হয়ে বাক্যহীন আমি রই চেয়ে,
আর বয় পাশে
রূপকথা-স্বপ্ন বয়, প্রেমের কবিতা বয়
শ্রাবণের পূর্ণদিঘি লাবণ্যের চোখে।
লাবণ্যের মায়া আজ ধরেছে আমায়
লাবণ্যের মূর্তি আজ ছায়
আমার পৃথিবী, ছায়
সমুদ্র আকাশ
দিনের ধমনীছন্দ রাত্রির নিঃশ্বাস
লাবণ্যের মূর্তি সদা ইহুদির ঈশ্বরের মতো
আমাকে রেখেছে লক্ষ্য, ছাড়ে নাকো মুহূর্ত কখনো।

হে স্যার্সি, বেঁধেছ মোরে, আরো বাঁধো,
আমি ভালোবাসি
তোমার সর্পিল কেশ, নিমীলনীলিম তব চোখ
মোর চোখে আসি
রক্তের সুতায় রাঙা সুনিপুণ তোমার অধরে
বেঁধে দিক মুখ
উরুবন্ধে বাহুবন্ধে বাঁধো, স্যার্সি, সে ঘন বন্ধন
রোমাঞ্চে ফুটুক।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল
অর্জুন আসে না আর, চিত্রাঙ্গদা কবে মুছে গেছে

তপোবন নেই আর কণ্বমুনির
আজো তবু বিপুল পৃথিবী
আজো এই আমাদের কাল
আজো এই জ্ঞানবিজ্ঞ জরাবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ভুবন
পলাতকা উর্বশীর প্রতি পদপাতে
দুলে দুলে ওঠে স্নায়ুআলোড়িত উতলা কম্পনে ।
আজো তাই পরিশ্রান্ত ম্যামন-মলিন
জলস্থল কেঁপে ওঠে উর্বশীর দেহের আস্বাদে ।
কত রাত্রি, কত বর্ষ, কত দীর্ঘ শতাব্দীরা গেল
ক্লিয়োপেট্রা থেকে আজ হয়ে গেল বিংশতির পালা,
আজো তবু উর্বশীর স্তন
উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের চোখ
আমাদের করে রাখে তৃপ্তিহীন একাগ্র বৈরাগী ।
আজো তবু গোধূলি মলিন
ধোঁয়ায় মলিন এই শব্দখর কুৎসিত নগরে
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নামে নবীন ধরার মায়া
ধরে তার দুই স্নিগ্ধ করে ।

আজো তাই লাবণ্যের ঘরে
আমার চেতনা ছেয়ে মায়া জাগে লাবণ্যের নিঃশ্বাসের স্বরে
নিঃশ্বাসের গন্ধে তার চুলের কালোয়
উর্বশীর মায়া লাগে লাবণ্যের আঙুলের মৃদুস্পর্শবরে
উর্বশীর মায়া ।
লাবণ্যের মুখে আজ বতিচেল্লি এঁকেছে ভিনাস্
ভিনাসের ছায়া
আমার চেতনাঘর স্বপ্নে আজ করেছে রঙিন
আকাঙ্ক্ষার আমার আকাশ করে দিলে নীল শরতের দিন
সূর্যাস্তের দীপ্তিতে রঙিন,
আমাকেও করে দিলে বাসনার আশ্চর্য সিম্‌ফনি ।
শতস্বপ্ন-নাইলাসে ভেসে গেল পৃথিবী আমার
নির্নিমেষ অনিদ্রায় ডুবে গেল নিদ্রার আহুতি
মিশে গেল রাত্রি আর দিন ।

আজ শুধু প্রার্থনা আমার
আর্টেমিস্, প্রার্থনা আমার

হেক্টরের মৃতদেহ রক্তস্নাত রথচক্রক্ষত হল মন
আমাকে পাঠিয়ে দাও, আজ তুমি দিয়ে যাও
দ্রুতগতি তোমার আশ্বাস।
আর্টেমিস্, প্রার্থনা আমার।
চিত্তপ্লাবী ঐশ্বর্যের ভার
আজো হেরি এরস-মাতার।
আর্টেমিস্, হিপোলিটসেরে
সঞ্জীবনী দিলে তো সেবার।
আর্টেমিস, প্রার্থনা আমার।
১৯৩০

ছেদ

আমার হৃদয় হিম-অবজ্ঞায় করেছি বিকল।
কানে করে হাহাকার দেউলিয়া উত্তরের হাওয়া।
বনের কিনারে মোর বাংলোর দুইখানি ঘরে
বানপ্রস্থ বরিয়াছি—ছিঁড়িয়াছি তোমার শিকল।
দুর্ভিক্ষ করেছি দূর—শরীর ও হৃদয়ের চাওয়া।
আমার হৃদয়ে আজ বনানীর নিস্তব্ধতা ঝরে।

হেথা নাই অপমান ব্যর্থতার জ্বালা মূর্খতার।
হেথা নাই গান্ধীজির নাটকীয় জয়অভিযান,
হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।
এখানে আকাশ আর শত শত শালতরু-সার।
এখানে কলকাতা কানে কটুকণ্ঠে করে নাকো গান।
অন্ধকারে মূর্তি তব কক্ষ হতে করিয়াছি দূর।

প্রভাতের আলো নামে স্নানশুভ্র কুমারীর মতো,
সঙ্গীহীন দিন মোর—সঙ্গী শুধু বনানী বন্ধুর,
সঙ্গীহীন রাত্রি মোর—প্রেম আর সাথী মোর নয়।
মুছেছি তোমারে—(তিক্ত ঘৃণ্যতায় করিনি আহত,

সম্পূর্ণ ছেড়েছি— চিত্র একেবারে করিয়াছি দূর) ।
আকাশ ঘনিষ্ঠ হেথা— সূর্য শূন্যে অগুণ্ঠিত রয় ।
পৃথিবীর স্তব্ধতায় ডুবে গেছে পূর্বরাগ-সুর ।
১৯৩১

রাত্রিশেষে

আকাশের দুর্গে নেই পলাতকা অমাবস্যা আজ ।
সমুদ্রের স্নায়ু আজ অবসন্ন—মরেছে জোয়ার,
তন্দ্রাহত পরাজিত পলাতক ঢেউয়ের সওয়ার ।
আজ আর প্রেম নয়—নিদ্রাহীন অন্ধকার আজ ।

চিত্তের সমুদ্র আজ শান্ত স্থির বিম্ববতীদিঘি,
নক্ষত্রদেয়ালি নেই, গোধূলির দেহহীন আলো ।
এ আলোতে আমি আছি, আর আছে বিশ্ব চার পাশে
সে বিশ্ব আমারই মূর্তি—দীর্ঘ ছায়া আমার মনের ।

সে ছায়ায় প্রেম নেই, সে ছায়ায় জাগে ক্লান্ত মন
নিশীথ আমার মন জাগে আজ উগ্র অন্ধকারে ।
তোমার ও চোখ আজ ভুলে থাক তাদের ভাষারে ।
স্পন্দিত আমার চিত্তে বিধাতার গর্ভ-অন্ধকার ।
১৯৩১

অতিক্রম

রাত্রির বিশাল মুখ বাতায়নে উঁকি দেয় কালো,
একাকী রয়েছি বসে অরণ্যের বাংলোর ঘরে ।
আকাশে নেইকো আলো, পৃথিবীর নিভে গেছে আলো

অরণ্যের অন্ধকার ছুটে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ।
অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা ।
কণ্টকিত অন্ধকারে চেতনায় অবসাদ ক্ষরে ।

এ হৃদয়ে আশা নেই, হাস্যহীন জাগে শুধু ভয় ।
ভয়ের তরঙ্গ ওঠে অরণ্যের অন্ধকার হতে ।
অদূরে পর্বত কালো আগন্তুক দস্যুব ইঙ্গিত ।
জনশূন্য অরণ্যের কণ্টকিত অন্ধকার স্রোতে
স্তব্ধতা মথিত করে পিছু থেকে মর্মরিত ভয়
মুঠিতে আমাব ক্লিষ্ট স্নায়ু চেপে মুখে চেয়ে রয় ।

বিতৃষ্ণার তরণীতে তোমাকে করেছি কবে দূর,
আছে শুধু জনশূন্য অরণ্য ও পর্বত বন্ধুর ।
আর আছে নবাগত অজ্ঞাত এ রাত্রির আঁধার,
নিদ্রাহীন ভয় আছে অগুণ্ঠিত পৃথিবীর পাশে,
বিনিদ্র আমার ভয় অরণ্যের বিদেশী নিঃশ্বাসে।
করেছি তোমাকে দূর বিধাতার কল্পিত আশ্বাসে——
সে কল্পনা পলাতকা জনহীন স্তব্ধ অন্ধকারে ।
১৯৩১

প্রত্যাবর্তন

(র‍্যাঁবো)

আহা ষড়্ঋতু ! বনভবন !
কোন্ সে চিত্ত নিস্খলন ?

সুখ——তা ইন্দ্রজালবরে
আনি আমি প্রতি ঘরে ঘরে ;

সম্ভাষি তাকে কলরবে
প্রভাতী শিখীরা ডাকে যবে ।

তার নির্দেশে আজ যে যাই,
সব লিপ্সাই নিভেছে তাই ।

সঁপে দিই তাকে শরীর মন—
পুরুষকার-ও সমর্পণ ।

আহা ষড়্ঋতু ! বনভবন !
১৯২৮

প্রজ্ঞাপারমিতা তাকে করে আশীর্বাদ

পাণ্ডু মুখে তার
সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ঐশ্বর্যের প্রদীপ্তি ছড়ায়
স্পর্শধন্যতায় ।
মুখখানি তার
দিশাহারা অস্তরাগ, থমকায় গোলাপের বনে
আর চেয়ে থাকে
মুক্তপক্ষ নভচারী উৎক্রোশের দিকে ।

বলি আমি পল্লবমর্মরে,
তোমার নয়নে, লিলি পর্বতের সরোবর
পেয়েছে ব্যঞ্জনা
শিখরপ্রশান্ত, স্থির, স্বচ্ছ ও অতল ।

মৃদুস্বরে বলি,
তোমার কথায়, লিলি, দেয়ালিমক্ষীরা
প্রেমের গুঞ্জন শত হৃদয়আলোর পাশে ঘোরে বর্ষকাল,
ক্ষণিক তোমার কথা তুমি ভুলে যাও
আমার হৃদয়ে তারা ঘোরে নানা রূপে রূপে নক্ষত্রসভায় ।

বাহুটি জড়িয়ে তাকে বলি,
তোমার চিত্তের, লিলি, চামেলিসৌরভ
যে মায়া ছড়ায় চেতনায়
সে মায়ায় ফুটে ফুটে ওঠে
পৃথিবীর পরম আশ্বাস ।

বাহুটি শিথিল রেখে আমার কম্পিত কণ্ঠে স্তব্ধ থাকে বসে
জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞায় ।
আগামী রাত্রির ছায়া নীড় বাঁধে শান্ত নির্নিমেষ
অনন্য সে পাণ্ডু মুখে তার ।
১৯৩২

ভয়

বট আর অশথের ছায়াঘন কালো ভয়গুলি
পথের উপরে পড়ে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে ।
চাঁদ হল দূর থেকে আলোর ইশারা,
অন্ধকার মুখোমুখি হাতছানি দেয় আমাদের ।
রাত্রি আজ স্তব্ধতার দিঘি,
তার উপরে রাত্রির শব্দেরা
অবিরত পড়ে টুপটাপ ।

অন্যমনে
চলেছি দুজনে
—অকস্মাৎ ডাকলে আমায়,
দু'হাত ছড়িয়ে দিলে—
ভয়ের আবেগে ছেঁড়া তোমার সে নির্ভরের দান
চিরজীবী নোজ্‌গে আমার ।
১৯৩২

এপ্রিল

শুভ্রকেশ ঢেউ ছেড়ে, সমুদ্রের আলিঙ্গন ছিঁড়ে
এপ্রিল তো চলে গেল হাস্যলঘু নেয়াড় আমার
চলে গেল চপল হাওয়ায়
রেখে গেল খর রৌদ্রালোক ।
শূন্য হল তীর
রৌদ্রালোকে তীর হল শুষ্ক মরুভূমি ।
বালুকণা ধরে রৌদ্রে
তরল মদের স্বচ্ছ রঙ।
চলে গেল স্নানস্বচ্ছ লঘুদেহ এলোচুলে
এপ্রিল আমার ।
১৯৩৩

গ্রীষ্ম

ঘন গ্রীষ্মতাপ ।
বিশ্বের উত্তপ্ত দাহ আজ বুঝি জমায়েত ভিড়
বেঁধেছে এখানে দানা আমাদের পাশে ?
জমেছে গুমোট ।

আমবনে ফল আজ পেকে ওঠে সম্পূর্ণ রঙিন
পরিপক্ক ফল আজ পড়তে তো পারে না মাটিতে
গরমে যে নিরেট বাতাস ।
শ্রান্তি বয়ে ব'সে দোঁহে বাতাসের স্নিগ্ধ প্রতীক্ষায় ।
মরুভূমি আকাশের চোখে স্নিগ্ধ ছায়ার তৃষ্ণায় ।
—বাতাস ভুলেছে ।
এ গুমোট দেয় না সে ছিন্ন ছিন্ন করে দুই হাতে
চিরে চিরে ।
বাতাস গিয়েছে দূর সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ
নারিকেলমর্মরিত প্রবালের দ্বীপে ।

অবসন্ন ব'সে দুইজনে।
কর্মহীন অবকাশ কর্কশ কঠিন গুমোটে
কাটে রৌদ্রতাপে।
আকাশ পৃথিবী আমবন
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হল বর্ণহীন প্রদাহে রৌদ্রের।
শুধু লিলি, তোমার শরীর
মসৃণ কোমল পাণ্ডু মর্মর শীতল।
১৯৩৩

আলোক ছড়াও

শীতের উন্মুক্ত রৌদ্র কালো তার কেশে
হ্রস্ব বন্ধহীন কেশে অন্ধকার কুঞ্চনে কুঞ্চনে,
হীরার ঝরনা
ছড়িয়েছে যেন শত উৎসুক আঙুল
পাহাড়ের ছায়াচ্ছন্ন কৃষ্ণ বক্রিমায়।

ঢালো রৌদ্র,
আলোক ছড়াও
কৃষ্ণ কেশে, সুকুমার শুভ্র ললাটেও,
আর তার উত্তোলিত বাহুতে নিটোল।

আলোক-সোনাটা আমাকে করেছে বিচলিত, মূক.
দুজনে দাঁড়িয়ে বারান্দায়।
১৯৩১

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি

১/৪/২ বৃঃ উপনিষদ্

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের ।

প্রকৃতির বুদোয়ারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর,
বর্বর জানে না হায় ! পদে পদে করে অপরাধ,
কোথা লেগে যায়—সরীসৃপ তিক্ত-ফণা ।
জলস্থলব্যাপী ভয় দেহ মন নিয়ত কাঁপায় ।

নিত্যকাল ধরে এই—দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন,
রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয় ।
১৯৩২



চোরাবালি

সূচীপত্র

ঘোড়সওয়ার

(শ্রীবরেন্দ্রপ্রসাদ রায়-কে)

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্‌বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।
চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাতসমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে ।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে ।
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো ।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর ।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার !

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে ।
নিঃশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে ।
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার ।
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে ।
চেয়ে দেখে ঐ পিতৃলোকের দ্বার !

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন ।

হে প্রিয় আমার প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর ।
কোথায় পুরুষকার ?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?
১৯৩৫

ওফেলিয়া

(আবু সয়ীদ্ আইয়ুব-কে)

তবুও এ দুঃসাহস। বসন্তের সঞ্চিত সংগীত
যদি তুমি ছিঁড়ে দাও, ভেঙে দাও, জীয়ানো কুসুম,
স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, দুর্বাদল ঘুম
যদিই জ্বালিয়ে দাও দীপ্ত লঘু কৈলাসের শীতে,
তবুও এ দুঃসাহস, তবু আজ করে যাব গান।

তুমি যেন এক পরদায় ঢাকা বাড়ি,
আমি অঘ্রান-শিশিরে সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরি।

উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা,
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা।
হৃদয় তোমার দ্যুলোকে বেঁধেছে বাসা ?

ঝোড়ো হাওয়া ছোঁড়ে কালো কালো বুনো মেঘ
চৈতি পূর্ণিমাকে।
আমি যে তোমাকে ভালোবাসি, সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া ?

* * *

নয়নে জ্বালাও দীপশিখা।
আঁধার এখানে জমে কালো কালো পাথুরে পাহাড়।
রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত
কৃষ্ণবাস বনানীকে। শালতরু হারিয়েছে সাড়।
রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ আঁধার হেডিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে। বহ্নি তব দিক্ দীপশিখা।
তুলে দাও, ছিঁড়ে দাও জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা।

রাত্রি রয়েছে পাশে—
তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি
রাত্রি ও আমি একা ।

শরতের শাদা খামকা-খুশির মেঘ—
পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ—
নির্বোধ, নির্বোধ ।

পদ্মদিঘির পাড়ে
আশ্বিনে গাঁথা গান যে আমার কুচি কুচি করে ছিঁড়ে
ভাসালে নিথর জলে ।
আমারই হৃদয় নিথর গভীর নীল সে পদ্মদিঘি ।

* * *

মুখরস্রোত বয়ে চলেছে মাতাল অভিযানে—
স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ ।
জীবনে কি সে পেয়েছে যতি ? শান্তি তার গানে ।
আমার মন ভোলালে, ওফেলিয়া ।

* * *

নীল রহস্য নয়নে ঘনায় তার—
তুষার-শিখর প্রাচীরের মাঝে
স্নিগ্ধ গভীর দিঘি ।

নিয়ে এলে হাতে ঐন্দ্রজালিক মায়া,
শ্যামল ঘুমের কোমল স্বপ্নে বোনা !
জেগে দেখি চেনা পৃথিবীও গেছে উড়ে ।

ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়াল ধারা ।
কবে হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী ?
সে প্রপাতে হোক আমার অপ্‌সুদীক্ষা সারা ।

মরণে দোঁহে করিনি জয় জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে,শিশির-সিত ভোরে
অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা।



* * *

দেবযানী ! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তিতুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার।

* * *

প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে
ছড়ায় আহা ! কোমল নীল ঘুমের আবাহন
লোলুপ তবু দ্বিধায় কার আবির্ভাব-আশে
প্রান্তরের প্রান্তে চায় ভিক্ষু দেহমন।

* * *

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়াকে হানো।

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমি আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা।

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই !!
ধূমকেতু এই বিরাটদাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি।
১৯৩৩

সন্ধ্যা

খরস্নায়ু স্তব্ধতার পাখা মেলে চকিত শহরে
রুদ্ধপেশী মেঘবন্ধে সন্ধ্যা নামে ম্লান কান্তি মুখে,
ধীরপক্ষে ছায়া নামে আকাশের আহ্নিক কৌতুকে,
মায়া নামে জনহীন শব্দহীন ছায়াচ্ছন্ন ঘরে ।
শূন্য বাতায়নে একা বসে আছি শিথিল প্রহরে,
অতীতের স্মৃতিগুলি হাত থেকে খসে পড়ে ঝুঁকে,
এফেসাসি সুষুপ্তির এ জীবন গেল বুঝি চুকে,
সাগরসন্তান সব জেগে ওঠে মনের গহ্বরে ;
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস,
উলূপীর জ্ঞাতি তারা চেতনার হাত ছুঁয়ে যায়,
সংখ্যাহীন বহু মূর্তি পরোক্ষ ছায়ায় পায় শ্বাস—
ভাষা দিলে অলৌকিক সীমান্তিক এ সন্ধ্যাক্ষণের
জাতিস্মর বন্ধুদের, সুপ্তিশান্ত মগ্ন মননের
মদনৃত্য দেখা দেবে শহরের স্তব্ধতাপাখায় ।
১৯৩৩

পঞ্চমুখ

১

আমার কুটিরশিল্প লেখা যদি করে থাকে কোনো অপরাধ
কুম্ভীরক প্রবৃত্তিতে, হে প্রেয়সী, তোমার পল্লবে ঢাকা চোখে ;
আমার রচনা যদি তোমার পেলব পাণ্ডু তনুর মাধুরী
রূপান্তরে ব্যর্থ হয় ; তোমার কোমল স্বপ্নে আঁখিছায়াপাত
যদি না দিয়েই থাকে শিল্পকর্মে ঘটকালি-সার্থক প্রসাদ ;
আমার এ কল্পনার মন্দিরের তোরণে শিখরে যদি লোকে
দেখে শুধু তোমারই হাসির দক্ষ গভীরতা অনন্য চাতুরী ;
তবু তো বলবে তারা—এ কখনো ভবে ক্ষোভে ভ্রান্তিতে বা শোকে
মৃত্যুকে দেয়নি কর । এ বেঁচেছে জীবনের উল্লাসবরণে ;
লজ্জা শুধু অক্ষমতা ; তবু প্রিয়া, তুচ্ছ হবে যত অপবাদ,
গ্লানি শুধু অক্ষমতা, তাই, আর তোমাকেই নিমিত্তকরণে ।

২

উত্তুরে হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গায়ে
পাহাড়তলির দাবদাহ আজো দেখোনি চোখে।
সাহারার বালি পোড়েনি তো আজো কোমল পায়ে।
প্রসার্পিনার পরশ পাওনি এ মরলোকে।
খরযৌবনে হৃদয়বিহীন তোমার হিয়া,
হাসি তো তোমার বৃথাই ছড়াল তুষার, প্রিয়া!

আসবে একদা সাঁঝে বৈরাগী ঘরছাড়া কেউ
—তোমার হৃদয়-পাইনের বনে কী কানাকানি!
ঘাটে বাঁধা ঐ দিঘিতে দুলবে সাগরের ঢেউ
প্রভাতেই হায় ডেকে নেবে তাকে দূরের বাণী।
আসবে একদা সিদ্ধপুরুষ, সংসারে তার
শিশিরে শুকাবে তোমার প্রেমের পাতার বাহার।

সময় এখনো যায়নি ফুরিয়ে পথশোধনের—
এই হল সার ভাবীকথকের এ নিবেদনের।

৩

তুমি তো ফিরাও মুখ।
তোমার দুচোখে স্থির নীল শর্বরীর
শঙ্কিত ক্লান্তির দূরাভাস।
তোমার হৃদয়ে কাঁপে পাখির পালক, যত
গতিহীন অতীতের স্মৃতি
বিষণ্ণ ভীতির গায়ে লাগা
তবু আমি বলে যাব কথা
বারবার উঠে যাব হৃদয়ে তোমার,
পলে পলে দেব নিমন্ত্রণ।
প্রেম যে আমার হল প্রতীক্ষায় প্রস্তুতিতে
দিন রাত্রি আজ চিরজাগা।

একদা আমারই হবে জয় ।
বারবার বাতাসের হাতে লেগে লেগে
পুঞ্জীভূত বাতাসের বেগে
ঝ'রে যাবে বিড়ম্বনা, মুক্তি পাবে মানসবলাকা ।
হৃদয় তোমার প্রিয়া আমার মনের নীলে মেলে দেবে পাখা ।
তোমার ও দীপ্তি মুক্তি পাবেই আমার চিত্তে, কোনো তরুণ তমালে,
একদিন, একরাতে, কোনো এককালে ।

৪

ক্ষুরধার পথ, দুর্গম দূরদেশ—
তীর্থযাত্রী খুঁজেছি ভাবচ্ছবি ।
সঙ্গী করেছি দেশবিদেশের কবি ।
বিস্তারি' পাখা ঘুরেছি দেশবিদেশ ।
ঘুরেছি তোমার নীলোৎপলের খোঁজে
তেরো নদী আর সাত সাগরের পার ।
কানে কানে বলে বাতাস বারম্বার—
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ
ক্ষান্তি মেনেছে নীড়সন্ধানী মন ।
থেমে গেছে আজ অশনায়ী অন্বেষা ।
তপস্যা আজ নিদ্রার আরাধনা ।
বাস্তু মনুকে আশ্রয় করি শেষ ।

জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ ।
কবে থেমে গেছে সে হয়রাজের হ্রেষা ।

নিদ্রাও হল অগম কোন্ সাধনা !
প্রায়োপবেশনে শশকবিষাণ গোনা !
ভঙ্গুর স্নায়ু কণ্টক অগণন ।
স্বপ্নেরা হল ফণিমনসার বন ।
জন্মে প্রণয়ে মরণে জীবন শেষ ।
হে হৈমবতী, আর কেন হানো শ্লেষ ?
ডোবাও ডোবাও সিমূমরুক্ষ দেশ ।
এ প্রতিহিংসা অকারণ বিদ্বেষ ।

৫

এ আকাশে ভিড় নেই, একখানি মেঘ শুধু ছেয়ে,
যেনবা রেখেছে চেপে বাক্যখর পৃথিবীর মুখ।
মুখরতা নেই আর, ধূসর কোমল মেঘখানি
চোখে আনে কান্ত তৃপ্তি, শরীরে ছড়ায় শান্তি ধীরে।
মনে আনে মূর্তি তার, স্নিগ্ধদেহ, সামান্য-উৎসুক।

সামান্য যে মন তার ? তবু তাকে লেগে থাকে ভালো।
স্বচ্ছতায় স্পষ্ট আর নিতান্তই সীমাবদ্ধ মন
স্বার্থ আর প্রত্যহের জীবযাত্রা জানে শুধু জানি।
জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।

পাহাড়েরা নেই আজ, স্নিগ্ধ মেঘে দিগন্ত মসৃণ।
১৯৩৪

গার্হস্থ্যাশ্রম

পূর্ববঙ্গ

তোমায় লেগেছে ভালো—সে কথা তো জানো ?
তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালি
বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি।
লোকে যাকে প্রেম বলে—সে কি তুমি মানো ?
জেনে শুনে চোখ দিয়ে আমাকে কি টানো ?
নাকি, তুমি অজানিতে ভরে যাও ডালি ?
নাকি, আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি
পড়েছি প্যারিসে গিয়ে, তাই চোখে আনো
কৌতূহল নামে বস্তু, অলকা, বলো তো।
আমাকে বলতে কিছু ভয় পেয়ো নাকো ;—
একাধিক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ কানে ;
তাছাড়া প্রেমের ফুল-ও বিবেচনা মতো
তুলি আমি। তবু কেন চুপ করে থাকো ?
ক্ষমা কোরো, হেসেছি কি সেদিনের গানে ?

জাতিস্মর

বহুকাল আগে আমরাই কবে বেসেছি ভালো,
সে কথা কি আজ সিনেমাছায়ায় গিয়েছ ভুলে ?
প্রাক্‌পুরাণিক কী মায়া ছড়াল চোখের আলো !
কোন পাথরের অরণ্যে কবে বেসেছি ভালো !
তারপরে কবে হারাল যে আলো চোখের কালো !
আবার কি আজ চাইবে তেমনি দুচোখ তুলে ?

প্রলোভন

তৃতীয়ার ক্ষীণ করুণ আলোয় দখিন হাওয়ার
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ইজিচেয়ারেই বসব দোঁহে ।
সুরভি অলক স্বতই জড়াবে আমার গায়ে,
স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরালা কোনায়
সুরের মতোই উতল অথই বিধুর হিয়ায়
বসব দুজনে—মুখ ও কপোল ঠেকবে মোহে ।

প্রতীপগতি

হিমের হাওয়া বয়ে তো গেল
দোঁহার মাঝে ।
নীলোৎপল হয়েছে আজ
কাঠগোলাপ ।
আজো তবু কি রইব দ্বারে
হিম হাওয়ায় ?
থেমেছে আজ নীল আকাশে
নভোবিহার ।
কোজাগরের দীপ্তি গেল,
রয়েছে আজ
গ্যাসের আলো—পরিচিতের
মৃদু হাসিই
আমার মুখে, তবুও হাতে
দেব না হাত ?
হিমের হাওয়া বয়ে তো গেল—
মাঘের হিম ।

আশ্বিনের মেঘ তো গেল
গিরিচূড়ায় ।
শীতল হল তোমারও পানে
হৃদয় আজ ।
হেমন্তের কুয়াশা গেল
নীল আকাশ ।
নয়নে কেন নতুন ক'রে
শ্বেত তুষার ?
হিমের হাওয়া বয়ে তো গেল—
মাঘের হিম ।

তামাদি

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে ।
শরৎ মেঘে চিত্রিত এ সুনীলাকাশ তলে,
হাসুনোহানা সুরভি করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে,
পশ্চিমের বিধুর মৃদু উদাস বায়ু-স্বনে
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে ।

প্রিয় তোমার কূজন করে সহাস মৃদু-স্বরে,
সাড়ায় তার তনু তোমার কাঁপছে নির্ভরে ।
একেলা আমি অন্ধকারে বারান্দার কোণে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে ।

চামেলি হাওয়া সুরভি হাওয়া শারদাকাশ তলে
আঁধার ভিড়ে সন্ধ্যাতারা সঙ্গহারা জ্বলে ;
তোমাকে দেখি প্রিয়ের সাথে মধুর আলাপনে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে ।

জীবন চলেছিল যখন সফলতার রথে,
দেখেছিলাম তোমাকে ভিড়ে দ্রুত জীবনপথে,
কাজের মাঝে ফিরিয়েছি কি হৃদয়ামন্ত্রণে,—
বেসেছিলাম তোমাকে ভালো, পড়ছে আজ মনে

প্রকৃতি ও প্রেম

সমুখে সাগর বিরামহীন তাকিয়ে আছে,
বুকে তার নয় বিরামবিহীন আবেগধারা।
তুমি আর আমি বসেছি পরস্পরের কাছে,
সমুখে সাগর বিরামহীন তাকিয়ে আছে,
বালুকাবেলায় চাঁদের আলোয় ঢেউয়েরা নাচে
আবেগআকুল কিন্তু উদাস, দিশারিহারা।

ঘড়িতে যে ক'টা বাজল তা কারো নেই তো জানা,
জনহীন তটে, বালুকাবেলায় আমরা দোঁহে।
শুভ্র তোমার বাহুতে আমার হাতটা টানা।
অসীম আকাশে সাগর হারাল সব সীমানা।
পূর্ণিমারাতে সাগরসভাতে প্রেমকে আনা।
শুধু তাই ভাবি উভয়ে উদাস নীরব মোহে।

রেতাল

লেকে আজকাল সকলেই যায়
ভালো লাগেনিকো তোমার যাওয়া।
মিশে গেলে তুমি সাধারণে হায়!
লেকে আজকাল সকলেই যায়!
সকলেরই মতো ম্লান সন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছ! কী বুর্জোয়া!

সেই থরোথরো দিনের সে স্মৃতি
স্মরণে কি আর কথা নাহি কয়?
সেই উন্মাদদিনের সে প্রীতি,
সেই সন্ধ্যার মায়াময় স্মৃতি
মনে রেখো, জ্যোৎস্নায় শোপ্যাঁগীতি।
কেন যাও লেকে?—কী-বা ক্ষতি হয়?—
সেই থরোথরো দিনের সে স্মৃতি
স্মরণে কি আর কথা নাহি কয়?

বেড়াবে! তা কেন যাও নাকো মাঠে?
আমার সঙ্গে—ক্ষতি কিছু হয়?
কিন্তু তুমি যে অচেনার হাটে

বেড়াবে ! তা কেন যাও নাকো মাঠে ?
সমাজের কেউ লেকে ছি ! কি হাঁটে !
তাও সঙ্গে ও চৌধুরী বয় !

আধিদৈবিক প্রত্যাদেশ

বার্ধক্য যখন দেবে সারা দেহ ঢেকে
করোগেট-বিকুঞ্চিত শরীর যখন
দেখাবে, বাসব ভালো তোমাকে তখন ?—
সেই কথা ভাবলুম বসে বসে লেকে ।
তোমার রঙেরও লিলি হবে খড় রং,
নিটোল ও বাহুলতা হারাবে মাধুরী,
কালো চোখ হবে ফিকে, হারাবে চাতুরী,
তার চেয়ে বড় কথা, যাবে মিঠা ঢঙ ।—
এই সব কথা লেকে বেজায় ভাবিত
করল, বিশ্বাস করো, খাঁটি কথা বলি
সমাধানে কিছুতেই মন উপনীত
হল না—ভাবনা-বিষে নিদারুণ জ্বলি ।
তোমার পাশে তো তাই ঘেঁষে এসে মিলি
সিগারেট না খেয়েই—হাসছ যে লিলি !

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুযত কৃষ্ণসারঃ

মাঘের মাঝারে ফাল্গুনী হাওয়া বয় ?
আজ লিলি শুধু স্বপ্ন দেখার পালা ।
নীল শাড়ি যেন তনুটি ঘেরিয়া রয়,
নারিকেলবন মর্মরে কথা কয়,
গুঞ্জন যেন স্বপ্নের ভাষা বয়,
খোঁপায় জড়াও অকাল যূথীর মালা ।

উদাস উর্দু সুর মৃদুমিঠে স্বরে
গুঞ্জন করো, স্বপ্নের জাল টানো ।
আজ লিলি আর থাকা যায় নাকো ঘরে ।
উদাস উর্দু সুর মৃদুমিঠে স্বরে
শহুরে ছাতেও অকাল দখিনা করে
উতলা উদাস—সে কথা তো লিলি জানো ।

অকালে দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা,
ছাতে চলো লিলি, সংসার যাক খসে ।
হৃদয় পাখির মতো যে বন্ধহারা—
অকালে দখিনা ! ভেঙেছি কাজের কারা—
কী সুখে উতলা পরান-পুতলা সারা !
কাঁধে কাঁধ দিয়ে নীরবে রইব বসে ।

দায়িত্ব

আমরা বসিয়া রহি অন্যমনা ; সম্মুখে সাগর
উদাসীন নিস্তরঙ্গ ; প্রেমের রহস্য ভেদিবারে
আমাদের কাটে রাত্রিদিন । মোদের চিত্তের দ্বারে
প্রেম নয়, প্রশ্নদূত ; আমাদের যামিনী জাগর
কাটে নাকো, সংস্কৃত কবিতার নাগরী নাগর
কাটাত যেমন, আমরা পৃথিবীকে আর বিধাতাকে
শুধাই, শুধাই শুধু আমাদের—তোমাকে, আমাকে ।
প্রেমের পৃথিবী ছেড়ে স্মৃতি দিয়ে বাঁধি জাদুঘর ।
আমাদের মস্তিষ্কের মন্থনের উগ্র হলাহলে
ইন্দ্রিয়ের দৈত্য যত পরিশ্রান্ত, অবশ, অসাড় ;
প্রেমের ক্যাফিন গেল আমাদের বেলায় বিফলে ;
জিজ্ঞাসার মদিরায় মস্তিষ্কে এ সবই ব্যর্থ হয় ।
প্রেমের তত্ত্বের ছাত্র, মোরা শুধু ভাবি, নাহি রয়
বিহঙ্গের মুক্ত হর্ষ, রহে শুধু কুণ্ঠিত বিচার ।

গ্রহণ

চেয়েছিল সারা ঘর কম্প্রস্নায়ু স্তব্ধতা অটল ।
হৃদয়ে আমার ব্যগ্র ভয় কাঁপে—লাঞ্ছনা-সন্ত্রাসে ।
আকাশে থমকে সন্ধ্যা মুখে ঢালে তোমার রক্তিমা ।
স্তব্ধ ব'সে প্রতীক্ষায় তোমাকে যে আজো ভালোবাসে ।

রণক্ষেত্রে পদপাত ক'রে চলে সশব্দে মিনিট।
ছত্রভঙ্গ হৃদয়ের কথাগুলি শুয়ে আছে ভয়ে।
পৃথিবীর যত ভার বয়ে আনে প্রতিটি মিনিট,
আনে যে আগামী তব দ্বার দেখানোর সংশয়ে।

মনে হয় মর-স্বর্গে বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে
চলেছি প্রতীক্ষা করে যদি কভু ডাকে বেয়াত্রিচে।
হৃদয়ে উন্মুখ আশা ঊর্ধ্বায়িত, দুহাত ছড়িয়ে
এদিকে রয়েছে দেখি কল্লান্ত যে দুয়ারের নিচে।

চিত্ত হল মৃতপ্রায়, অসাড় নীরব অন্ধকারে।
অকস্মাৎ ফুটে ওঠে মদির রজনীগন্ধা শত।
অকস্মাৎ ফুটে ওঠে কালো নীল ঠেলে শত তারা।
তোমার দেহের জ্যোৎস্না খোঁজে মন আনন্দ-আহত

তোমার কথার পাখা নিল প্রিয়া আমাকে আকাশে,
নক্ষত্র-কম্পিত লোকে আনন্দের লঘিষ্ঠ হাওয়ায়।
নিয়ে গেল আন্দোলিত রজনীগন্ধার শুভ্রবনে।...
অন্ধকারে চোখে চোখে নির্ভরের মাধুরী ঘনায়।

মধুযামিনী

সূর্যের সাথে শত্রুতা আমাদের
রাত্রির সীমা ছোট করে দেয় ও যে!
টেনে দেয় হায় আমাদের প্রেমে ঘের,
বহির্জগতে, শত্রু সে আমাদের।
সে যবে দাঁড়ায় চৌকাঠে বাসরের,
আমাদের প্রেম লজ্জায় চোখ বোজে।

কনডিশনড় রিফ্লেক্স্

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি, তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি ;
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি

তোমার শাড়ির ছটায়, কথায় কথায় হাসি—
না হলে ঝঞ্ঝা ফেলত যে সারা জীবন ঘিরে।

মফস্বলে

আজ আর প্রেম নয়,
আজ শুধু ঘুম।
চাঁদের চাহনি নেই,
দু-চোখ নিঝুম।
মনে ভাসে রেশ শুধু
মাঠের গানের।
স্নায়ুতে ছন্দ কাঁপে
নাচুনি ধানের
ক্লান্তি ছড়ায় তার
শান্ত প্রলেপ।
প্রেমেই দিয়েছে মন
ঘুম-অবলেপ।
ফসল-কাটার ছবি
দু-চোখে ভাসে।
এখনও অঙ্গ দোলে
প্রাকৃত রাসে।
চাঁদের চাহনি নেই,
মন নিঃঝুম।
আজ আর প্রেম নয়
আজ শুধু ঘুম।

আত্মজ্ঞান

যদি আমি জন্মাতুম বহুদূরদেশে
তোমাকে পড়ত মনে, নিতুম কি চিনে ?
এ দূরত্ব এড়িয়ে কি আসতুম হেসে ?
তুমিও চিনতে হেসে পরিচয়হীনে ?
ধরো, যদি তুমি হতে টাহিটির মেয়ে,
অজানা রহস্যময়ী মরস্বর্গলোকে,
আমি কি যেতুম, সখী, প্যাসিফিক বেয়ে ?
বলতুম হেসে,"এ-কী ! চেনা লাগে ওকে !"

আমরা যে অতিসুখী সকলেই বলে,
আমাদের উভয়ের প্রেমের গৌরব
সকলের মুখে শুনি। লোকমুখে চলে
আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।
সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি ?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি।
১৯২৫-১৯৩০

বিবমিষা

তোমাকে রাখিয়া দূরে তবে মোর চিত্ত প্রাণ রাখে।
তোমাকে দেখিলে রীরি করে মোর গ্রন্থিস্নায়ুশিরা।
তোমার নিঃশ্বাস হানে বিষবাষ্প মোর নাসিকাকে।
তোমার কথায় মোর বুদ্ধি পায় পক্ষাঘাত পীড়া।

তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন পিচ্ছিল স্বেদাক্তত্বক সাপ।
পিত্তস্রাবী স্পর্শ পাই তোমার ও মেদাক্ত আঙুলে।
সামুদ্রিক পীড়া তুমি, তাই সারা দেহ ওঠে দুলে,
ঘৃণার শ্বেতোর্মিস্পর্শে পুণ্য হয় উদ্‌গারের পাপ।

অবজ্ঞায় অবগাহি লভিলাম প্রাণের বিস্তার।
ভাগ্য তব মোর হাতে। অদৃষ্টের দৃপ্ত পরিহাসে
নিজ অপঘাত দেখ ? হাহাকারে কোথায় নিস্তার ?
কার স্ফীতোদর শব মোর মুক্তিস্নানজলে ভাসে ?

গভীর আমার ঘৃণা—ঘৃণার এ সমুদ্রের পাশে
প্রেম যে গোষ্পদজল শুষ্কপ্রায় গ্রামের ডোবার।
১৯২৯

উড্ডচর

পাখির আবেগ জাগাবে শরীর মনে ?
পাখার ঝাপটা দিনরাত যাব শুনে ?
পাখার ছন্দ হৃদয়ে কি দেবে বেঁধে
হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে ?

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা !
অসহায় ভীরু ? শুধু তার পথে চলা ?
বন্ধুর ভ্রূ-ও কুটিল—ঋণের ভীতি ?
অগণন লোক—তবু জ্বলা, শুধু জ্বলা ।

গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ ।
শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ ।
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক ।
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ ।

দিশাহারা চোখ, চরণ শ্রান্তিহীন—
স্থিতি চাইনেকো, ঘুঘু নয় ওগো শ্যেন ।
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি দাও,
তুষারতুঙ্গ চূড়ায় চূড়ায় ঘোরা !
স্বচ্ছশীতল হালকা হাওয়ায় ঘোরা ।
কাটুক আমার জীবন মরণে সেতুবন্ধনী দিন ।

হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ঝলসি উঠুক
কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধত গতি চরণ শ্রান্তিহীন ।

১৯৩০

কবিকিশোর

God's in His Heaven
All's right with the world.

শহরের বুকে পাঁচতলায়
নেব সখী এক ছোট্ট ফ্ল্যাট্ ।
ট্রাম বাস্ ভিড় নিত্য যায়—
উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে দোঁহায়
ভিড়েতে থেকেও কী নিরালায় !
গোলমাল যেন পায়ের ম্যাট্ ।
শহরের বুকে পাঁচতলায়
মধুচক্র সে ছোট্ট ফ্ল্যাট্ ।

ঘুঘুনি ও ঘুঘু রইব তায়,
আর্কেডিয়া কী, বুঝবে তাই ।
সে ছোট ফ্ল্যাট্, চৌমাথায়—
এল্‌সি ও বব রইব তায়—
ক্ষীণ কোলাহল ভাসে হাওয়ায়
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দিন কাটাই ।
এল্‌সি ও বব্ রইব তায়—
কবি-জীবন কী বুঝবে তাই ।

প্রিরাফায়েলাইট্

প্রতিটি মুহূর্তে মোর মূর্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্বাসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা অশান্ত কৌতুক ।
সূর্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক,
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন ।
ভুলে গেছি কী-বা ভুল—দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো ।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দীপ্ত দিন ব্যর্থতায় হত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস ।

দীর্ঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে,
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়াল না হায় নারী, হায় !

কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘন পক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এল শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিঃশ্বাসের চৈতালি হাওয়ায় ।

হেলেনিস্ট

চাঁদ চলে গেছে,
কৃত্তিকা গেল,
মধ্য রাতি ।
প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন ।

সন্ধ্যাতারা

অপরূপ রূপে চিরায়ুষ্মতী অপ্সরী !
কবির মানস এল মানবীর দেহপুরে ।
তোমার দেহের দেউলে দেবীর স্তব করি ।
বেশকেশ রূপ-আবেশে নিয়ো না সম্বরি,
আঁখিপাখি তব দিশাহারা ওড়ে ঘুরে ঘুরে ।
চলচঞ্চলা গতঅঞ্চলা অপ্সরী ।
স্বপ্ন-শিখায় পুড়ে খাক্ দিবা শর্বরী ।
বন্ধ্যা প্রিয়ার দীপ্তি তোমার দেহে ফুরে ।
নহ মাতা তুমি, প্রেয়সী তোমার স্তব করি ।
প্রিয়ার মূর্তি ! প্রেমে কাঁপে তনুবল্লরী,
স্তনধারা কভু বক্ষে তোমার নাহি ঝুরে,
ভার বহে তনুলতা ভাঙো নাকো, অপ্সরী
রহস্যময়ী ! বৃথাই তোমার তপ করি !
দেহের নাগালই পাইনে—মন তো আরো দূরে ।
সিনেমায় আসি মিছেই—মিছেই স্তব করি ।
বিলোল স্তিমিত আঁখি জ্বলে ওঠে সব হরি'
চকিত চুমায় সচকিতরতি আধো সুরে
কেশের আবেশে নিঃঝুম ক'রে অপ্সরী
স্টুডিও-উধাও ! মিছেই দেবীর স্তব করি ।

Pater's view of art, as expressed in the Renaissance, impressed itself upon a number of writers in the nineties, and propagated some confusion between life and art which is not wholely irresponsible for some untidy lives....
T. S. Eliot.

মনে মনে বলি,
হে মোনালিসা !
সাইনারা
এসো মলিন আলোয় ।
শহরের মুখে ধূসর সন্ধ্যা নামে ।
হৃদয়ে আমায় ঘরছাড়া যে গো ডাকে ।
আমি চঞ্চল তাই, তাই সুদূরের পিয়াসী
আমি তাইতো আকাশে কান
পেতে শুনেছিতোমায় গান, হে মোনালিসা, হে সাইনারা
মলিন আলোয় বইয়ের পাতায়
স্বপ্ন-আতুর বিদেশী ভাষার মায়ায়
তোমাদের পদপাত
করেছে আমাকে একাগ্র ব্রতচারী ।
সাগরের ঢেউয়ে বহুদিন হল তুলে তো দিয়েছি পাল ।
অশেষ যাত্রা, অসীম সাগর, শুধু পদপাত শুনি ।
হে মোনালিসা, শুধু হাস তুমি মধুরহাসিনী অপরিচিতা,
যখনই শুধাই, ওগো বিদেশিনী, হে মোনালিসা, দিনের চিতা
ক্লান্ত ঘরের নীরবতা দেখ তোমাকে ডাকে ।
পেটারের মেয়ে,
কুমারের মন ঘরছাড়া হল তোমার খোঁজে
কবিতার বাঁকা ইন্দ্রধনুর দুরূহ পথে,
হে সাইনারা, কালো রাত্রির ক্লান্ত ঘুমে,
পরিশ্রান্ত স্বপ্নে তোমার
কুমারের ঘন কামনাছটায় তোমার আসা
ধমনীর তালে শুধু পদপাত, অকারণ পদপাতে ।
রুডেল তোমার মরণ-ক্লান্ত,
শুধায় তোমায় আসবে তো এসো

হে মোনালিসা, হে সাইনারা, স্বপ্নসঞ্জীবনীর বীজনে
এসো এসো এই মলিন আলোয় সাগরের শ্বেত কেশর পাণ্ডু দুপায়ে ঢেকে,
বহু দূর দেশে জড়তার গ্লানি মেখে শহরের মুখে জরতী সন্ধ্যা নামে।

প্রলাপকম্পন

কবিকিশোর ফিরেছি পথে পথে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত পাণ্ডু মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত ;
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে,
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো।
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহেনি কোনো কথা
কেহ বা জিন্ খায়নি ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি পথে পথে
অনেক দূর ফীটনে পদরথে,
রূপার দেশে রূপালি রাজবালা
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা।
ঘুরেছিলাম মোনালিসার খোঁজে,
লিসির মাঝে তাহার হাসি বুঝি !
দা ভিঞ্চির দৈবী নিপুণতা !
সুদূর দেশে রচনা তার খুঁজি।
বাদল মেঘ খুলেছে বেণী তার
বৃষ্টিভেজা পার্কস্ট্রিটের মুখে।
প্রহরী আলো জাগাল চিকিমিকি,
কদম্বের পুলক লাগে বুকে।
সন্ধ্যা আর মেঘের আশ্লেষে
পুরব বায়ু ফেলিছে দ্রুতশ্বাস।
ওঅলৎস্-ধ্বনি পায়েতে গতি আনে
হঠাৎ লিসা দাঁড়াল মোর পাশ।
সাইনারার পূর্বস্মৃতি চোখে।
লিসার হাসি দেহী যে মরলোকে !
রূপার দেশে রূপালি রাজবালা
লিসির গলে পরায়ে দিনু মালা !

ব্রাহ্মমুহূর্তের স্বপ্ন

চলে গেল চাঁদ,
শান্ত ধূসর অন্ধকার,
সূর্য এখনো আসেনি,
শীতল স্থির আকাশ,
গ্যাস নিভে গেছে,
জাগেনিকো কাক,
বাতাস চুপ—
শুধু কাঁপে তার, শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার।

খোয়ারি

Rosa Alchemica

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
বাসনার শয্যাতল ছাড়ি!
একজন লক্ষ্মী সে কল্যাণী
স্তিমিত প্রাণের বহ্নি—কেন নাহি জানি।
সংসারের সোনার খাঁচায় সংহিতার সমুচ্চ মাচায়
মসৃণ তৃপ্তিতে তিনি র'ন।
পূরবীর করুণ লগন,
রজনীগন্ধার মৃদু রূপ,
দেউলের সন্ধ্যাময় ধূপ
কল্যাণীর কল্পনায় নিত্যকাল রহিছে মগন।
(তার মাঝে সুপ্ত নেই লোভ
বসন্তের অশান্তির ক্ষোভ?)
আর জনা সন্ধ্যাসরে রানি
বহুনিষ্ঠা প্রেয়সী অপ্সরী।'
খসে পড়া তারাদের চটুল সংগীত,
বিহঙ্গের গতির ইঙ্গিত
দীপ্তি পায় মায়াবী সে তনুর মায়ায়—কেন নাহি জানি।
দুর্দম সে নির্মনন গতিচক্রতলে
পলে পলে
কত চিত্ত মরে হায় কত প্রাণ মৃগতৃষ্ণিকায়।

তারা নাহি জানে
উর্বশীর প্রাণের গুহায়
স্তিমিত পীড়া কি গুপ্ত হায় !
মৃত্যুর রঞ্জনরশ্মি-দিব্যালোকে পুরুষহৃদয়
অবশেষে অপঘাতে এই সত্য মানে ।
কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের স্তব্ধ প্রাতে,
বিস্বাদ হৃদয়ে
বিষণ্ণ আলোয় বসে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি আর ভাবি মনে ;
কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্রমন্থনে
রূপ নেবে এক নারী
মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি' ?
১৯৩২

যযাতি

অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি,
অনেক পাপের পরম তাপের বিষম বোঝা
অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে ।
ব্যাধভয়াহত, তাইতো পাহাড়ে আড়াল খোঁজা,
প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃসারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে ।

বসুন্ধরার অগ্নিউদরে লেগেছে দোলা,
শতসর্পিল ধূমকেতু তার অস্ত্র টানে ।
মরণ আহরি আহারে বিবশ দিবসনিশা,
অশনায়োগ্র ধমনীশিরার পরমতৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা
স্নায়ুদাবদাহে যযাতি-শিরায় প্রবল গানে ।

সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে।
আকাশগঙ্গা পীতপিঙ্গল বালুকারেখা।
শনির কণিকা মারক-আখরে জীবনে হানে
করোটির কালি, করকোষ্ঠীতে ছিন্ন লেখা।
তাই তো হৃদয় নির্দয়লোভে তোমাকে মাগে
নাটকীয় সুরে প্রলাপ-কম্প্র প্রবল গানে।
১৯৩৫

মন-দেওয়া-নেওয়া

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,—প্রায়ই করে,
আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের
মতো আর মন বাহ্বা দেয় না।
প্রেম জিনিসটা কি নির্বোধের ?
দুমাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,
রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা
লাগত ভালো!
তখনের সেই অবস্থা নাকি প্রেমের বাসা ?

আসল কথাটা আমি যা বুঝি
প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি।
নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাইতো খোঁজে—
তার ওপর তো সে জীবের ধর্ম উপ্‌রি আছে।
এরি নাম 'প্রেম'।
কিন্তু মানুষ কেমন করে যে এইতে বাঁচে—
মানে, এই প্রেমে কাব্যি করেই সারাটা জীবন কাটিয়ে যে দেয়!

আশ্চর্য না ?
এই ধরো—আমি, নবনীকান্ত—
দিব্যি মহৎহৃদয়, দিব্যি ভালোই ছেলে—
অনেক মেয়েই চায় তো আমায় তাদের স্বামী!
ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—

ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের
প্রেমে পড়ে গিয়ে !

কাব্যির ঘোরে কত উচ্ছ্বাস ঐ বেচারা গলায়-গালে—
দুহাতে বাহুতে বুকে আর ঠোঁটে তার দিয়েছি !
ডলু যদি সেটা—চিত্রগুপ্ত যেমন করে—
সব কর্মের হিসেব-নিকেশ চুলচেরা ভাবে খাতায় ধরে ;
ডলু যদি এই প্রেমের বিষয়ে সে-রকম ভাব মাথায় ভরে ?
বিহিত কী তার ?
কীই যে করি ।
অমল মোহিত ইত্যাদিকে তো এগিয়ে দিলুম—
"ডলু যে তোমার খোঁজ করে ওহে ।"
কতটা আশাই না করেছিলুম ।

হল না কিছুই ।
আই-সি-এস-ও অকাতরে ডলু ফেলেই দিল ।
(মেয়েরা কী বোকা !)
আর সেই দিনই দুপুর বেলায়
বাস-এ করে ডলু এই এইখানে
আমার এ-ঘরে চলে এসেছিল ।
সে-কথা যাক, তা কথাটা হচ্ছে
কেমন করে
ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায় ?
তা অবশ্য কোনো গোল না ক'রে—
তা না তো আবার স্ক্যাণ্ডালে দুই কান বেচারির যাবে যে ভরে ।

মহা মুশকিল ।
ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে !

আমি যদি খুব সাবধানে কোনো আভাস তুলি—
ডলুর দোষ যে আমার কেমন বিশ্রী লাগে ।
আশা করি ডলু চটবে, কিন্তু সে চটে নাকো !
হয়তো বা বলে, "ও দোষ যে আছে, আমি তা মানি,
তাই বলে চুমো খাবে না আমাকে ?
—তোমার ও-মুখ এখানে রাখো ।"

কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,

(আগেই বলেছি, অজানাই হল প্রেমের নানা,
শারীর মানস, ভাবের বাণী)
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
        ডলুই নিজে ।
এমন কী সেই আঁচিলটা—তা-ও !
        সেটাও জানি ।
নতুন তো নেই কিছুই ! এখন করব কী যে !
        করব কী যে ?
        বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে !—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
        পাব না কি আমি
জীবনের শেষ দিনের আগে ?
        ক্লান্ত লাগে ।
১৯২৬

অপস্মার

কবে ভেসে যাবে সম্বিৎ
স্মরণের নীল পরপার !
হতো'স্মি হবে জয়গান !
ডুববে অহম্ কশ্চিৎ !
দুর্গম দিন, ক্ষুরধার
রাত্রিও হবে ক্ষীয়মাণ !

খুঁজে মেলেনিকো ইশারা ;
ডাকঘরে নেই ঠিকানা
চিঠি নেই ; দিবানিশারা—
ভস্মলোচন তৃষারা
ভবঘুরে ঘোরে বেগানা ;
পালায় পিশাচ ইশারা !

হৃদয়ে তোমার জাগে ভয় ?
মরণের ভয়, জীবনের,
বিপুল বিদেশী বিশ্বের ?
ব্যর্থ গ্লানির পরাজয় ?
ধিক্কার জ্বালা দাহনের
ত্যক্ত সমাজনিঃস্বের ?

কোনো গোরোচনা গোরী কি
বাঁধেনি চরণে পরানে ?
শোনোনি কি ঘুমপাড়ানি
জরৎকারীর শিথানে ?

হিংস্র অভাব হরি' কি
আলাদিন দ্বীপ জ্বালেনি ?

কোনো বিচিত্রবীর্য কি
পূর্বজ কোনো দশরথ
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ,
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহার ?

তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছ ?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব ?
মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা ?
তাই কি রক্তে চেয়েছ
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেরই বিপ্লব ?
১৯৩৩

দ্বিধা-দম্পতি

১

মন্বন্তরে বাস করি বটে, মনান্তরের কোনো
হয়নিকো অবকাশ।
সূর্যগ্রহণ নিত্যঘটনা যে শীত-কঠিন লোকে
আমাদের সেথা সূচ্যগ্রক বাস।
শহরের ভিড়ে হাড়ে হাড়ে চেনা পাহাড়ি হাওয়ায় রোজ
শেষ করি প্রত্যহ,
আমাদের ঘিরে তনুমানসার দুরন্ত জীবাণুরা
মরিয়া সাহসে ঘুরে মরে অহরহ।
অবসর হয় আমাদের কাছে বিলাসী দ্বিধান্বিত,
কীর্তিও পায় ভয়,
অন্তরঙ্গ অবসাদ শুধু আমাদের পাশে ঘেঁষে,
আমাদের কাজ ছোট জয়পরাজয়।
মৃত্যু দিয়েছে আমার হৃদয়ে মৈত্রীর বিষটীকা
উদ্ধত উজ্জ্বল।
ছিন্ন ভিন্ন চাঁদের আলোতে নিদ্রার অধিকার
আমাদের রাত ক'রে দেয় সমতল।
কেটে যায় দিন, জীবনযাত্রা মুখর ইতরতায়—
কম্প্র কোটরে বাস।
উলূপী আমার। তোমার হৃদয়ে আত্মদানের ভিড়ে
মনান্তরের মোটে নেই অবকাশ।

২

যেদিন তুমি স্বপ্ন ছিলে, সেই দিনে খুঁজি সান্ত্বনা।
তুমি বলো, "তোমার লাঞ্ছনা আমার বৈতরণী, তোমার নরক
আমারও যন্ত্রণা,—আমার স্বর্গ তবু তোমার নয় ?"
সভ্যতার শান্তি তোমার স্নায়ুতে—তার শ্রান্তিও, হয়তো বা তার ভয় ?
জানি তুমি দধীচি নও—তবু সাধুর মুক্তি ছড়াও চোখে। তারা
বলেছিল, "মৃত্যু তোমার মরণ হল, ভয়ের হল পরাজয়।" তোমায় দেখে
বুঝব কি সেই কথা ? নীরবতায় মানবমনের জয় ?
তোমার প্রেমের সন্ধ্যাছায়ায় আলো কোথায় ? প্লেটোর পেশীর
মাঝে তো নেই পাশে। ক্রিস্টিআনের মৈত্রী তুমি ছড়াতে যাও,

বর্তমানের স্বপ্নভঙ্গে, ভবিষ্যতের পারিজাতের বীজে। বিশ্বপ্রেমিক, বাতির পাশেই কালোর খেলা, চারপাশে তার আলো।

আমায় তুমি নিলে, যেন সুরঙ্গমার রঙিন বিশ্ব মুছে দিয়েই নিলে
তোমার দাবি
পিতৃকালের বাড়িবদল তোমার স্বভাবেই—এ কৈলাসে কেমনতরো হালচাল যে ভাবি।

অস্তি-নেতির সেতুর পারে অন্ধকারের কোথায় সীমা ? নীরবতার কোথায় টানবে দাঁড়ি ? এ অপেক্ষা সহিষ্ণুতায় চলবে কতকাল ? থামবে সে কোন্ সমে ? আদিমকালের সোনার স্বপ্নে, ভবিষ্যতের যবন প্লাটিনমে ?

আমি নয় তো, ওরা সবাই ভাবছে তোমায় কী ? যেদিন তুমি স্বপ্ন ছিল, সেইদিনে কোথা সান্ত্বনা।

১৯৩৫

বেকারবিহঙ্গ

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা ?
এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন
হারাল চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা।
কোন্ প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার।

জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।
বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে খেই—
তবু হায় নেই হাতের নাগালে ডাঁটা
নীলোৎপলের—অনঙ্গ অধরার।

কৈশোরে ছিল ধর্মঘটের শখ,
যৌবনের নয় মাস্টার, কেরানিও।
বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংস সার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য যে উমেদার।
এদিকে শরীর মন হল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে কেউ হোক।

অতএব, মেসে কাটাও তক্তাপোশে
দৈনিক দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চ'ষে,
আর দেখ র'সে সিনেমার পোস্টার,
এলবার্ট হলে তারপরে শোনো বসে
ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার।

তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা,
রেডিওসচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নবআশা—
তবু হে কুমার খেলো না শকুনি-পাশা।
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।
১৯৩৪

প্রথম পার্টি

শুধালাম, রবে এই ঘরে ?
এই ভিড়ে ? সুরেশের সুবর্ণের অশ্লীল নিঃশ্বাসে
ভারাক্রান্ত হাওয়া দেখ। কঠিন দেয়াল
কাঁপে দেখ অলকার অসুস্থ উচ্ছ্বাসে।
তোমার শরীর শ্যাম তরুণ তমাল
এখানে শুকিয়ে যাবে সুবর্ণের সুরেশের কদর্য নিঃশ্বাসে
বাগানে কি যাবে ?
কী হবে এ ঘরে ?—
পিককণ্ঠী শমিতার বাগ্মিতার ভিড় ভেঙে
শুধালাম তাকে মৃদুস্বরে।

নাগরী সে নারী,
কেন তার চোখে এল অরণ্যের ভয় ?
কুমারীর চোখে কেন এল ভয় আদিমকালের,
আমার টেবিলে এল কেন এ সংশয় ?

ভাবল আমায় কেন অসভ্য বর্বর
রূঢ় দুঃশাসন ?
প্রশান্ত নির্জন
বাগানের শীতল, হাওয়ায়,
আকাশের নক্ষত্রসভায়
সুবসনা তার কেন উঠে যেতে হল অত ভয় ?

তবু তাকে লেগেছে তো ভালো ।
যদিচ নয়নে তার জ্বলেনিকো মনীষার আলো,
যদিচ শরীর তার গড়েনিকো গ্রিসের ভাস্কর,
তবু ভালো, তবু তাকে লেগেছে তো ভালো ।

অনিরুদ্ধ রায়,
বেশেকেশে চেহারায়
বন্ধুত্বের আনন্দের
ল্যাভেণ্ডার সুগন্ধের স্বাচ্ছন্দ্য ছড়ায় ।
আমার বন্ধুর হায় লাগেনি যে ভালো,
পৌঁছিয়ে দিলে না বাড়ি উৎসবের শেষে,
লজ্জিত, দুঃখিত আমি । দুর্ভাগ্য আমার ।
হবিবুর খাঁর
স্বরদ-নির্ঝরসুধা তবুও আমায় করেছে শীতল ।
তবুও আমার লেগেছে তা ভালো
বন্ধুকে আমার ।
লেগেছে তা ভালো
নভোনীল-বেশিনীর কেশবেশ শরীরের
মোলায়েম আবিষ্ট সুবাস ।

জীর্ণ গৃহ, বুদ্ধিজীবী, নেই অলংকার
নেই সজ্জা, প্রাচুর্য-সম্ভার ।
ম্যাকেন্‌জি-লায়ালে আর লাজারসে নেই কারবার ।
বন্ধুর আমার কীবা অপরাধ ?
উদ্ধত ব্যঙ্গের রঙে মুখ চোখ করিনি রঙিন,
স্বার্থপর মূর্খতায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আজও দিন
আমার নিঃশেষ নয় ব্যাঙ্কের খাতার তলায় ।
মরিয়া লিবিডো আজও কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়

ওড়েনি, ওড়েনি আজও কঠিন সঙ্গিন
সর্বকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের ব্যূহদ্বারে।
খেলার মাঠে বা রেসে, সিনেমার বারে,
হাইকোর্টে শেয়ার-বাজারে
দেখাশোনা হয়নাকো বুঝি বারেবারে।
মানুষের শানে আজও করিনিকো নিজেকে ধারালো
তবু সখা, সুঠাম, সুবেশ তুমি, তোমাকে লেগেছে জেনো সত্যই ভালো।,

বিদ্যাদ্বেষী আত্মম্ভরী স্থূল অধ্যাপক ;
বুদ্ধিদ্বেষী উদ্ধত শিক্ষক ;
কুটিল, সংসারী নারী ; লোলচিত্ত বন্ধুরা যাদের,
দ্বিপ্রহর ঘুমে কাটে, পরস্বে যাদের
ঘৃতসুচিক্কণ স্ফীত ঘাড়,
ব্যথিত বঞ্চক আর সাহিত্যের নেশাপেশাদার,
চিত্রকর, ফিল্‌ম্‌স্টার, নব্য ব্যারিস্টার
সবই আজ ভালো সবই ভালো।
সমস্ত পৃথিবী আজ আকাশবাতাস
আমার সমগ্র মন, প্রতি স্নায়ুশিরা
শহরের উপকণ্ঠে জ্বালে অন্তহীন দূর আকাশের নীলে
কোলাহলহীন কোন্ অলৌকিক দেয়ালির আলো।

এই শুধু এই মনে হয়,
আমার আনন্দরাশি, মৈত্রী, ভালো লাগা,
এ আমার কাপুরুষতার প্রাণহীন গূঢ় ছদ্মবেশ ?
ছিন্নহস্ত অহিংসার বৃহন্নলারূপ ?
সত্যই কি পৃথিবীর আনন্দমন্থন,
বাইশটি বসন্তের সঞ্চিত সংগীত
আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরোথরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো ?
১৯২৮

মহাশ্বেতা

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া ।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া ।
স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে,
ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে ।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?

অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে ।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা ?
শরীরে তোমার হিমগিরি করে গান ।
অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী ।

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,
প্রাণ-সূর্যের একান্ত সংহতি ।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী ।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয় ।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা ?

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো ।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা ।
১৯৩৫

শিখণ্ডীর গান

দেবুডাং

সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসল মোর চোখে।
একটি কথা বললে তুমি ধীরে
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে।
একটু হাসি পাণ্ডু মুখটিরে
কী রূপ দিল অনুপম এ লোকে।
সভার মাঝে বহুলোকের ভিড়ে
তোমার মুখ ভাসল মোর চোখে।

ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
কী কথা পাই ? নাই বা হল ভাষা।
হঠাৎ মন কী জানি কীবা সুখে
ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
সে কাকে পেয়ে নিরালা কৌতুকে
তোমাকে চায়—এ নয় ভালোবাসা।

বললে তুমি—বললে তুমি কী যে !
আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা—
দিনটা আজ নরম মেঘে ভিজে,
বললে তুমি, বললে তুমি কী যে।
এই তো কথা, ভাসিয়ে দিই নিজে
আবেশ-বশে, কথায় মাদকতা !

সে রেশ কানে এখনো বাসা বেঁধে,
সে মুখ চোখে এখনো ভেসে যায়।
মিসেস রায় ! কী গোল গেল বেধে।
সে রেশ কানে এখনো বাসা বেঁধে
তাই তো চেয়েছিলুম এক জেদে—
অবোধ ভেবে গেলে যে চলে হায়।

তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ হায় ?
শিল্প শুধু শিল্প শুধু দায়ী।
শিল্পভাবে—মুখ কি দুখে ছায়

তাকিয়ে দেখা—এই কি দোষ হায় ?
মুখের ছাঁচ বতিচেল্লি প্রায় ।
প্রেমে পতন ছাড়া কি কিছু নাই ?

কামারাদেরি

শীতের হাওয়ায় থরোথরো প্রিয় শরীর কাঁপে ।
শালটা আমার শালীনতা পেল তোমার গায়ে ।
মোটরের খোপে শীতের বাতাস—সে কার শাপে ।
শীতের হাওয়ায় থরোথরো প্রিয় শরীর কাঁপে ।
—তুমি যে কাঁপবে—তোমার এ কথা খুশিতে ছাপে
তাই আধাআধি দোঁহে জড়ালুম সন্ধ্যাছায়ে ।

প্রকৃতির ছায়ে বনভোজন

যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে
মিলব উভয়ে—কী বলো তুমি ?
মা-কে তো ভোলাবে বুলাকে এনে ?
যদিচ মামুলি—তবুও ট্রেনে
বুলার টিকিট আমিই টেনে
বসব উভয়ে—কী বলো সুমি ?

কথকতা

ভস্ম অপমানশয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু !
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন্‌জুয়ানের বেশে ।
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু ?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে ।

ডন্‌জুয়ানও গিয়েছে মরে হল অনেকদিন
ঊর্ধ্ববাহু সেকালের সে তপস্বীদের সাথে ।
মরেছে বটে—স্বর্গ তথা নরকও নারীহীন
(শাস্ত্রে বলে)—ডনের নেই শান্তি আত্মাতে ।

ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজও
ড্রয়িংরুমে—হে অতনু । বীরতনুতে সাজো ।

এটাকসিয়া

বাস নাকো ভালো ? নাই বা বাসলে, অলকা বসু,
তোমার চোখের ধূসর চাওয়ায়, স্বল্প কেশে,
তোমার তুষারে সন্ধ্যায় মেঘছিটানো রঙে,
তোমার দীর্ঘ সুঠাম শরীরে, পাতলা ঠোঁটে,
লালের আমেজে শাড়ি জড়ানোর হাল্কা ঢঙে,
তোমার শাণিত মুখের ভাষায়, সাবেকি ভিরু
হৃদয়ের ভয়ে, গত শতকের স্বাধীনভাবে

—সবেতে তোমার—মানি, শেরি, মানি—মুগ্ধই হই।
কিন্তু আমি যে শ্রান্ত বড়ই ক্লান্ত বড়,
কার্নিভাল্ এ জীবনে আমার ঘুম পায় আজ।
মন যে আমার জীবনের ট্রেনে আগামী দিকে,
দেয়ালি-ভ্রান্ত হাঁ ক'রে দাঁড়াব, সময় কোথা ?
সে শিখা অথবা সাব্‌লিমেশনে দেয়ালি প্রেমে,
সে খেলারই শুধু ছদ্মবেশ যা, তোমার শিখা
এ ফুলঝুরির স্তুতি করি, তার সময় কোথা ?

জীবনের পিচে পাই নাকো স্বাদ, প্রেমে অবসাদ।
তোমায় স্তুতির,পাশে পাশে সদা ঘোরবার¦মন
হারিয়েছি কবে ? কিশোর বয়স কেটেছে যবে ?
সময় ও মনও প্রেম করবার নেই আর হায়।
ভালবাস নাকো ? নাই বা বাসলে, অলকা বসু।

সেকালের শেরি, বেচারি বোঝে না কামারাদেরি।

রিফ্লেক্স

ভয়চকিতা হরিণী হোয়োনাকো
মনের কথা বললে পরে আমি।
মামুলি ঢঙ ক্ষণেক ভুলে থাকো,
ভয়চকিতা হরিণী হোয়োনাকো,
মিনতি করি, কথা আমার রাখো
আলাপ করো, নাই হলুম স্বামী।

'—Tis not a game that plays at mates and mating, Provence knew—'
'—Piere Vidal, the fool par excellence of all Provence, of whom the tale tells how he ran mad, as a wolf, because of his love for Loba of Penautier, and how men hunted him with dogs through the mountains of Cabaret and brought him for dead to the dwelling of this Loba—'
Ezra Pound

প্লেটো তো পড়েছি, তবু
বুঝিনিকো সুরেশের—
মানস জীবন।
সে কি খুঁজে খুঁজে ফেরে
এ শহরে
খোঁপার ছায়ায়
কেশগুচ্ছ কানে কানে
চুড়ির নিক্কণে
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, হাতে হাত ভিড়ে
ডিয়োটিমা ? সক্রাটিস্ খুঁজেছে যেমন ?
কী বলেন বর্ট্রাণ্ড্ রসেল ?
মার্কিনি বেন্ লিন্সে বা ?
ছিল দুই কবি, দুই (যতদূর জানি
প্রকাশ্যে) কুমার—
ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ আর কোল্‌রিজ্
তাঁদের বাঁচাল, পথ দেখাল যেজন
অষ্টাদশ শতকের ক্লেদসিক্ত বুদোআর, বিপ্লবের
ব্যাপ্তবীজ দাবদাহ থেকে,
জাগ্রত নয়ন, মন প্রজ্ঞাসুকুমার,
নাম তার—

শ্লেগেল হেগেল নয়,
ডরথিই নাম জানি তার।
ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সংগীতের/ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়,
গোধূলি-মায়ায় মুগ্ধ মোটরের সিটে,

চুম্বনতাড়নাকম্প্রবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ ?

অফিস্‌-প্রহরে স্তব্ধ বিজন দুপুরে
নিরালা সোফায় তার লোটায় না রঙিন আঁচল
একথা বলা কি যায় গীতা ছুঁয়ে জোরে ?
তাই
যদি সুরেশের মন ভিদালের মতো সদা ঘোরে
আধুনিক ভিদালের দীপ্তিহীন কাব্যহারা একাধিক নিষ্ঠার পিছনে
আধুনিক বাঙালি শহরে—
সুরেশের অবসর ক্ষয়ের ধরন
তাই
সুরেশের মানস জীবন ।

হৃদয়স্বসা

তোমার মিতালি মিলাও, গ্রহেরা করুক গান ।
হ্যারিয়েট নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া ।
মিলাও মিলাও অম্লজান ও বাষ্পজান ।
তোমার মিতালি মিলাক, গ্রহেরা করুক গান ।
ক্ষত বিশ্বকে করুক শান্তিসলিল দান,
ধনী-শ্রমিকের সমস্যাদাহ এ মরমিয়া
মিতালি মিলাক, অনুরা ধরুক ঐকতান
হ্যারিয়েট নও, তুমি প্রাণশিখা, হে এমিলিয়া ।

কথকতা

ওরে যাত্রী, গেছে কেটে যাক কেটে পুরাতন রাত্রি ।
কারণ
যে প্রাচীরে উঠেছিল হেলেন, সে প্রাচীর তো ধূলিসাৎ কোন্‌ কালে ধুলায়
ধুলায় । অরফিউস ফিরে গেছে বাঁচা গেছে গীতশূন্য বৈতরণীতীরে পুনরায় ।
পেনেলোপি লুপ্ত হল কবেকার ভূগোলের কোন্‌ ইথাকায় ।
সেকালের প্রেমগাথা জীবনমরণে গাঁথা মত্ত ঝঞ্ঝা-রাশি । দুর্গম তাদের
যাত্রা সংক্ষেপ জানে না, মাত্রা মানে না, তাদের হাসি মৃদু নয়, বর্বরের হাসি ।
ব্রুন্‌হিল্ডের স্বেচ্ছাচিতা বয়ে আনে অলকায় অন্তিম গোধূলি ।
ভালহালায় লেগে গেল কল্কিজ্বালাদাবদাহ, ব্রুনহিল্ডের বিরিক্ত অঙ্গুলি ।

সর্বভুকে শেষ হল বেশ হল সীগফ্রীডের দেবদেবীগুলি।
সেকালের প্রেমগাথা রক্তাক্ত সন্ধ্যায় গাঁথা চিত্তঝঞ্ঝা-রাশি।
ফ্রান্‌চেস্‌কার আর্তনাদ—বিধাতাকে ধন্যবাদ। আজকাল হয়ে গেছে বাসি।
কারণ
সেকালের চিত্তঝঞ্ঝা সেকালের স্থূলপেশীস্নায়ুরই পোষাত।
আমরা জেনেছি শাঁস অন্তসার। ও অসার ভয়াবহ আলোড়ন ছিবড়ে খোসা তো

পালোয়ানি ছেড়ে তাই মৃজাপুরি ধুলোকাদা স্যানিটারি বাথরুমে ধুয়ে,
—হাত পা ভাঙে না, ঘরে ভদ্রগোপনও বটে, ধুলোটুকু উড়ে যায় ফুঁয়ে—
গোবর গুহকে ছেড়ে স্যাণ্ডোকে ধরি তাই, প্রগতিকে জানাই প্রণাম।
গ্যয়টে বলেছে নাকি মানবতা লাভে সেরা শর্টকাট্‌ হৃদয়ের স্যাণ্ডো-ব্যায়াম?

অথবা শোনো—
মানুষ যে পশু, প্রমাণ তার
আহার তার।
মুখব্যাদান, দন্তবিকাশ, চর্বণ, ঠোঁটে হাতে মাখামাখি,
অজীর্ণতা
ইত্যাদি সব কী দারুণ রূঢ় বর্বরতা!
জীন্‌স, স্টোপ্‌স্‌, লর্ড রসেল্‌, হাকিম লিন্‌সে, কুয়ে!
ধন্য হয়েছে বিজ্ঞান আজ আমাদের কাল।
জীবযাত্রার যুগ কেটে গেছে
তোমাদের এক মিলিত ফুঁয়ে।
গ্লুকোজ রয়েছে নব্য সুষ্ঠু নিরাপদ ভোজ—
সুরেশ শোষণ করে তাই রোজ?

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ।
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে প্রশ্বাসি',
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ।

All Passion Spent

শোনো কাছে শোনো। কানে কানে কথা বলি,
শ্রাবণ দিনের ঘন সন্ধ্যার মেঘ।
দিনগুলি যায় ক্লান্তিতে উচ্ছলি,
শোনো কাছে শোনো, কানে কানে কথা বলি,

হৃদয় যে হল মেঘ-জগতের গলি
সে মেঘ কি নেবে, সহচর সে আবেগ ?
১৯৩৩

আত্মদান

আকাশের আমন্ত্রণে গরুড় বুঝি ছিঁড়ল পাহাড় ।
রূঢ় ঋজু পাথরে স্তব্ধ উর্ধ্বায়িত গতি
মাটিকে ছেড়ে ওড়বার ।
পাহাড়কে করে অবিশ্রাম আবেগে আঘাত
তরঙ্গ-চঞ্চল নীলা—পাহাড়কে বাঁধে বাহুতে, সাধনা-সম্পাত
তপোভঙ্গ। অপ্সরাসাগর।
মেনকার কৃচ্ছ্রাকর্ষ । যৌবনের ক্ষিপ্র নীল লীলা ।
পাহাড় টলল বুঝি । সাগরেই নৃত্যময় শিলা ।
ঋষ্যশৃঙ্গ হল বুঝি নত,
রাত্রি হল উৎসবজাগর ।
১৯৩১

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সে কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই ;
তবু বারে বারে তোমারই উঠানে যাওয়া আসা ।
আত্মীয়া নও, সমাজের ইক্‌রার-নামায়
কস্মিনকালে বাঁধা হয়নিকো তাই বাসা ।

তোমাতে আমার স্বর্গ তো নেই, সে দুরাশা
মর্ত্যজীবীর মননে বুঝেছি হাড়ে হাড়েই ।
তুমি যেন টিম্‌বক্‌টু ও আমি হিম লাসা,
তবু পাশাপাশি কোন্   আশ্বাসে/সঙ্গ নিই ?

উৎরাইপথে মেলে না উভয় পদক্ষেপ,
কাব্যলক্ষ্মী ! এ পাণিদানের অর্থ নেই ।
সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই
হৃদয়দানের সুর ভেঁজে যাই অভ্যাসেই ।

সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই ।
তবুও তোমাকে খুঁজে ফিরি দেখ কলকাতায়
রিজার্ভব্যাংকে কেন যে তোমার চুক্তি নেই !
১৯৩২

উন্মনা

(শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-কে)

তুষারতুঙ্গ প্রেমের শিখরে প্রলয়ঙ্কর বান ।
অভ্রলিংহ ঢেউ-এ
নিমেষে মুছে দিয়ে যায় ।
আজ বুঝি হল প্রপঞ্চলয়
শিখর হল শ্মশান,
গৌরীশৃঙ্গ অধ্যাস মরীচিকা !
একাগ্রনিষ্ঠা কি শেষে হল
অলীক শশবিষাণ ?

উপমায় ঢেউ লাগে ।
স্নায়ুর পথে ঘুলিয়ে যায়—শেক্ষপীরের মতো,
(কালিদাস তো নয়কো তোমার মিতা) ।

উপসাগরের জোয়ার মেশে
থেকে থেকে উপকূলের উপল-উষর ভাঁটায় ।
জোয়ার-পূর্ণিমা আমার এ-কী তোমার রাগ ।
আমার হৃদয় তোমার চোখে, তোমার মুখে,
বক্ষনীড়ে, স্বল্প হাতের কনকচাঁপা মুঠোয় ।
কখনো যদি তাকিয়ে দেখি অমাবস্যার পরিপূর্ণ নেতি

চাঁপার পাতা-ফাঁকে—
বিষয়ী মন ! ঘরনী মন !
(যদিও আজও বাঁধনি হায় আমার কুঁড়ে ঘর)
এ-কী তোমার নাটুকে ঝড়
চীনেমাটির চায়ের কেৎলিতেই !

কবির ভাষায় জানো আমার জবাবদিহি আছে :
রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কাঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ।

কিন্তু আমার মন যে উদাস,
মাথুর তো নয়, শিথিল-পেশী ।
গদ্যেই তাই বলি—
বিকল্প এ নয় গো প্রিয়া নয় ।
তোমারই প্রেম থরোথরো
আমার প্রেমের তপশ্চারী একটিমাত্র চূড়ায়,
দ্বৈতজনের ছায়াও আমি মাড়াই নে কো,
দ্বৈতাদ্বৈতে দোদুলদোলা স্বভাববিপরীতই ।
একাধিকের সম্ভাবনা তোমার মনেই,
আদিম নারীর স্বত্বজমির চাষে ।

উন্মনা আজ ? মানি ।
কিন্তু বলি শোনো
তার পিছনে আদি-অন্ত নেই ।
এ প্রসঙ্গে
ক্রিস্টিআনের অনুশাসন মাথায় করেই আছি ।
প্রতিবেশীর পাশ ঘেঁষিনে ।
তুমিই হলে আমার ইতিহাস ।
বিশ্বকোষ মহাকোষ তুমিই আমার বিশ্বপরিক্রমা ।
কৈবল্যের প্রথম ও শেষ সিঁড়ি ।

ইমার্জেন্ট এ উদাস প্রহর কূটতথ্য নয় ।
স্বয়ম্ভূই বা কেমন করে বলি ?

নতুন সুরের আলাপ তো নেই,
ধারাবাহিক রেশেই মৃদু যতি।
ক্ষণিক অসংবেদন শুধু, সর্বনাশা অস্মার তো নয়।
পেশীসারভঙ্গ শুধু, মনেপ্রাণে অচল নিষ্ঠা
পূজার আসন যথাস্থানেই পাতা।

সংস্থিতিতে ভাঙন যদি ধরত, তবে
কবির ভাষায় শুনিয়ে দিতুম জবাবদিহি
আবেগকম্প্র মিহি মন্দ মেঘমন্দ্ররবে।
ক্ষণিক ভাঁটার টানে শুধু উন্মনা মন
অন্তর্ভব কে জানে কার গানে।

গদ্য কথা : প্রেমের ন্যায় কাকতালীয়ই,
এ সত্যটি জেনো।
মন-দেওয়া-নেওয়া অনেক করিনি,
তবু বলি এটা মেনো।
এই নিবেদন করি পূর্ণিমা।
বিদগ্ধ, লঘু উন্মনা এই
জ্যাহীন, ঢিলে, শোবার-পোশাক গদ্যকবিতায়।
১৯৩৪

টপ্পা-ঠুংরি

(শ্রীসমর সেন-কে)

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা লয়ে
পিদ্‌সিকাতোর আকস্মিক ঘূর্ণি
রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।

দিন কাটল।
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্‌ গেল, ক্লাস্‌ গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রফেসারের মাথায় নামল
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ

কাব্যই হল করুণা ; করুণায় কাব্য
সেইদিন প্রথম ।

নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
পিলু বারোয়াঁর সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা ।

একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল

তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক ।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে
চলে যাক ।

বাসের এ কী শিংভাঙা গোঁ।
যন্ত্রের এই খামখেয়াল !
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর ।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, স্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক ।

বড়বাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়বাবুর গঞ্জনায়
বড়সাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়

ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে
এই ক্লাইভ ডালহৌসি লায়নস্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়বাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে ।

নিতে হল ট্যাক্সি ।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ?

হে বিরাট নদী
স্টিমারের বাঁশি
খালাসির গান
সব পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টিমারের বাঁশি
আর খালাসির গান ।

ট্র্যাফিক থমকে দাঁড়ায়, উঁচোট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙায় ধোঁয়ায়
পনটুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে ।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,

আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,

এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি
গৌড়জনের ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর ।

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে ।
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল ব'লে হাওড়ায় ।
ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্র্যাফিকের এটাক্‌সিয়ায় ।

এল ট্রেন
মন্থিত ক'রে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত ক'রে ।
দেখলুম তোমার ক্লোস-অপ্‌ মুখ জানালায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে ।

হায়রে । আশার ছলনে ভুলি !
কোথায় তুমি ! ট্রেন তো এল !
কয়লাখনি ধ'সে পড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামল,
ট্রেন তো এল ।

তোমার কি অসুখ হল ?
তোমার বাবার ?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি,
বললেন, এই যে, কী খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি ?
দিদি আসবে সাতুই ।

ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে

হাতে হাত উষ্ণতায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন । হায়রে !
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোনও বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে ?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?
১৯৩৫

ক্রেসিডা

(শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কে)

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা ।

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার ।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় চোখ পুড়ে মরে দূরে ।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার ।

দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে ।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা ।
রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদিঘি কল্লোলে অবিরাম ।

ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয় ।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ ।
মত্তপ্রলয় তোমাতেই করি জয় ।

মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই করে ।
ভীরু দুর্বল মন ।
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর পারে ।
সর্ব-সমর্পণ ।

...

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল ।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী ।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে ।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে ।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি ।
স্বপ্নগোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে ।

...

লালমেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড় ।
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হল একাকার ।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা ।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার ।

...

ভ্রান্তি আমারে নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার ?
তপ্তমরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

স্বসমুখ সে কোন্ দেবতার দ্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল !
আমারই শেফালি জেবলী কেবল, ঝরে জবাসঙ্কাশে !

সূর্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অঙ্কুর ।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা ।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা ।

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে ।
প্রাণোপাসনার পূজারি তাইতো তোমার শরণ মাগি ।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে ।

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা ।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই ।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা ।

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ? কোন্ হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা ?
লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন ? লোকায়তিক এ মরণ-তৃষা

...

জানি জানি এই অলাতচক্রে চক্রমণ ।
সোৎপ্রাসপাশে বলিনাকো তাই কথা
ক্রেসিডা । আমার প্রচণ্ড আকুলতা
জিজীবিষু প্রজাপতিব বিভ্রমণ ।

...

সোনালি হাসির ঝরনা তোমাব ওষ্ঠাধরে ।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া ।—
মুখর সে গান ভেঙে গেল । আজ স্তব্ধ তমাল ।
হালকাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল ?

এই তবে ভোরবেলা ।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি ! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই ?

...

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি ?

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ আশা ।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে, সারা শরীরের নগ্নভাষা
হে গ্রিক-নাগর। ট্রয়কে হারালে আজই !

...

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে ।

...

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন ।
লোকায়ত মনে স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্-খান্ ।

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির ।
জড়কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার করি নর্মাচারে
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগি না । মন তুষার ।

...

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল ।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে ।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল ।
...
শিবা ও শকুনি পলাতক জানি ভাগ্য তো কৃকলাস ।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয় !
শরৎমাধুরী লুট করে ফিরি—জয় জয় ট্রয়লাস ।
উল্লাসে গায় পালে পালে ক্রীতদাস ।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক ।
হায়নার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবি ক্রেসিডা সে !

তুমি চলে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—

স্মরণ তোমায় হানে আজো তরবারি !
১৯৩৬

৯

তালের পাতা যেন দোলায় মাথা।
শালের পাতা বাজায় করতালি।
খেজুরপাতার শূন্যে লড়াই
লক্ষ হাজার ঝলক তুলে।
ঝোড়ো হাওয়ায় বাঁশের পাতা নাচে।
আমলা পাতার শামলো নাচের নেশা।
কেবল শুধু কাঁদে কলার পাতা
ছিন্ন ভিন্ন বেশে।

১০

দেখতে পেলেম, বুনোছেলে
রক্তজবা পরিয়ে দিলো কালো মেয়ের কানে।
একটু দূরে — আরেক মেয়ে
কেমন করে তাকিয়ে থাকে ঐ ছেলেটির দিকে।
দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়,
এক পলকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মাথার জবা
অকারণেই ছিঁড়ে-ফেলে ছিন্ন ছিন্ন করে।

কবির হস্তাক্ষর

পূর্বলেখ



পূর্বলেখ

সূচীপত্র

বিভীষণের গান

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

আহা ! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অভ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে ।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি ! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান ।

কবে কোন্‌কালে শ্যামাঙ্গী মাতা স্বর্গগত !
আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায় ।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য ! করো খড়্গাহত ।

জানি জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর ! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই :
নয়নাভিরাম ! প্রবলমরণে এ রোগ হানো ।

বাহুবল তব বিঘটনে দেশে প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি অবনত তব নির্গমে ।
ক্ষাত্র দয়ায় বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে, বিদ্যুৎকাঁপা নীল ঈথারে ।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত !
বক্ষে আঁকড়ি ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,
তেত্রিশকোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
ঊষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াশাহত ॥
১৯৩৬

চতুর্দশপদী

(বুদ্ধদেব বসু-কে)

১

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার ।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে ।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরিক্রান্ত দেশে ।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন ।
যাযাবর অহংকারে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন ।

হে আদিজননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা ।
অজানা অনুজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপমাঝে ।

অগ্নিকুক্কুটের মুখে তাই স্তোত্র বাজে ॥

২

হাইকোর্ট পাড়ায়

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গ-ছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে ।
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র শরিক ।
অধিকার-ভেদে আর ভেজে নাকো চিঁড়ে !
দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য-বিতারিত অন্ধকার ঘরে ।
নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে !

হে প্রকৃতি ! এ কী মায়া ! দৈব অভিলাষ !
আত্মরক্ষা রুদ্ধ, চণ্ডী, বেঁধেছ খঞ্জ-রে ।

তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে ভাঙে ইতিহাস
নৃত্যময় পদক্ষেপে ঈশান-পঞ্জরে।

ছিন্ন ভিন্ন শবমাত্র বিরাট পুরুষ।
অতীত-কৈলাসে তাই ছুটি কাপুরুষ ॥

৩

ডালহুসির দিকে

গ্রীষ্মের আকাশ হল ম্লান নিঃস্ব নীল,
দানোপাওয়া ময়দানের দগ্ধ শ্যামলিমা।
আগ্নেয় ঈথারে কাঁপে গুটি তিন চিল।
দারোগার ভয়ে পথে গোরু মোষ ঢিমা।
ডালহুসির ডালে ডালে তবু আনাগোনা!
ক্লাইভের পুণ্য নামে দিবানিদ্রা ভুলি,
হিরণ-মধ্যাহ্নে যদি খুঁজে পাই সোনা,
গায়ত্রীস্মরণ করে ভরি তবে ঝুলি।
লটারি ডার্বিতে আশা গ্রহের ছলনা।
মনকোকনদ শেষে কচুরিপানার
পাঁকে মজে, বাঁধা পড়ে অর্ধাঙ্গ-গহনা।
বিধি বিরূপাক্ষ হলে কী থাকে কানার?
প্রাতে মঠে স্বস্ত্যয়ন, দিন হাওড়াতে,
লিবিডো জোগায় তার রাত্রে স্বকীয়াতে ॥

৪

লায়ন্স্-রেঞ্জ

দুর্দিন, সন্দেহ নেই। গ্রহ-দুর্বিপাকে
অথবা কলির চক্রে ইতিহাস-বলে
স্বার্থপর অনাচার গড়ে থাকে থাকে
বেবেল্-শিখর। স্পর্ধা যবে ভূমিতলে
ঝরে যাবে, মরে যাবে লেলিহ-রসনা
উগ্রোদর নহুষেরা, সর্বনাশা মুঠি
খুলে যাবে, ধূলিসাৎ হবে স্বর্ণকণা।
ধ্বংস-স্তূপে, দেখো সখা, শুধু রবে ফুটি
অশ্রু-বাষ্পে প্রাতঃসূর্য আমাদেরই চোখে।
আপাতত বলুক না শুধু ঝরাপাতা,

দরিদ্র দুর্বোধ বলে ছাড়ুক না লোকে,
মনস্তাপে মরি না হে, যদি বলে যা-তা ।
রয়েছে স্বভাবদুর্গ, চৈতন্যশম্বুক,
সে আঁধারে গুপ্ত ভ্রষ্টা লক্ষ্মীর উলূক ॥

৫
গুমোট

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্যবিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ় ।
লাগে বুঝি উচ্চে নীচে সঙ্ঘর্ষটংকার!
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী !
হল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই ।

আহা ! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর !
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ !
চাতকউদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎসংগীতে
শহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে ॥

৬
রেড রোডে

ধুয়ে গেল রক্তস্রোত, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়
নেমে এল মৃত্যুহিম মৌন গাঢ় নীল ।
তবু কেন অবিশ্রাম আপন ধান্ধায়
বিবর্ণ খেয়ালে কর অস্থির নিখিল ?
বিজ্ঞের দুরাশা রাখো ; কর্তব্য ছলনা
জ্ঞানের সোপানমার্গে বৃথা আরোহণ ;
মন্দিরে মানত, অন্ধ, তুমিই বলো না,
ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচাটন ।
তাই বলি, অতিকর্শ স্বার্থের বল্‌গায়
রাশ টানো, নাভিশ্বাসে ক্লিষ্ট দেশাচার

মায়ায় মিলাক। এই নীল অকন্ধায়
নিজব্যক্তিবিম্ব দেখ নাকাল নাচার।
ব্যক্তির কৈবল্যে সখা বাহুল্য ব্যক্তিও,
জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও ॥

৭

ফার্‌পোর সামনে

সূর্যঘটে ছায়া নামে, পরশ্রীকাতর
বিশ্বব্যাপী দুঃস্বপ্নেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে
বাদুড় পাখায় নামে আঁধারে প্রখর,
ছড়ায় যন্ত্রণারশ্মি প্রবল বেতারে।
দিন হয়ে এল শেষ, আত্মম্ভরী কাজে
আর বুঝি চলে নাকো স্বয়ম্ভূ প্রকাশ।
নির্বিকল্প নিবিদের নাগপাশমাঝে
পুরুষসিংহেরও হল ব্যক্তিত্ববিনাশ।

ট্র্যাফিকের ভিন্নসুর, বিজলিআলোয়,
সিনেমা দোকান পথে কোলাহল ভরে।
প্রাণের মায়ায় হাসে শাদায় কালোয়,
আদিম নিঃসঙ্গ পাছে বুক চেপে ধরে।
মৃত্যুনীল আলো শোষে মানুষের রিপু।
শব্দসঙ্গী খোঁজে ভীরু হিরণ্যকশিপু ॥

৮

চৌরিঙ্গি

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা:—
চৌরিঙ্গির গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানি ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।

এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা !
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে ।
সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর ।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন ।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি-মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝিবা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন ॥

৯
সন্ধ্যা

বিরাট নীলিমা চিরে খুঁজে ফিরি প্রিয়া ।
ভ্রূকুটিকুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে
নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্নজাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে ।
ইতিহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে
ঈশ্বর মুণ্ডিতশির, মাৎস্য হিস্টিরিয়া ।
সন্ধ্যার স্বপ্নালু নীলে, উদাস মলয়ে
পরশপাথর তাই খুঁজি পরকীয়া ।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল !
ভেদাভেদে ছিন্ন ভিন্ন চতুর্বর্ণ বুঝি !
স্বার্থের প্রবল বেগে বিচ্ছিন্ন করাল
আপনার ভারে মরি আত্মীয়াকে খুঁজি ।
হয়তো-বা অন্বেষণ পরিক্রমা-সার—
আত্মবাহী খুঁজি আত্মদানে অপস্মার ॥

১০

হাওড়ায়

বৈরাগিণী চলে নিচে চঞ্চল জোয়ারে ;
পনটুনের দিকে দিকে দুরন্ত স্টিমার ।
সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে,
দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার ।
স্টেশনে বেগান্ধ যন্ত্র আকণ্ঠ চীৎকারে
ছত্রভঙ্গ আকাশের অণুরেণু ছোটে ।
বন্ধুরা যাত্রার ঝড়ে ভুলেছে আমারে।
বিজলিতরঙ্গ চোখে লবণাক্ত ফোটে ।
মুহূর্তে বিষুবরেখা ক্রান্তিমাঝে লোটে,
দণ্ডপলে হয়ে যায় বিশ্বপরিক্রমা ।
পৃথুল পৃথিবী আর সূর্য একজোটে
অক্ষৌহিণী সাথে ছুটে ছুটে চায় ক্ষমা ।
সানুকম্প চিত্ত মোর কেন্দ্রীভূত-গতি
স্তব্ধ মেরুবিন্দুশীতে খুঁজে ফেরে যতি ॥

১১

খিদিরপুর

নিজবাসভূমে পরবাসী হল যে, সে
বৃথা চায় সনাতন কেন্দ্রে পরিস্থিতি ।
প্রজাপতি নাভিচ্যুত ! আদিমেরুদেশে
গলেছে নিবিদ্‌-বেদী, ভেঙেছে জ্যামিতি ।
অন্তরবিহবি যদি পাই জলপথে
এই ভেবে, ভগীরথ ! চাই আজ বর ।
মনপবনের চেয়ে ক্ষিপ্র মনোরথে
হায় ! নীল শূন্যে ভাসি চাঁদসদাগর ।
কোথায় সুলুপ ? পাল যুগধর্মে নত ।
মুক্তপক্ষ খালাসির বাসনাউদ্বেল
গান কোথা ? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত !

আল্‌কাতরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল !
দূরদেশী গন্ধবহ ফিরে গেল, আর
কপিলা বসুধা হল বাসুকি আহার ॥

১২

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্টশিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক।
উন্মোচিত, হে ব্যাচাল! শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারি বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড়!
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ!
মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসংঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে॥

১৩

তোমাকে খুঁজেছি আমি। পদক্ষতে ভিজেছে প্রান্তর,
সমুদ্রে কমেছে জল, হিমানীর বিহঙ্গ তুষার
হয়েছে ঘর্মাক্ত ম্লান। চোখে আর উর্বসী-উষার
নামে রূপে পরিচ্ছিন্ন ভেদাভেদ হল অবান্তর।
তোমাকে খুঁজেছি আমি, হে অধরা অলখ সুন্দর।
দরিদ্র অস্থি-র লাজে, লোভে স্ফীত বাণিজ্যভূষার
স্বার্থের চুনটে, ক্রূর গর্বে। তবু জগৎপূষার
অত্যন্ত মাথুর হায়! হে সুন্দর প্রচণ্ড সুন্দর!
অক্লান্ত প্রণাম তবু। নই স্বর্ণ-রাক্ষস রাবণ,
সুগ্রীবদমন বালি নই পেশীস্থূলত্বে অধীর।
ছেয়ে দিল সর্বজয়ী তোমারই যে আনন্দসংগীত
বিরাটপক্ষের ছায়ে ঢেকে দিল আমার সম্বিৎ।
পরিত্যক্ত শূন্যজীবী বেটোফেনি বিকল বধির,
তোমারই সংগীত শুনি হিরণ্ময়, হে সূর্য পাবন্॥

১৪

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার,
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।
উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে সুরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দাব।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গি এল শ্রাবণপ্লাবনে।
গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে॥
১৯২৭

মুদ্রারাক্ষস

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই
চুকেছে যত কৌটিল্য-ঘেঁষা
মারণাচারে ইষ্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা?

মার্ক্‌স না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভুলে রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভাষা, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা !
অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা !
ধরনা দেওয়া আশ্রিতের পেশা !
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা

ছুটল বুঝি, ফুটল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে তবু বেড়াস মন ?
নানা মুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা
সেখানে কী-বা অমাত্যের পেশা ?

যেখানে যাই মৌরসি পাট্টা রে !
নগরপাল হবার চাল নেই।
ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে
রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যালয়ও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সো'হমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা
বাহুতে তুমি শক্তি, মাগো, তাই
ছেড়েছি আজ গণেশঘেঁষা পেশা।
একান্নটি প্রণাম করে যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই ॥

Oisive Jeunesse A tout asservie
Par delicatesse J'ai perdu ma vie/Rimbaud

(চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়কে)

থেকে থেকে দেয় মুখর বিরস প্রহরে হানা
ধূসর দিনের রেষারেষি আর নির্জনতা,
কর্মকাণ্ড বিবশ শহরে মানে না মানা,
রেখে যায় ঘরে অনিদ্রাজীবী নির্মমতা।

প্রত্যহ হানে অত্যন্ত যে অভাব রোজ,
প্রত্যহ সে তো চলে অনন্তকাল ধরেই !
মূর্খ মানব ! নির্বোধ মরস্বভাব ! ভোজ-
বাজির আশায় মরিয়া ঝুলছে ডাল ধরেই ।

জাগে অনর্থ প্রত্যহ ! চোখে নিদ্রা নেই
কালের কেরানি টোকে যতো ছোটোখাটো বাকি
সহৃদয়ও তাই ভুল বোঝে, আর ছিদ্র নেই,
পুনর্মূষিক বুদ্ধির পথে তাই ফাঁকি ।

বাইরে কোথায় মেলাবে তোমার বেতালা সুর
হে নিঃসঙ্গ শামুক ! তোমার কুটিল মন !
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন,

যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীলবিহার,
শঙ্খচিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে,
সূর্যমুখী যে শূন্যে পেতেছে হৃদয় তার,
নক্ষত্রের আবেগে পথের ধুলাও ওড়ে,

বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শূন্যে মৈত্রীর গানে মেলাও স্বর
দুহাতে হৃদয় মেলে দাও আজ ভিরু গোঁয়ার ।
বিনয়ের জালে আঁধার তোমার শূন্য ঘর ।

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগরকিনারে ঘর
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর—
বৃথাই লজ্জা,বৃথা ভয় আজ স্বয়ম্বর
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন দগ্ধ দীর্ণ হে বর্বর ॥

নিরাপদ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
বনানীর বৈদেহী মর্মরে
ভরে ওঠে রোমাঞ্চ-কণ্টকে ।
সঙ্গীহীন বন্ধদ্বার
আকণ্ঠ আরামে জানি ঘরে
নিরাপদ সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকে
কেটে যাবে কাল যাবে এ নৈমিষকাল ।
দুরগম্য কর্কশ শহরে—
অরণ্যের দুশ্চ্ছেদ্য বহরে সংগোপন প্রশান্ত প্রহরে
আমি আছি দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ, বলি,
হে ঈশ্বর ! বলি বারবার—
দুঃশাসন দুরন্ত শহরে
জোটে বটে দিশাহারা ছোটে পালে পাল
হে ঈশ্বর ! ছোঁড়ে বটে, ওড়ে বটে শকুনির পাল
ঘোঁট করে, কেটে কুটে খুঁটে খায় নেশা করে
পেশাদার পাশা খেলে শকুনির পাল ।
তবু বলি বারবার, হে ঈশ্বর ! বাঁচাবে তোমার
নির্বিরোধ নিরীহ বঞ্চকে
সঞ্জয়ের শ্লোকে,
ইন্দ্রপ্রস্থে অন্ধকারে
সর্বংসহা বনানীর বৈদেহী মর্মরে,
শালপ্রাংশু সংকটকণ্টকে ॥

আবির্ভাব

(প্রভাসচন্দ্র ঘোষ-কে)

কানে কানে শুনি
তিমিরদুয়ার খোলো জ্যোতির্ময় !
কাটে ভয় যত সংশয়, ফোটে ভাষা,
আশা বলে যত অতীতের টান মরণের গান
সমাজের আর রাজকীয় মান

ভোলো ভোলো ভয়
বলে মৃদুস্বরে।
চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যত যাত্রী, শতশত যাত্রী
কিষাণ ঈশান
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
উনপঞ্চাশ পবনে পঞ্চভূতের ঐকতানে
নবসাম নব্যসংহিতা।
চলে রথ, চলে ঘোড়া,
বায়ান্ন জোড়া হাতি আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পঁয়ত্রিশ হাজার
পদাতিক আর রাজদূত, চলে উট, ট্র্যাক্‌টার্, অর্গ্যানাইসার্,
এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সমবায়-সর্দার
পাঞ্জাবসিন্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা
দেশদেশ নন্দিত করি
অবতার সাক্ষাৎ
সবিতুর্বরেণ্যম্
ধীমহি প্রচোদয়াৎ

মনে আছে সাধ
প্রভু ফুটে উঠি ফুল
শরতের পদ্মবনে,
তেপান্তরের স্থলকমল,
উপত্যকার নীলোৎপল,
গোচারণের লালকরবী,
তারা খাটে না, বোনেও না, তারা মাথা কাটে না কোটেও না
অনুকূল সুযোগের সবুজ ঘাসে
সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ,
চেয়ে থাকে তারা স্বল্প সার্থকতার অধিকারে
স্বয়ম্বশ সম্পূর্ণ সবল।
সাধ হয়—
অবসাদহীন আদিম অপরাধ—
পদ্মভুক দেশে যাব ভেসে

সাধ হয়
নীলে নীলে হই অবাধ স্বাধীন
ভেদাভেদহীন নীলে পক্ষলীন
নীল পাখি, শ্যেন, বাজ
ঝিকিমিকি লাল সোনালি ঈগল সামান্য মানুষ
মনে সাধ যায়
সেলাম সরকার
উমেদার ভিখারি বেকার
ক্লান্ত চাকুরিয়ার
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য
সাধ হয়
সম্বরো সম্বরো বজ্র
এ যে মৃদু মৃগের শরীর
অথবা তিত্তির
কিংবা চড়াই কিংবা মানুষ
করি না বড়াই প্রভু
চড়াইএর ভার
সেও তো তোমার সেই তো তোমার
কানে কানে শুনি
আর দিন গুনি !

অবতার সাক্ষাৎ
করে দিলে মাৎ !
দূরবীনে, দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণমনে ওঠে ঢেউ
আর দিন গুনি ।

ভাঙ্‌চি

তারার আলো যাক না ওরে নিভে ।
বিজলিবাতি আছে তো পথজোড়াই ।
মরে মরুক আদিম বুনো ঘোড়া !
স্বপ্নলালা ঝরাবে তবু জিভে
এঞ্জিনের মাতানো হুংকার ।
মাভৈ তাই গেয়েছি, সর্দার ।

পরকীয়াকে কে আর্ করি থোড়াই,
প্রেম না হয় পালায় রে অতীতে।
পেয়েছি ঘর শহুরে বসতিতে,
মরুভূমিতে ডুবে মরুক ঘোড়া।
আমার ভালো ওঅগন সারে সার,
মজুরি জোটে, মা-বাপ সর্দারি।

চাঁদের আলো, তারার চির মেলা
আমার পথে ঘরের চারপাশেই,
দিনরজনী চলে মেঘের খেলা,
বাজের ডাক ক্ষণে ক্ষণে আসে,
দাবদাহের গা-সওয়া হাহাকারে
ভুলেছি শীত, ফাগুয়া সর্দারি।

কাঁচা মাটিতে ফলে না আর সোনা
মরেছে নদী, আকাশ দিওআনা,
বাস্তুঘুঘু করে যে আনাগোনা,
ভাগ্য করে দু'হাতে তুলোধোনা,
নিজের বাসভূমে অস্থিসার
হয়ে কী লাভ, কী বল সর্দারি?

এখানে দেখ চকমিলানো ঘর,
বন্দী হাওয়া গ্রীষ্ম করে দূর
কন্যাহীন শিবসওদাগর
শান্তি আর শৃঙ্খলার সুর
ক্বচিৎ ভাঙে, হাঁকে খবরদার
প্রবলস্বরে পাইক সর্দারি ॥

১৯৩৭

রসায়ন

সোনালি গোধূলি এল, তবু এই শূন্য চিদম্বরে
মধ্যাহ্ন পিঙ্গল রুক্ষ। নীলে লীন হৃদয় আমার!
পাণ্ডুর বিহ্বল হল প্রাণদীপ্ত ক্ষেত ও খামার
আকাঙ্ক্ষায় আসক্তিতে তবু চিত্ত বিড়ম্বিত মরে।

সজ্জিত মদির প্রেমে পাল তুলি, দগ্ধ বিগলিত
দেহ তবু, বৈতরণী জলহীন, গোষ্পদেরও জল !
হে গ্রাম্য রাখাল, রেললাইনের কুলি ! জীবনে চঞ্চল
করো সরস বন্যায়, করো সাধারণ্যে প্রচলিত ।

দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু বনস্পতি হোক মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত ! ঢেলে দিক টাইমনেরা পলাতক ঋণ,
হেগেলের আত্মশ্লাঘা ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে,
মাতিসের আল্‌পনায়, সংকীর্তনে মালার্মে-শিষ্যের ॥
১৯৩৭

বৈকালি

১

অরুণ মিত্রকে

মর্মর নিথর
নিস্রোত ঢাকুরিয়ার দিঘি
ঘাসে ছাওয়া পাড় শুধু আগ্নেয়গিরির
গলিত উপত্যকায় তেরো নদীর পারে শূন্য শুকনো তেপান্তর
ক্ষমা নেই আর।
অবিশ্রাম ঘোরে
মোটাসোটা ধামাচাপা গাড়ি ঢাউস্ নহুষ
এমেরিকান্ কার
এক আধটা নির্লজ্জ টুরার্
সাইকেল বা ফিটন
বাদাম আর হ্যাপিবয়
এসকিমো পাই সাইকেল চড়ে।
কদাচিৎ যদি হাওয়া দেয়
ম্যাকাডামে যদি ধুলো ওড়ে।
বেজায় গরম
হগ্‌মার্কেটে ভিড় কম।
কৃষ্ণচূড়ার নিষিদ্ধ বিলাসে
গুল্‌মোরের বিবর্ণ সোনায়
শোনা যায় নাভিশ্বাস
দিকে দিকে চৌরিঙ্গির উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে
পড়ন্ত বাজার
পড়ন্ত রোদ্দুরে চিকচিকে
ঘোলাটে নদীর জল
সাইরেনের ডাক ছাড়ে নাকো
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই যেখানেই থাকো
সিনেমায় নরম শীতেই
যদি বসে বাঁচি
নিনোচ্‌কার হাসি দেখি, হাসি
আর শেষে হাঁচি।
ক্ষমা নেই মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার।

গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ঘুঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙাপথে·
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝিরঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরিপুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে জেলা বোর্ডের ব্যবসায়
টিউবওয়েল কেই বা বসায় !
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায় !
দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে :
গান আমার ছড়ায় মাঠে ধানের ক্ষেতে বর্ষাজলে
আউশের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে
জ্যৈষ্ঠের আশকারাতে আড়ংজমা জয়জয়কার
ভেসেছে আষাঢ়ধারায় রেলের বাঁধের ডুববে দুপার
বাজের হাঁকে শমন ডাকে ছড়ায় গানের বীজ মাটিতে
গাঁয়ের জমি উথলে ওঠে, নদী উছল ভরাটিতে ।
নদীর পাকে বাজের ডাকে চিকুরজ্বালা এই বরষায়
ভাঙবে গদি ভাসবে বানে গানের সুরে এই ভরসায়
শালিজমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে ।

এ গরমে ক্ষমা নেই, মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
নীলকণ্ঠ ক্ষমাহীন । ইতিহাসে বিরাট প্রাসাদে
মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিতগতি, চুপিসারে সুয়োরানি ভাবে
তারই ঘরে মেটে বুঝি মিতালির শখ অন্তরঙ্গ
সে রাজদূতের, সাতমহলের সেরা সদ্যফুল
অসহায় সুয়োরানি ভাবে, কোটালের দূত তবু
আপন ধান্দায় চলে দিশাহারা একাগ্রসন্ধানে ।
অম্লান সে ব্যাজহাস্যে মর্মভেদী আসন্ন আঘাতে
ক্ষমা নেই । অনাগত সসাগরা ধরিত্রীর এক-
চ্ছত্র দণ্ডধর সময়েরই হাতে । জানি জানি, তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে, সদাগর গোমস্তারা
ঘোরে শ্রান্তিহীন স্বার্থের ব্যসনে মরিয়াপ্রহরে
আপন মৃত্যুর পথে বৃদ্ধ বন্য পশুর মতন ।

ক্ষমা নেই ! ফিরে যাই ঘরে, উল্টাডিঙির প্রান্তে
আঁধার খোপের টানে সর্দার কলের সরকার
ফিরে যাই সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ
দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান
তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে নিশান ।
প্রখর তাপের আগুনের গোলা
সেজেছে মাটি
বিলাসী বর্ষা পাহাড়ের শীতে
পেতেছে ঘাঁটি ।
সূর্য হেনেছে পক্ষপাতের
লাখো কৃপাণ ।
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ ।
আঁধার খনির বুকচাপা তাপে
তারাই ঘোরে
চিমনির ধোঁয়া তারাই টেনেছে
কলিজা ভরে ।
বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ ।
হে সূর্যদেব সাজে না তোমার
এ অভিমান
শাণিত আকাশে উগ্র নিশানে
শোনো বিষাণ ॥

২

কুমার-কে

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন ।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যত
ঢেলে গেছে তার ঋণ ।

অক্ষের সীমা আঁধার, দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো ।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত ।

মৌন কাকলি, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন ।
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর
আকাশ যে সঙ্গিন !

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত !
সে কোন্ পাহাড়ে চলেছ, নীলকমল
বলো কী তোমার ব্রত ?

সাগরে সেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চুনি
ডালিমের লালে লীন ?
প্রবালচূড়ায় পারিজাত চাও শুনি !
তাই কি ওড়াও দিন ?

হৈমবতীর চোখের মুক্তা জোড়া
করবে হস্তগত ?
শুধবে বলো! সে কার নাচিকেত ঋণ
হে কুমার তথাগত ?

চলেছে উধাও নক্ষত্রেরা যত
বিদ্যুতে পাখা লীন ।
পিছু পিছু ধাও, ধুলায় ওষ্ঠাগত,
পক্ষীরাজ তুহিন ।

পশ্চিমে দূর তুষার-চূড়ার পারে
গত জ্যৈষ্ঠের দিন ।
সূর্য তোমার শরীরে দীপ্ত, আর
আলেয়া ঈর্ষ্যাহীন ।

৩

চঞ্চল-কে

জেগেছে হৃদয়ে প্রেমের মধুর জ্বালা,
তুমি তো পড়েছ সুললিত পদাবলি,
সেই আমাদের হৃদয়ের পাঠশালা ?
সেই ভাষাতেই আমরা তো কথা বলি
তাই সংক্ষেপে, সব লক্ষণই জান—
বসন্ত আসে শহরে মান না মান,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর রটে,
গলা পিচে আর উচ্ছল ডাস্টবিনে
স্ক্যাভেঞ্জারের অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত আসে দুর্গন্ধের দিনে !
হৃদয় জেনেছে তোমার পায়েই লোটা
যুগধর্মের তালে তালে এসো চলি,
এদিকে ওদিকে বদলিয়ে পদাবলি,
বাহুবন্ধনে গন্ধশিশির ফোঁটা ॥

৪

কাজলা-কে

বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডল-চড়কে
আজো দেখি রিষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেষে
কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার শ্লেষে
তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বর অমরার শীতকম্প্র ফরাসে আসীন।
দয়াহীন ইরম্মদ ! ইন্দ্র হিম কুলিশকঠিন—
অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি ! হায় ! হে পিতৃপ্রতিম
হে কালের অধীশ্বর ! দানধর্মে দম্য তব রাগ !
হিরণ্ময় হে আদিত্য ! সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ !
সে পূষন্ ! বধো বৃত্রে বধো শীঘ্র বিশ্বলোপ হয়,
দম্ভোলি নিক্ষেপি বধো, গ্রীষ্মের পৈশুন্য নাহি সয়।
কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র শহরে
কদম্ব কাননে, আম্রে, মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,

সন্ধ্যাকাশ ঢেকে কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে ।

৫

সর্ জি-পি-র গান

বেগোনিয়া ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও সুপারিতাল,
ম্যাগ্নোলিয়ার পাপড়ি খসায় রূপালি আঁকা ।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্দবাদি বেতাল ।

গায়ে ফোটে যে এ স্পানিশ গরম, গীটার্-গীতে
নরম দেহের ইশারা বিছায় আঙুর-ক্ষেতে ।
আল্হাম্ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া !
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া ।

চীনে জুঁই কবে ফুটবে কে জানে স্বদেশী বেল !
রজনীগন্ধা, উজ্জয়িনীর মধ্যে-ক্ষামা !
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাবসি মেঘের কঠিন শেল ।

হে পর্জন্য ! ঐরাবতেরা দোলাক শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও আমলকী আর নিমের ডাল ।
ভেঙে যাক ঝড়ে ল্যাম্পপোস্টের কাচের ঢাকা ।
হে ত্রিশূলপাণি ! কোথায় বিশপঁচিশ বেতাল !

৬

এমাসন-দেব

আকাশে উঠল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে !
জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাসতে ।

ভয় কী-বা? কিছুতেই গণি না প্রমাদ
হাতে হাত দোঁহে উঠি আস্তে।
কৈলাসসাধনায় কত শত খাদ!
কষ্টে কেষ্ট-লাভ জান তো প্রবাদ!
আকাশে উঠল কাস্তের মতো চাঁদ—
এ যুগের চাঁদ বুঝি কাস্তে!

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ!
কল্কির দেরি আছে আসতে।
অনাচার অনাহার চলুক অবাধ
টর্‌পেডো চষে যাক নীলিমা অগাধ,
আজ আছি, কাল নেই, কেন সাধি বাদ
নগদবিদায়ে আজ হাসতে?

আপাতত নেই শিরে বোমার ফ্যাসাদ
অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গির দলে ভেড়ে যত প্রভুপাদ,
ঠগেরা বেনেরা পাতে চশমের ফাঁদ।
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে?

নৃসিংহ চিনি নাকো, নই প্রহ্লাদ।
শুধু চাই শেষ ভালোবাসতে।
পোড়া খেত, সাইরেনে ক্ষীণ হল নাদ,
পিশাচের মুখে নামে মুখোস বিষাদ,
হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ,
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে॥

৭

ক্ষিতীশ রায়-কে

দেশে ও বিদেশে শুনি ঘুরে ঘুরে শিবের গাজন,
রাজন্যসম্পদ শুধু ছদ্মবেশী বিদ্বেষ-ভাজন।
দেশান্তরী প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন সগরসন্তান
খোঁজে প্রায়শ্চিত্ত তীর্থ, মরুভূমি খোঁজে মুক্তিস্নান।

উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি, অর্থ আনে অট্টহাসা বায়ু।
সর্বনাশে শুষে নেয় বর্ণহীন বণিকের আয়ু।
বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি,
স্তূপাকার রসদের বস্তা পচে, খুঁজে মরে ধনী।
ধামাচাপা ধর্মঘটে, নির্মনন শূদ্রচল রথে।
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে পায় মিতা
রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্য শুনি মরণসংহিতা।
জনতার আর্তনাদে অস্বাস্থ্যে ও কোলাহলে ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের পীঠস্থান ঘরে।
ক্লান্তদেহে কর্মবীর—সর্বনাশা অর্থাভাব ঘরে,
ভাবে গৃহস্থের সুখ বন্ধ্যা স্ত্রীতে, পুন্নামেরই তীরে,
নিদেন বধিরমূক সন্তানে বা লটারি বা রেসে,
নিদ্রার সাধনা আছে, কাল মেল, তাগাদা আপিসে।
হতাদর ঘরে, মনে আত্মগ্লানি জীবিকাপন্থায়।
ঘোড়া কি কুকুরে পাটে আশা নেই মলিন কন্থায়।
ক্রসওয়ার্ড্ রেখে দেয়, আজ কিসে কী-বা যায় এসে
স্বস্তি দেবে কি কেউ বিশ্বব্যাপী দেশে কি বিদেশে ?

৮

শ-অডেন-কে

পাহাড়তলির গোপনগলির ফর্নবনে
ছোট ছোট আলো লুকোচুরি খেলে ক্ষণে ক্ষণে
পাহাড়ধসার শঙ্কাবিহীন স্বচ্ছ মনে।

সূর্যমুখীর সম্ভাষে কবে ঝরল চেরি
সিরিঙ্গা তাই পসারিনী হাসি করছে ফেরি।
দাবদাহ হতে অনেক দেরি।

ভূর্জের গায়ে রূপালি আলোর উপমা লাগে
ঝাউবীথি তাই নবযুবতীর শিহরে জাগে।
শিলীভূত হিম স্তম্ভিত বুঝি এ সংরাগে।

ডেজিভায়োলেটে সচ্ছলসুখে বনস্থলী
মন্দাকিনীর নির্ঝরে ধোয় রূপের বলি,
পঙ্গপালেরা সানু-প্রান্তরে, মুখর অলি ।

তুষারহ্রদের নীলোৎপলের গন্ধ ভাসে
মুহুর্কম্প দেওদারে, লঘুহরিৎ ঘাসে ।
কোথায় কিরাত ? বৃথা সঙ্কোচ মিথ্যা ত্রাসে ।

ছুটি তো ফুরাবে নৈনিতাল বা দার্জিলিঙে,
দিনযাত্রায় গলাবে মহান্ হরিৎহিমে,
হালকাহাওয়ায় খরবেগ হবে ক্রমশ ঢিমে ।

হিংস্র শহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুর স্মৃতি
ঘোর অভ্যাসে শিখবে জীবনযাত্রা-নীতি,
মানসবলাকা ফেলে দেবে পাখা এই তো রীতি

অতএব এসো পাইন-মুখর ঝরনাতীরে
লাইম-ছায়ায় থাকুক আপেল গাছটি ঘিরে—
তাকিয়ে মরুক কালের দূত সে ধূর্ত চিতি ॥

৯

অ-বন্দ্যোপাধ্যায়-কে

সূর্য হানুক তাপের বর্ষা
        ক্লান্ত দেহে,
যাক না পাহাড়ে বিলাসী বর্ষা
        অলকা-গেহে,
মড়কের পালা চলুক নাচার,
        জেলায় জেলায়
বাধুক দাঙ্গা, চলুক প্রচার,
        কালের ভেলায়,
স্বার্থপরের উৎসবও হবে
        নৌকাডুবি ?

মহাজন তার মাহাত্ম্য তবে
কি মুলতুবি
করবে কখনো, কখনো তর্ব্বে
সব বকেয়া ?
কখনো ফসলে জাঁকিয়ে ভরবে
কালের খেয়া ?
তবু আছে মাটি, আর আছে ঘর,
দুর্মর প্রাণ,
কত কাল বলো পাশায় হারাবে
লক্ষ কৃষাণ ?

১০

অ্যাডেনজ্ঞা-কে

সোনালি সূর্য যুগসন্ধ্যার লগ্ন
তোমার জন্মে সে কোন্ আদরে পাতল ।
হোক্ না আঁধার, জন্তুর জানু ভগ্ন,
কালান্তরের হ্রেষার জগৎ মাত্‌ল,
তবুও তোমার জন্ম শুষ্ক গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশিতে স্বপ্নলোকের বিশ্বে ।

জানি শেষ হবে রোষকষায়িত সন্ধ্যা
নামবে রাত্রি, হয়তো ঘুমের শান্তি
ভেঙে দেবে এই স্বার্থপরের বন্ধ্যা
জীবনপ্রতিমা, বুদ্ধিহীনের ভ্রান্তি ।
তাই তো তোমার জন্ম ভয়াল গ্রীষ্মে ।
স্বল্পখুশির ইশারা গৃধ্নু বিশ্বে ।

তোমার জীবনে নূতন কালের সূর্য
হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাসছে ।
সে আলোর প্রাণ মুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাসছে ।
তোমার জন্ম বরাভয়ে এল গ্রীষ্মে
পুবপশ্চিমে, প্রাসাদকুটিরে, বিশ্বে ॥

১৯৩৬-৪০

কোনো বন্ধুর বিবাহে

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমায় হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন সুর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চুর্।

আগত সিদ্ধি! খোলে রে দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভাবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে দেবে আলোকদ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদয় আমার! হৃদয় যার॥

কোনো বন্ধুকন্যার জন্মে

কন্যকাদানে ধরাকে করেছে ধন্য
পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে
থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য,
কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙবে,
রূপসীর মেয়ে! চড়া জয়গান গাও রে
নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।

জানি হে নবীনা ! তোমার যুগের কর্মে
আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে ;
শূন্যের নয়, পূর্ণের প্রাণধর্মে
হাহাকারে নয়, সম্ভাবনাই আঁচবে ।
অতএব দায়ভাগে জয়গান গাও রে
ভাবীসৃষ্টিতে জীবনধর্ম চাও ।

সূর্যাস্তের সোনাকে হানবে লাস্যে,
সূর্যোদয়ের হালকা আলোয় হাসবে,
পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার লাস্যে
সমসুযোগের সহজ জীবনে আসবে ।
প্রৌঢ়ত্বের ফেরানো ঘাড়েও গাও রে
যদি আসে প্রাণ, মৃত্যুকে কেন চাও রে ॥

যামিনী রায়ের একটি ছবি

স্থবিরের স্থিতি চাও, স্বভাবজঙ্গম,
আত্মঘাতী স্থাবরের আশা !
ঋতুচক্রে চংক্রমণ, নীল শূন্যে ভাসা
ছেড়ে চাও শান্তি, বিহঙ্গম !
মিলাক্ সে আশা !
নীলিমার শূন্যস্রোতে যত, বিহঙ্গম !
খোঁজো সত্য, সুন্দর ও শিবে ;
পাখায় যতই ঝাড়ো তড়িৎ জঙ্গম,
তবুও নদীর তটে,
তেপান্তরে, ধূমাঙ্কিত মৃত্যুঞ্জয় বটে
কিংবা কোনো প্রতীক্ষামধুর সলজ্জ কবাটে
তীব্র পাখসাটে
বিরাট ত্রিদিবে
মেলে না যে পৃথুল পার্থিবে ।

ছাড়ো সব আশা,
ভাগ্যে আছে নীল শূন্যে লীন হয়ে ভাসা
—যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়
পক্ষবিধুনন,আর অকস্মাৎ নেমে যায়
ঊর্ধ্বগ্রীব আশা ! হায় রে আমার
স্বভাবজঙ্গম ভীরু বিহঙ্গম !

১৯৩৭

প্রেমের গান

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে

বনে বনে দেখি বসন্তের
যাওয়া আসা চলে ফুলে ফলে ।
বাগানের ফুলই ফোটে না আর,
কেয়ারি ঢেকেছে জঙ্গলে
বন আর ক্ষেতে ফুলে ফলে ।

নীল নবঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়,
মজা পুকুরেই মজা করে,
মরা নদী সেই ঘুরে মরে ।

মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি ।
তবুও কোটরে অন্ধকার,
হিমে হিহি হাড়, বন্ধ দ্বার
ভাঙা ঝরঝরে নীল কুঠির ।

পথে পথে পালে পালে কুকুর,
ভিখারিরা করে নালায় ভিড় ।
সুখী দম্পতি, প্রণয় কী-বা !
ঘরোয়ানা নেই, নিশা কি দিবা ।
আমাদেরই প্রেমে লাগল চিড় ।
রাজপথে চলে প্রজার ভিড় ॥

সোনালি ঈগল

(প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী-কে)

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যত ।
নেভানো তন্দ্রাহত
শহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যত ।

মৌন আলোর থামে
ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্র্যাফিকে
পথে পথে দিকে দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়, ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে ।

চুপিসারে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইশারায়
মানে নাকো ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি স্বপ্ন তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত
বেদনায় জবুথবু
জটায়ুর পাখা ঝাড়ে
মরিয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল,
ছিঁড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়—
যদিও আয়ু ঝিমায়,
স্বল্প সত্য যদি
হয়ে ওঠে সাবলীল ॥

চতুরঙ্গ

(অশোক মিত্র-কে)

১

সারা জীবন খুঁজেছি তাকে। ঘন অন্ধকারে
হয়তো কোনো স্বপ্নকালো মরণঘন রাতে
দেখেছি তার নীলিম চোখ, শীতকুয়াশা-প্রাতে
চাঁদের মতো দুচোখ তার, বন-অন্ধকারে।
কী মায়া তার জানি না নাম, জীবনে তার টানে
চাঁদের মতো, জোয়ারে টানে পূর্ণিমার মায়া।

অমাবস্যা আঁধারে তার মর্মভেদী বান
উৎসবের ভিড়ে ছড়ায় বরতনুর ছায়া ।
জানি না কিসে তাতে আমাতে তনুমনের মিল
মিলনে দূর, বিরহে তারই অস্তিত্ব ছায় ।
শরৎমেঘে আকাশ তারই আলোছায়ায় নীল ।
সারাজীবন ডেকেছি তাকে স্বপ্ন-ইশারায় ॥

২

তুমি আছ কোন্ সাতসাগরের পার,
বাতাস তবুও ভ্রমর তোমার কথায় ।
আকাশের নীলে দেখেছি চোখ তোমার,
বৈকালি ব্যথা গোধূলিতে যবে ভায় ।
হৃদয়ে শুনেছি তোমার আপন কথা
উন্মনা ক্ষণে কাজের প্রহর কত,
দেখেছি তোমাকে সুদূরে স্বপ্নাহতা,
তোমার আননে স্বপ্ন রয়েছে রত ।

৩

তারার দল ছুটেছে নিজবেগে,
পাহাড় ওড়ে নীল যেখানে শাদা,
লক্ষ হাতে প্রাণ ছড়ায় কাদা
এই পৃথিবী, গতির ঢেউ লেগে ।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে,
নীলেই তার হাজার হাতছানি,
শুশুক মাতে নীলসাগরে জানি
—প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে ?

হৃদয় প্রিয়া দিয়েছি দুই হাতে,
প্রাণের লীলা তোমারই,সঙ্গিনী,
তোমাকে আমি আপন বলে চিনি,
তোমাতে প্রাণ ঘূর্ণিস্রোতে মাতে ।

চলেছি ছুটে দেশকালের নীলে,
বাইরে ঘরে স্বার্থে ভয়ে মেশা
অগ্নিনাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা
—তোমাকে বাঁধি সংগতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, ভাবে, থমকে নিজ বেগে ॥

৪

বিদায়, তাহলে ধবলগিরির মৌনে বিদায়
হতাশ বাহুর শেষ পাণ্ডুর অঙ্গীকারে।
রক্তিম চূড়া অস্তরবির শেষমদিরায়
কঠোর প্রমাদে হৃদয় বিঁধায়। অশ্রুধারে
বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই, অসহায়, বলো দুষ্ব কাকে ?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি।
আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে কালের তুচ্ছ সচ্ছলতায়।
তবুও তুষারহ্রদ উচ্ছল তোমার গানে
চিরকাল, জেনো, শ্রেণীস্বার্থের অতীত কথায় ॥
১৯৪১

পার্টির শেষ

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়িতে আসে নিমন্ত্রিত ছলেবলে এবং কৌশলে
জমিদার, দারোগা, হাকিম আর কলের মালিক দলে দলে
চর্ব্য চোষ্য পানীয়ের—সুদৃশ্যা ও সুশ্রাব্যার দর্শন-আশায়।

নিচে হ্রদ, এঁকে বেঁকে লালজল আঁকা বাঁকা পাহাড়ের গায়
বুদবুদ ছড়ায়, পালে সূর্যাস্তের সোনা লাগে, দঙ্গলে দঙ্গলে
হাট থেকে চাষী ফেরে। গাংটার ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত জঙ্গলে
নবাবি সূর্যাস্ত ঝরে। সন্ধ্যা জমে, উৎসবের মুখর সোনায়
তাঁবু সারে সার, ধোঁয়া ওড়ে সদ্যমৃত শিকারের পাচ্যস্বাদে।
মূল্যবান অবসাদে অতিথি সজ্জন 'হলে' অবশ অসাড়,
রাজা শুধু ম্রিয়মাণ, বিলাতি কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সংগীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝি বা শুধু বনিয়াদি তারই চিত্ত। বেলোয়ারি ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোনায়
অন্ধকার ছিঁড়ে যায়। পাহাড়ের সূর্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥
১৯৩৯

১৯৩৭—স্পেন

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামি মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতালফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা চাপা গীতাভাষ্য।
খ্যাপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি ?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি ?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

পদধ্বনি

(হামফ্রি হাউস-কে)

পদধ্বনি ?
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী ।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে ?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন করে দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে,
হৃদয় আমার
বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতবার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার ।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভরে বুনে গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা !
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী !
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঞ্জিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে ।

সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সংকুচিত এ পার্থিব মানবের মন ।
সুভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদিঅন্ত তোমাকে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায় ।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুংকার,টংকার
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ ।
পদধ্বনি সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাটচৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার ।
তবু পদধ্বনি !
হৃৎপিণ্ডে কে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা,
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির !
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধুনন ! আর সেই পদধ্বনি
ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল ?
দানবজন্তুর পাল ?

দম্ভর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থের-ও ভয় ।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন !
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল !
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ !
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ ।
তবু আজ এ কী কলরব ! পদধ্বনি ! দুরন্ত মিছিল !
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলসভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে **ক্লান্তিভারে** নিদ্রান্ধ বিকল ।
হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব ।
স্মৃতি তার দ্বারকায়, অবসরবিনোদনে লোটে ;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে বৃথা মাথা কোটে ।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুর-মঞ্জিরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি!
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী
কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি হল যুগান্তর ! নবঅবতার !
এ যে দস্যুদল !

হে ভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দিঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি । চায় স্থিতি, অবসর !
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা করো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে ।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয় ॥
১৯৩৮

বঞ্চনা

সূর্যাস্তের ছায়ায় বিরাট
মূর্তি ধরেছে বঞ্চনা ।
নিজের ছায়ায় নিজে ভয় পাই,
ভাগ্য কুড়ায় গঞ্জনা ।

হঠাৎ জীবন হাত-পা ছড়ায় !
এই ভর করে এসেছি আজ
সন্ধ্যার কূলে কালের চূড়ায়,
উলঙ্গ নীলে ভেসেছে সাজ ।

তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল, আমার রঞ্জনা !
গ্রামছাড়া পথে রাঙা মাটি ঝামা,
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা ।

মৈত্রী সেজেছে পেশোয়াজ ছেড়ে
অহংকারেই কর্মক্ষয় ।
স্বর্গখেলনা গড়েছি কজনা,
সে গড়া মরিয়া ভাঙার ভয় ।

আত্মম্ভরী হে যশোলিপ্সু
বিশ্বম্ভর বঞ্চনা !
মধুকৈটভে স্বরূপ দেখেছি,
কোথা মেদিনীতে সান্ত্বনা ?

সপ্তপদী

১

সোনালি লগ্নে দেখা হয়ে গেল
সোনাখচা বাঁকা রঙিন পথে ।
এলোমেলো দিনে আনমনে চলি,
চড়িনি বিজয়ী মুখর রথে ।
তবুও ছড়ালে আয়ত নয়ন,
সোনালি আকাশ ছড়ালে নীলে ।
শালঅরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে পাই দূর হঠাৎ মিলে ।
কিংশুক বনে যে হাসি ছড়ালে ।
শুধু অকারণে পুলকময়ী !
সে আকাশে দেখি আপনাকে ছাড়া
সাধনার শেষে, ক্ষণিকা অয়ি ।

২

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোল সখী তাই দেখে ।
নদীতে জোয়ার খেয়াপারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট ।
শুধু আছে মেঘে বজ্রআবেগে
আকাশছড়ানো বিজন বাট ।
এই দুর্যোগে ঘর-কে বাহির,
তুমি ছাড়া বলো, বার-কে ঘর
কেই বা করবে ? তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর ।
আত্মদানের সে নীল আকাশে
বিরাট শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো ? তোমারই হৃদয়ে
থমকাই শেষে, তাই দেখে ॥

৩

শিল্পসুদূর কৈলাসে আজ যাত্রা—
ধ্রুপদী হৃদয় খোঁজে তার ধ্রুব মাত্রা ।
পালায় এখানে কঠিন চিত্রগুপ্ত ।
চিত্রশালায় স্তম্ভিত সৌন্দর্য
ঘুরি ফিরি দেখি, সংকোচ খোলে ছন্দে,
জেগেছে মুক্তি স্বপ্নের ভয়ে সুপ্ত,
বাঁধন ভেঙেছে, অধরায় নির্লজ্জ
শতমূর্তিতে তোমাকেই তাই বন্দে ।
অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্র
হোক না, তবুও একাধিক খাঁটি মিত্রে
কেটে যাবে কাল অকালেও জানি সত্য,
সেই সাহসেই তোমাকে ঘিরেছি ভক্ত ।
সুরের মাধুরী ছাপায়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে ॥

৪

তোমার মনের শুভ্রশিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ।
এ নিরালম্ব জনতাসাগরে ঢুকেছে ভাসা
রুদ্ধশ্বাস।
ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হল আপন
ভাঁটায় ঢিমা।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়আকাশ
জেনেছ মন।
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন ॥

৫

গোধূলি নামাল তার **পরিছিন্ন** স্তব্ধতার পাখা।
শহরের পাণ্ডু মুখে দেখা দিল বিবর্ণ আবেগ।
জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আঁধারের নীল আভা আঁকা।
ঘোমটায় ঢাকা আলো। **স্তব্ধ**তায় নিস্তরঙ্গ দোঁহে।
—ভেঙে গেল সে কৈলাস অকস্মাৎ তীব্র মৃদুস্বরে,
ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।
তোমার চোখের ঢেউ ধুয়ে দিল তীক্ষ্ণ নীরবতা
তোমার কথার পাখা এনে দিল ক্লিষ্ট ব্যবধান।
তবু চিত্ত তোমাতেই মুমূর্ষায় করেছে প্রয়াণ।
—না থাকে তো নাই থাক জীবনান্তে পদস্থ পেন্‌সান্,
আত্মীয়অভাবে বিশ্ববিদ্যাহীন কেঁদে যাক প্রাণ;
জানি জানি রুদ্ধদ্বার সে কারণে করপোরেশান্ ॥

৬

অপরাজিতা! পাপড়ি যদি ঝরেই আজ পড়ে
শহুরে ধোঁয়াওড়ানো ফুলদোলানো হিমঝড়ে
মরণ যদি গলির মোড়ে হাতছানিতে ডাকে,
তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,

তবুও আছে উদয়রবি, সন্ধ্যাকাশে রঙ্গ,
নীল নিথর বৈকালি বা মেঘেরই মৃদঙ্গ—
মরুভূমির পাণ্ডুদাহে আছে তমালতাল ;
জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল্ ॥

৭

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল।
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্ম শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল !
জমে ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলে স্থলে বায়ুহীন মেঘ ।
শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিকচক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ ।
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালেব রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া । সে আকাশ তোমারই আকাশ ॥
১৯৩৬

জন্মাষ্টমী

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে)

O Freunde/nicht diese Töne?
Beethoven: Symphony No. 9 in D minor

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্-হাতে ।

পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণছায়াতে
পরবশ বিশ্রামে গুল্মবায়ু, কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,
নানাবেশে নানাদেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত খিন্নমন', ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা কারে
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিঃশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদগারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খালপার, এসপ্লানেড আর চিৎপুর।

ছড়াবে করকাধারা
কৈলাসতুষারধাবা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
স্বপ্নভারাতুর।

পণ্ডশ্রম দাবদাহ! ঘর্মপাত ব্যর্থ গেল!
আয়োজন বালুচরে ঝরে যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।
আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।

মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।

ক্লোস্-অপ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ !
কলম্বস্-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জাবাহুআর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে !
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,
বৃথাই দাঁড়ালে !
দন্তুর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনুভুরু
শ্রোণিভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী প্রসাদ বিতরে
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লেলিহরসনা ।

তাহলে, বিদায় বলি ।
দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি ।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বয় মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগরসন্তান ।
নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন্ কৌল মুমূর্ষায়
হৃদয় বিষায় ।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায়
শিরায় শিরায় উন্মাদ আবেগ ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণ-ঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমূম
কালের খেলায় ।

বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যয় প্রতীক সঙ্কল্প-বিকল্প লীলায়
নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়
নিজেদের শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানা অছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে
ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধুলায়।

হয়তো বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ি যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে,
পিছু পিছু ছুটে আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈঃশ্রবা
এ যে দেখি বিষম বাতিক !
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না ?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটাবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
তেত্রিশকোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম ?
গাড়ি নেই ? ভালো লোক ? হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে বসে ঘেমো।

আমি যেন গ্রাম্যজন
বসে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।

পসারিনী তুলে দেয় হাট, আহিরিনী চলে যায় ঘাট;
ভেঙে যায় মেলা।
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা।
রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের
উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের
সঙ্কুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথ্য কিসে মথুরার মধুর সংগীতে
সত্য রবে, ভাবি কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তপীতে !

ফিটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বই নাকো,
বাজার সরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানি,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার।
তার চেয়ে মাঠচষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে
আধি কি সারাল ?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস্ জানে না তো মোহনবাগান
বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেকটর না জানি হায় কী মজা হারাল।
আশা করি বেতারের গান
সে দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো।
আশা করি সুরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐকতান,
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃতআধার

ভেসে যায় পক্ষীরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে ।

এই ঝড়ে **উর্ধ্বশ্বাস** অপচেতা বক্রপেশী আততিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ অঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীকে সম্পূরণে
বেঁধে দিক হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে ।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্‌ই ভালো, না হয় তো ফ্লাশ্‌ ।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি ।
তারপরে বাড়ি
অম্লশূল আব সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল

তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল !
দিন আর রাত্রি কাটে. রাত্রি আর দিন ।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম অন্বেষা.
পিছু পিছু চলে অবিরাম
স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত **উচ্চৈঃশ্রব** হ্রেষা ।
যৌবন সঙ্গিন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে **প্রৌঢ়ত্বের** অভ্যাসিক
যৌথজতুঘরে ।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,

প্রাক্তন-পাশ্চাত্ত্য আর কার্যকারণের
পালিতকুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, আকালে, অকালে ।
কিংবা সত্ত্বগুণে
আর্যলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্ ধিক্ ।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারি আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিংবা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায় ।
আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি করে
অবশেষে ভুলে যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনী গানে, আনন্দউৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার
কালের হাওয়ায় ।
ভুলে যাই রক্ষাকালী শ্মশানেই হায় ।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষন্ !

শ্মশান ।
শ্মশানে আগুন জ্বলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে ।
খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রির আর্তনাদে
বসে আছি উবু হয়ে হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার ।
ওপারে সারদা কাঁদে, এপারে প্রেমদা বাঁধে ।
উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের শোকে ডাক শুনি বৈরাগ্যসাধার ।

ব্যর্থ করে বৈদ্যের বিধান;
ভেষজনিদান
চলে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধ'রে!
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ করে চলে গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হ'ত রাত্রিশেষে
কিংবা ভোরে, শাদা রোদপোয়ানো সকালে
স্নান সেরে উঠবে এবার ?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের নিরানন্দ দ্বার

তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয় ?
শরীরে আমার আজও লাগেনিকো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালেনি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব
এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে
অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।
বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা,
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
ছিন্ন ক'রে ছায়াতপ, দীর্ণ ক'রে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।

পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথাই,
বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা।

তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে-—
যাই বল,
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়
সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরে পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়
তাই তো শুধাই, হে ঈশ্বর
—তাই বলো !
রাগ করনিকো সত্যিই তবে !
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারি হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুইচামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতের কমলপুটে
—অকারণে নয় ?
জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি,
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠব ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙ্ময় চাপে, রঙিন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমি মেঘের একটুকু জলে
যেন কাক্‌টুস্‌ গ্রাণ্ডিফ্লোরা ।
কেউই ওরা
শুনছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো ।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন ।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন ?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে ?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রঙ
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—

রাজাস্ পেগ্।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
এব্‌ল্ ইন্-
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সঙ?
কানে কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ ?

অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলে ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে
চলেছ দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা
কী উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায় ?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর অন্ধকার হাসি।
জ্যোৎস্না ডুবেছে রাশি রাশি
মেঘোর্মিল আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।
বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, ঊর্ধ্বশ্বাস
চলেছ কোথায় ?
কোন্ নারী, কী ঐশ্বর্যভার
ছিন্ন করেনেবে বলো বলীয়ান্ দুই বীর বাহু ?
কোন্ দেশ লক্ষ্য কোন্ অমৃত আধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ জয়যাত্রার ?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্র-রাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় শাস্ত্রমতে, জান ?
তুমি বুঝি শোননিকো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করে যায় একা ?

ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় নাকো শেষ
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খরকৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,
দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদ সাগরে
—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নবপ্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি ।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
কখনো চমকি
দেখেনিকো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা ।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে যাক রাবণের চিতা ।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের পারে দীর্ঘ এই পাঁকে ?
—হে বন্ধু আমার, বলো তো আমাকে ।
অন্বেষণ বৃথা বারে বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমাকে ।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার ।

নব অভিসারে চলেছি রে ভাই,
রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই ।
লক্ষ্মী চাই ।
ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,
আমি কোন্ ছার,
বাটপাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল ।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়,
নিমকহালাল তুখোড় দালাল ।
আমাদের সব পুরেছে চতুর পাটের ছালায় ।
হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে চেঁচাই কাতরে,

মাথাপোতা।
ত্বয়া হৃষীকেশ! শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে

গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কুপোকাৎ!
প্রায় চালমাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।
ডিভিডেণ্ড চেপে প্যানিক ছড়াই,
বাজারে গুমোট আমরা নড়াই,
তারপর ছাড়ি অন্‌ডর্‌সেল হাত চেপেই
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি
চার ডিরেক্টর্‌!
কী উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্‌।
পাল তুলে চলি পাটনিখেয়ায়
পাঁচটিবছর সব বকেয়ায়
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় নাই হল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত
সে স্বর্ণকার,
কান ধরে ভায়া চালায় বইয়ের মালজাহাজ,
বাহাদুরি দিই খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন আর্যামির,
সে তুফানমেল,
নিখিলভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গর
হিন্দুত্বের ম্লেচ্ছশেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড্‌, দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল!
তেজারতি তার ব্যাংকিঙে গিয়ে কী উচ্ছল!
দুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই,

জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,

দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরণীয় তার বেয়াই
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই ।

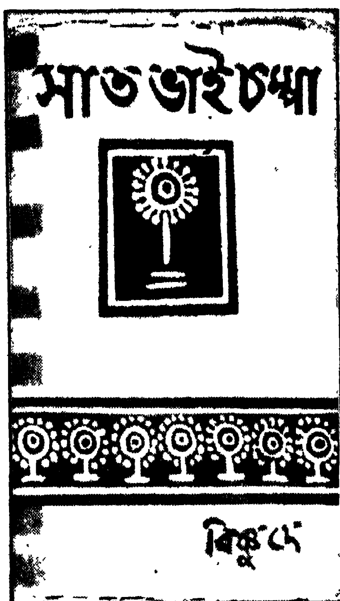
অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর ।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর ।
বিহঙ্গ জাগেনি আজও জীবযাত্রাকাকলিমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি ।
বাতাসের বেগ
চলে গেছে দিগন্তসীমার
বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি ।
সামান্য ঝিল্লিও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সেও বুঝি জানে !
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন শহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি ফোটায় কত বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম ।

এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তায় বাস্য এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিত ওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্মভেদী কলের চোঙাও
নীরব স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যত ভূত-
বিশেষসঙ্ঘের ক্ষিপ্র পাল
হে দংষ্ট্রাকরাল !
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐকতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামেরূপেএকাকার মহাশূন্য মাঝে।
আসন্নশরৎউষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী, বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা
রাকা মুখ ফিরায় বুঝি-বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায়- নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈঃশ্রব রক্তিমাধারায়

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ !
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।

হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে

সাযুজ্যসংগীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিঃস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই,
কুম্ভীরক তাই ॥
১৯৩৬



সাত ভাই চম্পা

সূচীপত্র

২২শে জুন, ১৯৪১

পথে আজ লোক কম, মধ্যবিত্ত ল্যাম্পপোস্ট প্রাণভয়ে ক্ষীণ,
পলাতক উদরের উনুনের ধোঁয়া নেই, স্বচ্ছ চন্দ্রালোক !
অন্তহীন নীল আলো ঝরে যায়, গাঢ় নীল আকাশে সঙ্গিন
পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক ! শত্রুদের পুষ্পকচালক
শুনেছি হদিশ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়, তবু দেখি ঝরে
স্তরে স্তরে অবিরাম প্রাণান্তিক নীল আলো । প্রাণের চূড়ায়
মৃত্যুর মহিমা চাই, অজ্ঞ অপঘাত নয় ; আবিশ্বসমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত কুরুক্ষেত্রে করুণা কুড়ায় !

জনগণমনে অধিনায়কের শূন্য স্থান, পূর্ণ করো বীর !
সেয়ানে সেয়ানে হোক কোলাকুলি সংগোপনে; তবু চীন, রুশ-
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদির বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
জলে স্থলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিত টলে, প্রাণের নির্দেশে
কলকাতার পূর্ণিমাও জটায়ুর পাখা ঝাড়ে দূর দেশে দেশে ॥

পলাতক

(কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

হৃদয়ে থামে না আর ভিড়,
হাজার ভয়ের পায়ে পায়ে
তোলপাড় অরণ্য নিবিড়
আঁধারসঙ্কুল, আসে যায়,
সত্তার গভীরে লাগে চিড় ।
বাংলোয় অজ্ঞাত প্রবাসে
ভিড় করে তারা যায় আসে ।

নিঃসঙ্গের নিরাশার ভয়
বিশ্বের ব্যক্তির লয়ে
স্বপ্নের ইশারায় ভাসে ।
চাই তবু দূরাহূত আশা,
ভয়হীন নির্মাণের ভাষা ।
নিদ্রাহীন দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
বাংলোয় দিন গুনে গুনে
দেখে যাই বালু-নদী-তীরে ।
প্রান্তরের অশ্বত্থের প্রাণ
ঊর্ধ্বমুখ, মৃত্যুঞ্জয় ভাষা
বারে বারে পায় সে ফাল্গুনে,
বিপ্লবী শিকড়ে তোলে গান
মৃত্তিকার মৃত্যুহীন প্রাণ ।
সমাজের সমে কাটে তান,
দেশে দেশে থেমে যায় মীড়
সত্তার গভীরে লাগে চিড় ।
মরুদেশে বিড়ম্বিত নীড়,
হে আমার তেপান্তর প্রাণ ॥

তোমাদের সনেট

তোমাদের জানি । জানি উন্নাসিক ও উপত্যকায়
নিত্য করি আনাগোনা । তোমাদের সহিষ্ণু শিখরে
পিচ্ছিল বুদ্ধিতে পটু তোমরা মাখ না কিছু গায়ে,
নির্বোধের পণ্ডশ্রমে বড়ো জোর হাসিই ঠিকরে ।
মরিয়ার তুচ্ছ আশা জান ইচ্ছাময়ীর ছলনা,
আশ্বাস বিশ্বাস মাত্র, রূপান্তর যুক্তির অভাব ।
অলস সৌজন্যে কিন্তু সে কথাও সরবে বল না ।
উপত্যকা যাদুঘর, অঙ্গারিত অশ্বত্থ-স্বভাব ।

বিহ্বল আকাশ দেখি। উষায় আসন্ন সান্নিধ্যের
আভায় আনত স্নিগ্ধ আদিগন্ত গাংটার মাঠ
প্রতীক্ষাউষর দেখি প্রত্যাশা-নিস্পন্দ বৃদ্ধের
আমৃত্যু-সম্পূর্ণ প্রেমে প্রাণায়িত ঘনিষ্ঠ লোহিত
বিজয়ী অশ্বত্থ এক ঊর্ধ্বমুখ মৃত্তিকা-মোহিত,
আশে পাশে ঝোপঝাড়, খর্ব শুষ্ক জ্বালানির কাঠ ॥

ভারতীয় বিমানবাহিনী

(বেনুর জন্য)

কৈশোরের ঘোর
এখনো ছড়ানো চোখে।
জীবনের স্বপ্নলোকে
অবিশ্রাম আনাগোনা তার ;
অবজ্ঞাকঠোর
মৃত্যুর স্বার্থের দ্বিধা
জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যত হিসাবির বিবিধ কৌশলে
ঠগ আর বণিকের দলে
তাকে তো টানেনি।
প্রাণের উল্লাসে
তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে,
সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা।
মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকা-বিলাসে,
প্রাণ তার স্বতঃই উদ্ভাসে,
মেঘ হতে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার ;
সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।
সে কি জানে, কিশোর কুমার,
নবজীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায়
হয়তো বা অন্ধ অপঘাতে ?

সে কি জানে স্বেচ্ছাবরে প্রেয় আজ শ্রেয় ?
মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত
জীবনের অনির্বাণ গতি,
সে কিশোর বীর !
ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি, দুই হাতে,
বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার,
চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?

মফস্বলে

চাষিরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য খেতে খামারে ইঁদুর
সোনালি সূর্যাস্তি শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোটি নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্‌টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ ।
পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড় ।
বাংলোয় বসে একা নামহীন প্রত্যাশাবিধুর ।

সামনে ছড়ানো রাত্রি, অন্তহীন অন্ধকারে নীল ।
অস্পষ্ট আলোকসত্তা, অন্ধকারে মরমী মূর্ছনা
আঘাতে আঘাতে প্রেমে প্রচ্ছন্ন বিলাসে হানে মিল,
সংহত পুলকে হানে নক্ষত্রের কতই গুচ্ছ না !
সামনে রাত্রির নীলে ছেয়ে যায় বিরাট নিখিল,
এ বিরাটে নিঃসঙ্গের ডুবে যাওয়া বুঝি–বা তুচ্ছ না !

নিঃসঙ্গ স্বার্থের রাত্রি মিশে যায় বাহির বিরাটে ।
আকাশে আকাশে দেশে দেশান্তরে দিন রাত্রি রটে
দরিদ্র ব্যর্থের গ্লানি অন্ধকারে স্তিমিত আভায় ।
পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান ।
স্বপ্নেরা চরম ভয়ে দীপাবলি কখন নিভায়—
জেগে থাকে স্মিতনেত্র নীলকণ্ঠ নির্মম ঈশান ॥
১৯৪২

১৯৪২

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
উলুর বনে প্রেমই ভালো,
বৃন্দাবন গঙ্গাজলে,
মরেই আজ করব চালু,
এমনি আশা পুষেছি মনে,
ঘরোয়া লোক, সংগোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
কালের তীর ক্রমেই ঢালু,
বাজার চড়ে, মজুর বলে,
বড়োর প্রেম নেহাৎ বালু।
তবুও আছি, ছড়াই মনে
শান্তিজল সংগোপনে।

রাজা রাজায় লড়াই চলে,
মৃত্যু হানে উলূর বনে,
বৃন্দাবনে মড়ক জ্বলে
ভূগোল ফাঁপে অগ্নিবাণে।
উধাও রাজা উলুর ভিড়ে ;
এবারে বুঝি ভিজবে চিঁড়ে !

এ জনতার

কতবার এল কত না দস্যু। কত না বার
ঠগে ঠগে হল আমাদের কত গ্রাম উজাড়
কত বুলবুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গির গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার—
কৃষাণ, কুমোর, জেলে, মাঝি, তাঁতি আর কামার।

অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,
মূঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান ।
দীর্ঘকালের ধারাজলে জলে
চেতনার পলি সোনালি ফসলে
এ দেশে বন্ধু কতকাল ফলে ।
মাটির টান
দিকে দিকে জ্বলে, পুড়ে ছারখার তানাকা-সান্ ।

হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তিদ্বার,
দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার ।
এই যে প্রবীণ হিন্দুস্থান
কত সভ্যতা আকণ্ঠে পান,
অসিদুর্গম লক্ষ্যে প্রয়াণ
কত না বার
করেছে, আজকে ধরেছে চেতনাখর কুঠার ॥

বুড়ো-ভোলানো ছড়া

(ইরা-কে)

আয় বৃষ্টি হেনে,
ছাগল দেব মেনে,
বোমা যাবে ডুবে
ডাকাতের দল উবে ।

সুন্দরবনে ভীষণ বাঘ
তাদের চোখে দেশের রাগ
নখে তাদের বেজায় ধার,
খাঁড়ার মতোই দাঁতের সার ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
ধান বিছালি মেনে
জবাব দেব বোমায়
ডাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমির,
নৌকা হবে চৌচির,
গোখরো সাপের দেশ রে ভাই
মারবে শেষে ফণার ঘা-ই।

আয় বৃষ্টি হেনে,
চরকা দেব মেনে,
বোমা যাবে ফেঁসে,
এ দেশ সর্বনেশে।

সূর্যে আছে অগ্নিবাণ
হিমালয়ের কঠিন গান,
সাগরঘেরা বালির বাঁধ,
হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে,
পরমায়ু দিই মেনে,
কামান দাগার বাজে
চোরা পালায় লাজে।

উড়ো জাহাজের নোঙর তোল্,
ডাকাত ডিঙির ফাটুক খোল,
এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার
তিরিশ কোটির হাতিয়ার!

দুনিয়া দেখে অবাক আজ,
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ,
সঙ্গে আছে নানান দেশ,
ঘরের খেয়ে বনেই শেষ।

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা ভাত ঘরেই খা
ছ' পণ ছ' কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ি ।
বৃষ্টি আসে হেনে
সব দিয়েছি মেনে ॥

আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে

বিমানে বিমানে ছিন্ন ভিন্ন স্বপ্নপালক ওড়ে ।
আকাশের নীলে শকুনের লোভ এলোমেলো উদ্দাম ।
গৃধ্নু গৃধিনী ভিড় করে আসে অলকার মোড়ে মোড়ে ।
কেলিকদম্ব নির্মূল করে এ কোন্ পরশুরাম !

স্বদেশ আমার ! আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর
কুরুক্ষেত্রে পৌরুষ ঢেলে দিয়েছি দু'হাত ভরে ।
অনেক অতিথি বহু অনাহূত এসেছে বারম্বার,
শত্রুমিত্র সবাকে নিয়েছি বিরাট বাহুর জোরে ।

আকবরশাহি দীনএলাহিতে আমাদের ইতিহাসে
একে ও অনেকে কালোয় শাদায় উধ্বর্বায়মান সুর ।
আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে যুগান্ত উল্লাসে—
বহু সাধনার গৌরীশৃঙ্গ ডাকাতে করবে চুর !

হে ভারতী ! খোলো চল্লিশ কোটি প্রাণের প্রাচীন দ্বার ।
চেতনার মহাসহিষ্ণুতা যে মৃত্যুতে সঙ্গিন—
তুচ্ছ খর্ব বর্বর যত আমাদের ক্ষুরধার—
বিশ্বজনের পর্বত খর সমুদ্রে হবে লীন ॥

প্রতিরোধ

(টিখোনভের ১৯২২ নামক কবিতা)

ভুলেছি আজকে ভিক্ষাদানের মধ্যবিত্ত পুণ্য,
সাগর তীরের হোটেলে লবণ-আঘ্রাণ বিলাসিতা,
হিমালয়ে নেই সূর্যোদয়ের শান্ত-শীতল সুখ,
ভুলেছি দুহাতে কেনাকাটা আজ দোকানির নানা পণ্য ।

আজকে নেহাৎ কদাচিৎ দেখি জাহাজের আনাগোনা,
রেলপথে তবু চলে বটে কিছু ওয়াগনে লেনদেন,
তবুও বিরাট ভারতের পথে গ্রামে ও শহরে গোনো
—হাজারে হাজারে আধমরাদেরও মাথা ঝেড়ে ডাক শোনো-

অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য ॥

I am Cinna the poet, Cinna the poet

আলগা মাটির হালকা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে ।
মরাল দিঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতির পাল,
অর্থগৃধ্নু অস্ত্রগধিনী ছিঁড়ে খায় অম্বুজে ।

বানপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজির পিছে,
কোটাল পিটায় কপাল নিজের, কোথা কোটালের বান !
মূষিকবিবর খোঁজে সদাগর, চোর ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কানা করে সব পুরসুন্দরী গ্রামে যান ।

দুর্দিন আসে লেলিহরসনা । পাগলা হাতির পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতালের অঙ্কুশে ।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আলগা মাটির কাল—
নবজীবনের বীজবপনের প্রাণ হারানোর ক্রুশে ।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল ।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল ॥

২২শে জুন, ১৯৪২

They, like Antaeus, are strong because they maintain connection with their mother, the masses, who gave birth to them, suckled them and reared them.—Stalin.

শতাব্দীরা ঊর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাত নীল
আকাশে মুখর হল, প্রাতঃসূর্যে রক্তাক্ত লড়াই
প্রাণে আজ আভা ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় জনতার মিল
মিলায় বাহির-ঘর, ছিঁড়ে যায় বর্ধিষ্ণু বড়াই ।
মানুষে মানুষে আজ হাত বাঁধে, হয়ে যায় ছাই
শ্রেষ্ঠীর খাতাপঞ্জিখানা, সামন্তেরা দ্বারে তোলে খিল,
পরস্বক্রিমিরা আজ বুদ্ধিভ্রংশে করে কিলবিল ।

নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহুদীর্ঘ উৎরাই-চড়াই
কৈলাসে হয়েছি পার । চোখে জাগে নবীন সভ্যতা,
অজেয় প্রাণের অগ্নি রক্তাক্ত সে জনতার হাতে
মৃত্তিকাসন্তান যারা, মৃত্যুহীন, যুগান্তসাক্ষাতে
নির্ভীক, কর্মিষ্ঠ যারা । তাই আজ উচ্ছ্বসিত কথা
আমাদেরও, মৃত্যুহীন সমাজের করি জয়গান
উজবেক, তাজিক, তুর্কি, কাজাক—ও দূর হিন্দুস্থান ॥

ইস্কুল

তখন ছিল ছুটির পরে লোভ,
এখন ভাবি খুলবে কি ইস্কুল !
হায় জাপানি ! তোমার হবে ক্ষোভ
লেখাপড়ার শখ জাগানোর ভুল !

শত্রুদেশে

শত্রুদেশে ক্ষান্ত ফাঁকির নেশাও
দেখছ তো আজ তোমার লড়াই-লোভে,
ভাঙছে দেখ দুষ্টু ছেলের পেশাও ;
সূর্য তোমার বাংলাদেশে ডোবে ।

আর রোচে না লুকিয়ে আম পাড়া,
ঢুকেছে আজ পালিয়ে যাবার নেশা,
ক্ষেতখামারে শুনি মরণ-হ্রেষা,
ছেলেমেয়েও তুলছে দেশে সাড়া ।

শহুরে ছেলেমেয়েরা বসে ভাবি
দেব তোমার বোমার মুখে তুড়ি,
সঙ্গী বহু, জানায় বহু দাবি,
ওড়ে উড়ুক তোমার চোরা ঘুড়ি ।

এ ছুটি নয়, পড়ার মাঝে বুড়ি
ছোঁয়ার মতো ছুটি আসুক ছুটে ।
পার্কে ট্রেঞ্চ, ভয়ের খুনসুড়ি
বুড়োর মুখে : জাপান নেবে লুটে ॥

রুমিকে

কন্যা ! তোমাকে জানাই প্রবীণ প্রাণের আশা,
নিশ্চিত জেনো মুক্তি, হবেই শ্রেয় জীবন,

মরণান্তিক জয়-ভাষায়
তোমরা গড়বে সমান সুযোগে প্রেয় জীবন ।

কন্যা ! তোমাকে ঈর্ষ্যা জানাই শুভার্থীর ।
নবীন জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়ে ধ্রুব
ছড়াবে তোমরা কত শুভ !
থাকব না, তবু ভেবো ব্যর্থতা এ-প্রার্থীর ॥

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকার ছায়ায়

Comrade, I want to die in my bed

হে কমরেড, মৃত্যু দাও স্বাভাবিক শয্যায় সহজে
সাচ্ছল্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন কোমল
শিরস্ত্রাণ শিরোধানে । যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক ছুরিকার ছল
যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে,
প্রাণের মর্যাদা পদে পদে লণ্ডভণ্ড, মৃত্যু আনে
বাঘের ক্ষুধার্ত বেগে, হাঙরের আক্রমণে, হানে
কেউটের কৌটিল্যে ; সেখানে যে মনুষ্যত্ব বিষে
নীলকণ্ঠ নিমেষে নিমেষে । নয় সেই অপঘাতে ;
কারখানায়, গার্ডারিচূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, ফানেলে,
হাপর-ফার্নেসে মৃত্যু জীবনের প্রসারিত হাতে
সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে
স্রষ্টা মৃত্যু শূন্য নয় । তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
সত্তরে সহজ মৃত্যু নির্মাণে সবল সুস্থ কাজে ॥

এ ভরা বাদরে স্বদেশী প্রেম

গুজব রটে, নাজি-র দল আসে ।
বম্বে ছাড়ো,ব্যাংকে রাখো চোখ ।
কলকাতায়ও জাপানি লোভ ভাসে !
হায় বিধাতা, এ কী তোমার রোখ !

পুবের ঘোড়া, পশ্চিমের হাতি
মত্তহাতি দুদিকে করে তাড়া।
কার মাথায় পাঁচবাহিনীর ছাতি
ধরব ভেবে গুজবে ঠাসি পাড়া।

নেহাৎ ফাঁকি সন্দেহটাও জানি।
রুশরা শুনি আবার নাকি হারে।
বর্মা থেকে ফেরার কানাকানি
করছে, যাব ওয়ার্ধা একেবারে।

মধ্যদেশে বাঁধব চলো বাসা,
ব্যাংকে জমা করি দেশান্তরী।
ভূভারতের নাভিপদ্মে আশা—
হরির জন বাঁচাবেন শ্রীহরি।

জনযুদ্ধের বন্ধু হেসে বলে,
তার চেয়ে তো অপরাজেয় কাজ
পামির থেকে ছাতাখোলার ছলে
তাজিক-দেশে লাফটা দেওয়া আজ।

নিরাপত্তা খুঁজে বেড়াই, প্রিয়ে,
স্বাধীনতা যে চাই না, তাও নয়,
কিন্তু সেটা হোক কিছু না দিয়ে,
বড় সাহেব পাক না আরো ভয়!

যাক গে, প্রিয়া খিচুড়ি আজ জোগান্।
কেঁচোর ঘরে ইঁদুর খুঁড়ি স্লোগান॥

সংসার

আজকে যেখানে জীবন-মরণে বাঁধে সেতু
দিকদিগন্তে প্রাণহন্তারা চক্রচর,
শিবিরকিনারে নীড় বাঁধে সেথা মীনকেতু!
মরণের তীরে জীবনোল্লাস অগ্রসর!

জনসংঘাতে খেচর আঘাতে যবনিকায়
ক্ষান্তিই মানে প্রেমের প্রবন্ধ প্রাকৃত গান,
তবু জানি তুমি চিরায়ুষ্মতী ! প্রাণশিখায়
হিংস্র লোভের শ্মশানে জ্বালাও আমার প্রাণ ।

প্রেয়সী, যখন তূর্য ভাঙবে তোমার ঘর,
জানি সে বিদায়ে ঘর ও বাহির দ্বন্দ্বহীন,
প্রাণের নীলিম দীপ্তি নয়নে, মন্দ্র স্বর ;
তোমার মধুরে নীড় উভয়ত ছন্দলীন ।

বন্ধন নয়, বিশ্বব্যাপ্তি তোমার টানে,
ভাবী সমাজের অজেয় ইশারা তোমার গানে ॥

জঙ্গি

দূরে যদি যাবে যাও, মুহূর্তের মুহ্যমান গানে
আকস্মিকে থেমো নাকো, নৈর্ব্যক্তিক আমার প্রয়াস
আশা করি হবে নাকো অস্থির যাত্রার অবকাশ
তোমার ক্ষণেক-ও ! তাই বলি হেসে, তোমার প্রয়াণে
যৌবনবেদনাভরে উচ্ছল তোমার দিনগুলি
রেখে যাবে জীবনের আনন্দের উচ্ছিষ্ট আবেশ
আমার প্রাণের পাত্রে । হৃদয়ের অনশ্বর রেশ
ছড়াল যে স্বচ্ছ সুখ, অক্ষয় সে উদ্ধত অঙ্গুলি ।

আকাশে শ্মশানে হাঁকে, অ্যাক্‌অ্যাক্ কামানের গানে
স্বপ্ন বুঝি হতভম্ব আমার বারেক । তবু জেনো
মৃত্যুহীন জীবনের স্বার্থহীন স্বচ্ছ সুখ প্রাণে
ভবিষ্যের অঙ্গীকার ছড়ায় । তোমার দিনগুলি
জঙ্গি হাতে সমাজের প্রাণায়ামে বারংবার এনো,
মুমূর্ষু পীতের পাশে হেনো শ্যাম উদ্ধত অঙ্গুলি ॥

এক টিকেটহীন সহযাত্রী

হৃদয়ের অনাবৃষ্টি, বুদ্ধির অকালে
অসমঞ্জ বৃদ্ধি, রুগণ অস্থির যৌবন।
শৈশবের কোন্ কীট কূটগ্রন্থিজালে
ঘোরে, উচ্চ অভিলাষে ক্ষিপ্ত দেহমন।
মামুলি সংসার তাই হল নাকো পাতা।
দাম্পত্য দোহার বুঝি দেশে মেলা ভার।
সংস্কৃতির উচ্চমঞ্চে তাই ধরো ছাতা
আজ একে, কাল ওকে। তোমার আশার
বহুধাভঙ্গুর মনে স্পষ্ট দেখি ঘুণ।
তোমার বিহার যবে আজ দেখি চলে
সম্মানিত সাম্যবাদে, চলতি উকুন
দেখি বেছে যাও তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস ছলে,
জানি এ কুহক কার। হে বিকল-মতি,
চৈতন্যের মৃত্যু আত্মবঞ্চনার গতি ॥

এক রাজনৈতিক গোষ্ঠীপতি-কে

তোমার যে পরিচয়, সে নয় তোমার।
সে বিরাট জনতার আন্দোলনে ভাসে।
ব্যক্তি নয়, বক্তা তুমি, গুরু কর্মভার।
তোমাকে চারিত্র্য দেয় বিপ্লবী প্রয়াসে।
তোমার গৌরব জেনো আজ অনেকের,
দায়িত্ব অশ্বত্থ যেন আকাশ-প্রসারী,
দিনে রাতে অন্যে নিজে ওঠে তার ঘের।

ভবিষ্যতে জলসত্র হবে সারি সারি।
আপাতত স্বাভাবিক কর্মিষ্ঠ আবেগে
গোঁড়ামি প্রশ্রয় দেয়, হয়তো অজ্ঞান।
গোষ্ঠীর গর্বের ধারে পাছে মরি লেগে
উন্নাসিক তোমাদের সঙ্গ রাখি দূরে।
নূতন ব্রহ্মণ্যতেজ বিপ্লবমুকুরে
আত্মসাৎ করে বলো কবে দেবে টান ॥

শেষ রোমান্টিক

কে জানে এল হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরম প্রাণে বুঝি,
দেশ-বিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্ব-জনতায় ।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথ চলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়,
শ্রাবণমেঘে স্বপ্ন হানো গলায়,
হৃদয় ভরো পথিক মমতায় ।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা ।

নানান কাজে তোমার কাটে দিন,
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা ।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায় ।

হয়তো এই আহুতি শেষ হলে,
নব-সমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায় ।
সেখানে নেই বোমাতাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল ॥

চা

জনরক্ষার জনতায় নামো, জীবন-মরণ
প্রশ্ন যেখানে, সেখানে না হয় সময়হরণ
করবে বলেই নেমে এসো দেখি, তোমরা সবাই
হাত মেলাও তো বাজারের ভিড়ে, সমালোচনায়
যোগ দেব তবে, চাল পাবে দেখো জনায় জনায়—
—পার্টির স্লোগানে জোগান দেব তো, কিউ করো ভাই

—কথাটা কি খুব নতুন ঠেকছে, তোমার হৃদয়
অনেক দিনের ছবিঘর জান ? জয়পরাজয়
প্রথমেই ওঠে টিকিটের ঘরে, তারপরে না
স্বয়ম্বরার সম্মুখে আসা কপালজোরে !
কত প্রজাপতি কতকাল বলো হাওয়ায় ঘোরে,—
—শুকনো হাওয়ায় কিউ ভরে যায়, পেট ভরে না ?

হাসি নয় লিলি । পাহাড়তলির বাহারে নীড়ে
যে মূকবধির শান্তিতে আছ, কালের চিড়ে
সারা দেশ ছেয়ে ভাঙন ঘনায়, হে স্বদেশিনী
তার গুরুগুরু হৃদয়ে কী শোন—
হাসব না কি ?
আজকে প্রথম ডাক শুনিয়েছে হৃদয়টা কি ?
চা দিই ? চোরাই বাজারে পেয়েছি দু মণ চিনি ॥

কর্মী

বাধাবিপত্তি অনেক, তবুও মুহ্যমান
বারেকও নয় সে, প্রবল ঢেউয়ের লবণাঘাত
অবিরাম চলে, অসীম ধৈর্যে বেঁধেছে গান
জোয়ারে ভাঁটায় রৌদ্রে রাত্রে হানে দুহাত

পাহাড়ে পাথরে বালির চড়ায়, সাগরজল
অতি প্রত্যয়ে হঠাৎ হতাশে নয় বিকল,
আশ্বিন-মেঘে ভাসে ভাদ্রের বৃষ্টি জল
চেতনার নীলে গত-আগামীর গভীর গান ॥

খারকভ

শয়ান রয়েছি স্থির
শুভ্র স্তব্ধ কাফুনের মাঝে ।
আমার নিঃশ্বাস ধীর
শুধু কি আমারই কানে বাজে ?

প্রাণের মিলিত ছন্দে
আজ বুঝি উপাড়ে না ঘাস,
ছেঁড়ে না কো ক্ষেতের আগাছা।
ট্রেঞ্চ-কাটা বনানীর গন্ধে

আকাশের অসীম হাওয়ায়
কাঁপে নাকো মাংসল নিঃশ্বাস ?
কখনো কি শেষ হয় বাঁচা
স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায় ?

সাঁকো আর ভাঙে নাকো বাহু
গড়ে নাকো ত্বরিতে পন্টুন ?
তবু অবিনশ্বর আয়ু,
সূর্যের রক্তাক্ত আকাশে

ডুবে যায় বিবর্ণ শকুন
প্রাণের সমুদ্র থেকে ভাসে
প্রথম রাতের লাল তারা ।
ফসলের সোনালি প্রহরে ।

অবকাশ কণ্ঠরোধ করে
প্রেমের আবেশে দিশাহারা
জীবনের চরম বিশ্বাসে
সম্পূর্ণ আমারই নিঃশ্বাসে ॥

আত্মজিজ্ঞাসা

নব জগতের নির্মাণে
কর্মীরা মেলে মৈত্রীতে।
শত্রুর মুখে তীর হানে।
একাগ্র বেগে, সংবিতে
একটি লক্ষ্য স্থির জানে।

অনেক শত্রু চেনা অচেনা,
শোধ দেবে তারা প্রাণের দেনা।
কালবৈশাখী হানবে, হয়
ফাল্গুনী নয় চৈত্রীতে
শত্রুর মুখে হানছে ভয়।

ভাবি আজ বীর এই যে ভিড়
কারো মনে হেথা নেই কি চিড় ?
লক্ষ্যভেদের সন্ধানে
জিজ্ঞাসা কারো মন টানে
ক্ষণিক দ্বিধার বন্ধনে ?

মানুষ এখানে যায় চেনা ?
মিত্রের নাম যায় কেনা ?
কখনও কি কোনো সংশয়ে
তাকায় বারেক ভয়ে ভয়ে
মনের গভীরে যেইখানে

ঘরোয়া শত্রু ভিড় করে,
নিজের স্বভাবে চিড় পড়ে
শত্রুশিকারি জয়-গানে ?
পথ কি গম্যসন্ধানে
গম্যের ঘাড়ে ভিত গড়ে ?

এখানে দ্বিধার ঠাঁই তো নয়,
শত্রু কখনো ভাই তো নয়,
কর্মক্ষেত্রে বীর জানে
নিজ প্রত্যয়ে অকুতোভয়
নব জগতের নির্মাণে ॥

এক বিবাহে

(মণীন্দ্র রায়-কে)

যখন পৃথিবী প্রাণের দুর্বিপাকে
দুইহাতে আজ আমাদের সব ডাকে
তখনই জেনেছি রচনার প্রয়োজন ।
তাই তোমাদের ঘর আমাদেরও ডাকে ।

জানি এই গান আজকে পাবে না যতি ।
দ্বৈত রচনা, একাকার তার গতি
সারা জীবনের প্রাত্যহিকের শেষে,
রেশ রেখে যাবে আগামীকালের প্রতি ।

তন্ময় তাই আমরাও শুনি গান ।
তদ্গত হোক তোমাদের দেহ প্রাণ,
দুহাতে ছড়াক প্রাণের দুর্বিপাকে
প্রেমের বিজয়ী মৈত্রীর আহ্বান ।
ঘরে-বাইরের মিলে খুঁজে পাবে যতি,
আশ্রিত যেথা অনেক পথিক গতি ॥

৭ই নভেম্বর

আকস্মিক ঘটনায়, দৈবচক্রে, অর্থের উৎপাতে
পুরুষার্থ নির্ণীত যে সমাজের উঁচু-নিচু স্তরে,
সেখানে জুয়াড়ি স্বার্থ সঞ্চয়ী গৃধ্নুর ভিড়ে মাতে,
মানুষ সেখানে শুধু ছিনিমিনি কড়িকেনা দরে ।
যুগে যুগে ইতিহাস এই বাহ্য ভ্রান্তির নিষ্ঠুর
অপচয়ে অন্ধকার, মনুষ্যত্ব-তুচ্ছ সে বৈভবে ।
সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিসাৎ প্রাণের বিপ্লবে ।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন !
এবারে আরম্ভ হল মনুষ্যত্বে প্রাণের মনের
ক্ষুরধার দ্বন্দ্ব আর সমাধা-সাধনা, ভেদহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগরসঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ !
তোমাদের ভগীরথ—বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন ॥

কোডা

(ডোডো-কে)

পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রাণের মায়া !
সান্ধ্যসভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশবিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূর স্তালিনগ্রাদে
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়, মাটির ছবি
মরণের টানে গৃধ্নু রেখায়, বিসংবাদে
উজ্জীবনের সমাধান হানে, অস্তরবি
রক্তের মেঘ ছড়ায় ঊষায়, প্রবল আশা
ভগ্নদূতের মুখে জাগে, তাই প্রাণের কবি
অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা :

ছিন্নভিন্ন ঐকতান, উৎসবের ভিড়
অন্ধকার আলোড়নে দিশাহারা নক্ষত্রের বেগে,
প্রাণের জোয়ারে লেগে
বাংলার সমুদ্রের উন্মুখর ঢেউয়ের মতন
শাদা-শাদা ফেনায় নিবিড় উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতন,
ছত্রভঙ্গ পলাতক নীড়মুখী পাখির মতন,
পূর্ণিমার নীল স্রোতে
দিশাহারা কলকাতার উচ্চকিত অচল শরীরে।
ঐকতান থেমে যায়, ছিঁড়ে যায় গানের চাঁদোয়া,
প্রেক্ষাকাশে নেমে যায় সুর,

বিস্ময় ছড়ায় জাল, অস্পষ্ট ভয়ের ধোঁয়া
পাশ ঘেঁষে বসে,
অদৃশ্য আকাশে কোথায় বিড়ম্বিত জ্যোৎস্নায় দূর
জাপানের লুব্ধ দূত ভাসে
অ্যাক্অ্যাক কামানের অমর সম্ভাষে ।

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে
পূর্ণিমার নীল নম্র শীতে
মরণের আসন্ন ভঙ্গিতে
থেমে যায় সুসজ্জিত পশ্চিমা সংগীত ।
নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রন্ধ্রহীন প্রাণের আবেগে
কলকাতার শূন্য পথে, ঊর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মরে থরোথরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে
বিদ্যুৎ আবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ,
(আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা),
অদৃশ্য আঁধারে কাঁপে
অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে,
বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন ।

কলকাতা গায় আসামের দূর নীল আঁধারে,
চোখে জাগে যেবা উৎসব, সেই সভায় পাশা
খেলে নাকো কেউ, মাথা কোটে নাকো লোভের দ্বারে,
মানুষের মনে কার্যকারণ স্বাধীন সেথা ,
জীবিকার শূলে চড়ে না জীবন অত্যাচারে ।
সে জনারণ্যে পলাতক আমি বিদুর যেথা
খুদের কণায় ক্ষুধাকে মেটায় পরমজ্ঞানে ।
হয়তো সেখানে ঘটেছে ভ্রান্তি, ভেঙেছে কেতা
জানি যুযুৎসু প্রাবল্যে, হঠকারীর ধ্যানে ;

উজ্জীবনের রীতি কি এখানে ভিন্ন ?
ছড়াও এ ভিড়ে আত্মদানের ইশারা ।
অভিমানী রাগ করে থাকে ভীরু শিশুরা,
স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ ?
ভেদাভেদ হোক আমাদের হাতে অস্ত্র,
প্রাণসত্রের ক্ষেত্রে সবাই মিত্র,

মানসে আসুক বিরাট বিশ্বচিত্র,
না হলে মানুষ পাবে কি অন্নবস্ত্র ?

তবু এ জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে
নেতি-প্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?
লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্ণ
প্রসাদ, গোষ্ঠীদম্ভ যেখানে দীর্ণ।

রাত্রির এই নীলের বিরাটে বিমানগানে
তারায় তারায় ছড়ায় প্রাণের যে-সংহতি
সেই একতার অর্কেস্ট্রার সমসমাজের
সংগীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি,
পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রবল বাজের
পাঞ্চজন্যে পড়ে না যে তাই বারেকও যতি।
দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বুরেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে, ছড়ায় বাধা
পাইনবনের বাতাসের মতো, হিংস্র বনে
কাঠুরিয়া চলে, বসতি বসায়, পাহাড়ে সাধা
নগরগ্রামের পত্তন গড়ে, তাই জীবনে
জীবিকার গ্লানি ছিঁড়ে ফেলে গায় নূতনা রাধা

তবু তারা বেঁচেছিল কড়ি-কেনা দাসদাসী নামহীন চাষি ও মজুর

বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির নববিশ্ব
ভুঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে।
যজ্ঞের জ্যামিতিছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতহাস্যে বারে-বারে
বুঝিবা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ, বারুণীও রোগে ক্ষান্ত, মহামারী হাসে
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
কুসীদজীবীর শর্তে
অত্যাচারে দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন !

তার পরে বিশ্বসাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, ঝুটা,
মায়া মরীচিকা,
জ্বালাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থমাত্র ।
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,
দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে-দেশে তীর্থে-তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা ।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বূল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর ।
দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য-ভাণ্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে ।

তবু বাঁচে দুস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী—আর নেই আজ নেই নামহীন
চাষী ও মজুর ।
কবে থেকে বেঁচে আছে নামহীন দাসদাসী
কত শতবার
মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্শার ফলার মতো
আশ্চর্য জীবন !

রাত্রি গভীর এখানে, তবুও অনুরণনে
তারায়-তারায় ভরেছে আকাশ মস্কভার
মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা
অগণন মনে ছবি এঁকে দেয়, জনসভার
আবেগে আমার সত্তার পটে কালের লেখা
বিছায় । আগামী ঘটনায় তুলি জীর্ণ কভার,
প্রাণের কেতাবে প্রেমের আলোয় পালায় ছায়া—

শাণিত বর্শা পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা
জনারণ্যের জীবনে দীপ্ত প্রাণের মায়া ।

মরণ মানে শরণ যার, হে দূর পূর্ণিমা !
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রূপালি খরতারে—
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহন হিংসা সেথা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি ।
নীলিমা ! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে বৃত ।
একের নীলা অন্যে দাও, তোমার আমার সীমা
প্রতীক হ'ল মরণজয়ী সমাজে, পূর্ণিমা !

এক পৌষের শীত

দু-চোখ ছায় বাংলাদেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর ।

তবুও কোন্ মরিয়া পথভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে ?
কোথা সমাজ ? প্রাণ শিকেয় তুলে
ছুটছে লোক আপন ধন্ধায়

নানান্ রীতি, নানা রকম রথে
ঘরের কাজে আপিস ঘরে কেউ ।
রূপার টানে সকাল সন্ধ্যায়
মজুতদারে চোরা বাজারে ঢেউ ।

লঙরখানার শান-বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাঁকশালের চিড়ে,
কোথায় লিগা মহাসভার নেতা !

লঙরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের খাবার মুখে চেয়ে

থাকে যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতায়
মাটির মানুষ উগারে হলাহল
কোন্ অমৃতের কী সম্ভাব্যতায় ?

সোনার দেশ, গরম হাওয়ায় মাটি
আকাশে তোলে মানুষ দুই বাহু,
নদীর মায়া ঘন সবুজ পাটি
বিছাই ঘরে, অনেক কাল-রাহু

অনেক কেতু আদিম কাল থেকে
দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে,
বেদবেদান্তে অনেক ছলায় ঢেকে
ডাইনে মারী, দুর্ভিক্ষ বামে

অনেক কাল বৃথায় ছিল চেপে !
অজেয় প্রাণ সজল বাংলায়
চোর ডাকাতে যতই ছোটে খেপে,
সোনার মাটি মানুষকে সামলায় ।

আমার মাটি সোনালি সমতলে,
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি ॥

২২শে জুন ১৯৪৪

তোমাদেরই ঐকতানে বিলম্বিত মেলে বহু তাল
বিশটি বছর বিশ্ব দেখে গেল বিস্মিত নির্মাণ
সাম্রাজ্যচণ্ডীর মুখে, চতুর্দিকে বাণিজ্য-দালাল
তারই মাঝে সভ্যতার শ্রেণীহীন মনুষ্যত্ব দান।
বহুভাষী বহুধর্মী ছিন্নভিন্ন বর্বর যে রুশ
বিশটি বছরে হল শুভবুদ্ধি বিজ্ঞানে প্রবীণ!
তারপরে রক্তস্নাত প্রাণোৎসর্গে যে-হাজার দিন
তোমরা দিয়েছ, বিশ্বে ছেয়েছে সে অমর পৌরুষ।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে, মিত্র জাগে শত্রুর শিবিরে
মিলটনের ভ্রষ্টস্বর্গ শৃগালশিকারি ছোট দ্বীপও
সোভিএট গান ধরে, সৈন্যদল সাজে অবশেষে,
জেগেছে ফরাসি হাস্য আলজিরের ঊষার তিমিরে,
তিতোর পতাকা বয় সাম্রাজ্যপুতলি বহু নৃপ,
মানবমর্যাদা শোনো ঐকতানে এ উপনিবেশে ॥

চতুর্দ্দশপদী

বুঝি নাকো সব এত যে মৃত্যু, বৃথা এত অপচয়,
জাপানিরা দায়ী শুনি, মহাজন মজুতদারেরই জয়,
রামরাজত্ব বহু দূরে, দলাদলি গলাগলি বেশ।
এইটুকু বুঝি বাংলা আমার ভারত আমার দেশ।

খাস ইংরেজি কাগজের টাকা জাপানি ফানুসে লাল
বিস্তর লোক, বেচে দেয় বটে কাস্তে হাতুড়ি হাল
জাল দড়ি মাকু, বিস্তর লোক ভিখারি সেজেছে বেশ;
তবুও তোমার অবারিত মাঠ সভ্য আমার দেশ।
উপরের দেনা তলায় মেটায়, একদিন সব লাল
হো যায়গা জানি তাইতো আমরা মরেও ছাড়ি না হাল

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী কেশ
লক্ষ দুস্থ মুমূর্ষু হাড়ে নরকের ভিড় ভেঙে,
আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা,
অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরণ্ময় স্বদেশ ॥

সাত ভাই চম্পা

চম্পা ! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুলরাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার !
বিরাট বাংলাদেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে ।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলাদেশ
কত না শাঙন রজনী পোয়াল বলো ।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও ।

তোমাকে খুঁজেছে জান কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিলমুনির দ্বীপে ;
কলিঙ্গে আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে ।

শ্যাম-কম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীলকমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনাকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড় ।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন্ হিরণ মায়ায় রেখেছ ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই ;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ্ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।
মুক্তি। মুক্তি। চিনি সে তীব্র সুখ,.
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ ॥

১৯৪৩ অকাল বর্ষা

শহরে অকাল বর্ষা, আকাশের নীল কণ্ঠরোধ
সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসী ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনিনহীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ
ভিখারি দেশের লোক আমাদেরই সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থাভরে, যারা ম'রে জীবিকা জোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারির সার
বাংলার পথে পথে—বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়
আবিশ্ব অনন্ত সাপ, প্রাণের সর্পিল গতিভরে
মৈনাকে বিপ্লব আনে, যুগান্তের বিষলালা ক্ষরে।
কাব্যে খ্যাত বাংলার বর্ষার আকাশ যে-আভায়
ভবিষ্যতে স্পন্দমান, সেই রৌদ্রে নীল কণ্ঠরোধ
প্রচণ্ড কালের হাস্যে, ইতিহাসে উত্তোলিত ক্রোধ
বাংলায় গ্রিসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে, আংকোরে, জাভায় ॥

পল এলুয়ারের অনুসরণে

প্রেয়সী তোমার দুর্জয় অভিমান ।
তোমাকেই জানি তোমাকেই জানতাম,
বারেক ভুলেছি, বুঝি চাও তার দাম ।
স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা চায় প্রাণ ।

স্বাধীনতা ছাড়া কেই বা বাঁচতে চায় !
স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা ধরি পায়ে
হে প্রেয়সী কবে করবে আত্মদান ?
জীবনে মরণে লিখেছি তোমার নাম
স্বাধীনতা প্রিয়া স্বাধীনতা লিখলাম
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায় ।
স্বাধীনতাহীন কেই বা বাঁচতে চায়

মজা নদী মরা খাল ও তেপান্তরে
তালদিঘি আর পোড়ো নারকেল বনে
আমবাগানের পাতা-পচা প্রতি গাঁয়ে !
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধিতে একতায়
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা গাঁয়ে
স্বচ্ছ নদীর স্রোতে একাগ্রমনে
কোঠাবাড়ি আর নিকানো মাটির ঘরে
সব ছেয়ে গেল তোমার মধুর নাম
নিশিদিন ধরে তোমার নামটি বলি
দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলি ।

আমার প্রেমের তোমার নামের গান
স্বাধীনতা ! শুধু একটি ঐকতান
হৃদয়ে দেয়ালে কাগজে রাত্রিদিন
প্রেয়সী তোমায় চাই, স্বাধীনতাহীন
আলপনা শুধু তুমিই সারাটা দেশে,
জীবন মরণ তোমাকেই ভালোবেসে ॥



সূর্যাস্ত

বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশীবহুলতা,
বর্তুল ছন্দের টানে থরোথরো হরধনু বেগ
তরল সমুদ্রপানে ভেসে যায় পার্বত্য স্থূলতা,
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা যেই নীলে মেলায় আবেগ।

বেগে বেগে চর জাগে, খরমুজের দূর হাতছানি
শরতে ঘুমন্ত আজ, আজ শুধু শূন্য আকুলতা
স্মারক দেয় যে, নিঃস্ব জলে স্থলে উন্মুখর বাণী
মিলিত বিশ্বের বেগে—শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা !

নদীর রক্তিম বেগ সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পাহাড়ের ঢেউ-এ লেগে চূর্ণ চূর্ণ ছড়ায় আকাশে
নোনা ক্ষিপ্র জলে স্থির দূর বনরেখায়, বিলাসে
ছন্নছাড়া চলে যায় ত্রস্তস্নায়ু আঁধারে কুলটা
রাত্রির আসরে অন্ধ, ভুলে যায় নিঃসঙ্গ আবেগে
বেগসত্তা কৈলাসের প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ে জেগে ॥



সন্দ্বীপের চর

সূচীপত্র

সন্দ্বীপের চর

(লালমোহন সেনের উদ্দেশে)

প্রকৃতির মায়া
আহা বনরাজিনীলা !
হে তমালতালীবন !
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল !
বালিয়াড়ি হীরা জ্বলে ছোট ছোট টিলা,
শান্ত মৃদু খাড়ি—যেন তনুকায়া
অষ্টাদশী ! প্রকৃতির মায়া—
জীবনমরণে গাঁথা জীবনের আয়ুষ্মান রূপে
কাটে না এবার ছুটি
সচ্ছল ভূস্বর্গ সুখে—কবে চুপে চুপে
হয়ে গেছে জীবনের হার—
আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি, ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, খেপি আর লুটি ।

এ মরণে প্রাণ নেই, এ তো নেশা উন্মাদের,
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁধি !
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, এই মরণস্বাদের মদিরায়
আমরাই কবি, নই তালীবন
সারি সারি তালসুপারির
সমুদ্রবীজনস্নিগ্ধ ঢেউয়ের জীবন নই,—ছায়া-ঢাকা খাড়ি
নই, হীরাজ্বালা বালিয়াড়ি নই, হে প্রকৃতি,
আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে
তবু স্থির জানি, তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি

এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
নিকটে সুদূরে কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে
অনেক হাসনাবাদে প্রাণের আবাদে, নয় বুনিয়াদি হত অপঘাত,
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, নই বনরাজিনীল তালীবন তটরেখা নই–
আমাদেরই কর্মে লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি ।···

উষার নীলিমা নামে থেকে থেকে পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় হে প্রকৃতি দিক্‌চক্রবাল
তোমার প্রভাতস্বপ্নে পূর্বাপরহীন
বকের মুক্তির স্বপ্নে আকাশের পাখা
মেঘে মেঘে মুখরিত, নীল লাল পিঙ্গল প্রবাল
ছেয়ে যায় প্রতিবেশী অশ্বত্থের শাখা
ঘরোয়ানা কত সুরে

পূর্বাপরহীন আকাশে সমাজ নেই, স্মৃতিহীন উদাসীন প্রাকৃত আকাশ
হে প্রকৃতি আমাদের ঘটাকাশে তোমার আভাস ব্যাপ্ত ইতিহাসে
তুলে দিক হিরণ্ময় ঢাকা, এ রক্তাক্ত বিদূষণ
ঐশ্বর্য-মাতাল শক্তি অন্ধ এই স্বর্ণনাগপাশ
ছিন্ন করো সত্যে সত্যে বিশ্বরূপে হে সারথি হে সূর্য পূষন্‌

শান্ত হোক রঙ্গমঞ্চ, ক্ষান্ত হোক কাজির বিচার
আলো জাগে থরে থরে নীল আর ফিরোজা উষায়
পিঙ্গল প্রবালে পড়ে পূর্বাপরহীন সেই সোনা
শেষ হোক গোনা
মোহরের খতিয়ান গদিয়ান লোভের বহরে কবন্ধ জাবেদা
সদসতে একাকার, প্রাণের শিকার
আর নয় এ উষায় ক্ষ্বেড়নাট্য রাজন্যভূষায়
ইন্দ্রপ্রস্থে সাজে না এ খেদা
এ প্রাকৃত কবিতার মানুষের সবিতার ভাগর্ব প্রহরে

আকাশের পেশী নেই, সে স্বদেশী পেশীতে চাপড়
দেয় না, লড়াই নেই, বড়াই-এর মঞ্চ নেই, দেয় নাকো রড়
জারজআশ্রয়ে কেউ সেলুকাসপাশে
চতুর আশ্বাসে ফেউ তোলে নাকো কেউ
জীবনের প্রকাণ্ড আকাশে
তমসার জ্যোতিগর্মী ঝড় আকাশে আকাশে

গ্রাম্য নাট্য থেমে যায় জীবনে কোথায় খেলা
গদিয়ান মোড়লে কোটালে যে খেলায় আমাদের করে বানচাল
আকাশে কুবের কই ? কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতি নেই
ডেকে আনা খালে

হিংস্র স্রোত বয় নাকো, দুঃশাসন সকালে বিকালে
আনে না শকুনপাল, পায় নাকো খেই
সে আলোয় শকুনিরা, মুদ্রারাক্ষসের অষ্টম রসের
রঙ্গমঞ্চ নেই এই পিঙ্গলে প্রবালে নীলে আর লালে
সূর্যের চোখের মতো বুদ্ধের চোখের মতো মৈত্রীতে করুণ
প্রজ্ঞাপারমিতা
নিভে যাক চিতা এই বিরাট সকালে
উল্টাডিঙি কাশীপুরে পাটনায় আলোর অঙ্কুশে
হে আদিজননী সিন্ধু অয়ি শুচিস্মিতা
তোমার চোখের আলো কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে
তেলাঙ্গানা বাংলায় কত গাঁয়ে দূর রুশে
বেল্‌গ্রেডে প্যারিসে প্রাগে রক্তরাগে প্রাণে জাগে।
হে মৈত্রেয়ী প্রজ্ঞাপারমিতা।

সে কথা আমিও জানি, এ যাত্রা অশেষ!
অসীম শূন্যের পথে ধাবমান নীহারিকা নক্ষত্রের ভিড়
বিরাট মিছিল ছোটে সংগীতের সংহতিনিবিড়
সেদিনের ভিড় যেন লালদিঘি যাদের উদ্দেশ
তাই চলে আন্দ্রমিদা সহস্র সূর্যের বাহু
প্রসারিত দ্বিধাশূন্য বেগে
হাজার ঘরের টান ঘরছাড়ার বিদ্রোহী আবেগে
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় সহস্রধারায় লেগে লেগে
গতির আপন লক্ষ্যে অশেষ যাত্রায় ওঠে জেগে
পদে পদে অন্তহীন যাত্রার উদ্দেশে!

কালের সমুদ্রে শেষ কাল নিরবধি।
তবু জাগে পাহাড়িয়া নদী
আপন সীমার তন্বী খরস্রোত তুলে দেয়
খুলে দেয় জীবনের গতি পাথরে পাথরে
দেওদারে দেওদারে শালবনে মুক্ত তেপান্তরে
হাজার বাঁকের পাকে গতির আবেগে
দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ওঠে জেগে জীবনে তিস্তার
প্রাণের বিস্তার

মুহূর্তের প্রচণ্ড উদ্দেশ
জীবনেই বেঁধেছে রাগিণী
তাই নটী, তাই বৈরাগিণী তাই তার সংসারের বেশ.
সে কি জানে সুদূরে কোথায় কোন্ সমতলে তার
কালের সমুদ্রে নীল নীল জলে পার্বতীর
নীলকণ্ঠ সংগীতের সে ভয়রোঁর শেষ ?

কাকে বল নিরুদ্দেশ ?
হৃদয়ে যে ইতিহাস অনির্বাণ রেশ বৈদেহী বিদিশা
প্রেমের মাধুরী জ্বালে ধাবমান তারায় তারায়
অমাবস্যা পূর্ণিমায় তৃতীয়ায় পঞ্চমীর চাঁদে
গুঞ্জরিত নিশা
ফিরোজা উষায় সন্ধ্যার গোলাপে চিলেকোঠা ছাদে
দিনান্তের মুখোমুখি অলস আলাপে
প্রত্যহের ঈষৎ তফাতে অন্তহীন বন্ধনের খাতে প্রেমের শয্যায়
মিলন-প্রবাহে জাগে প্রতিদিন বিস্ময়ের রেশ
সেও নয় নিরুদ্দেশ বাধাবন্ধহীন
সত্য তার আমাদেরই, আমাদেরই সম্মিলিত
জীবনের হৃদয়ের শরীরের আমরণ দুইতটে
শুচিস্মিত তার গান
শেষ শেষ তার কাল শেষ তার দেশ

তাই তো করুণা, তাই ভয়, তাই মৈত্রীর প্রসাদে
সন্ত্রান্ত বিস্ময় জাগে প্রাসাদে বস্তিতে
তাই তো মুক্তির স্বাদ জীবনের জয় চাই, মৃত্যুর মস্তিতে
নৈরাশ-আশায় নয়, শিশুর উদাস
নির্বিকার খেলেনার ক্রান্তিস্রোতে আপন বিকাশে
তাই চাই অবকাশ, প্রাণের উল্লাসে, প্রেমে, দীর্ঘ মিতালিতে
ক্ষণিকের সহচর অক্ষয় প্রতিমা ।
মনের মহিমা মানি একাধারে মানি এ নশ্বর সীমা
রহস্যবিশ্বের স্রোতে আমাদের ঘরে ঘরে
এ সমাজে আমাদের একফালি চরে তাই মনের মুক্তিতে
শেষহীন জীবনের স্রোতে লিখি প্রাণের অক্ষরে প্রেমের স্বাক্ষরে
জীবিকার ভিতে গড়ি মানুষের প্রত্যক্ষ মহিমা ।
ফেব্রুআরি খুঁজে পায় নভেম্বরে সীমা…

ঘৃণার সমুদ্র নীল নীল জল আকণ্ঠ ঘৃণায়
নিশ্চিহ্ন সবুজ, লাল, হরিতের নয়নাভিরাম
শুধু নীল নীল অবিরাম নীল ঘৃণা সমুদ্রের মেঘনার
সরীসৃপ নীল।

যদিবা শুভ্রতা ওঠে, সে তো নয় সূর্যালোক, চর
সোনালি হরিৎ শুভ্র গতশোক শুভ্রতা সে নয়
পিঙ্গল জটার বন্ধে বয় না সে ধূসর জাহ্নবী
শুভ্র বক্ষ বেয়ে বেয়ে প্রাণগঙ্গা সহস্রধারায় মৃত্তিকাধূসর
অক্ষয় প্রাণের বরাভয় মৃত্তিকা সে নয় সে নয় নিখিল
স্রোতের দুরন্ত ছন্দে তটে তটে দ্বন্দ্বে উন্মুখর
শুভ্র বা ধূসর লাল মাটি হরিৎ
এ হবি
তুষারের নীল শুধু গরলের পাণ্ডুর নীলিমা
ঘৃণাকে বিধান এ তো, দ্বীপ শুধু শত শ্বেতদ্বীপ
প্রচণ্ড ঘৃণার দ্বীপ উপদ্বীপ বদ্বীপেরা হিম ও কঠিন
আপন হিমেল সীমা ভুলে যায় দ্বীপে দ্বীপে মত্ত আলোড়নে
কঠিন ধাক্কায় ভেঙে যায় পাক খায় আবর্তের অমর্ত্য উল্লাসে
ডুবে যায় দ্বীপে দ্বীপে সন্দ্বীপের চর
উবে যায় শুধু ভাসে প্রাণহীন অগণন তুষারকরকা

দ্বীপ সব উপদ্বীপ আমরা সবাই দ্বীপ একফালি চর
যেখানেই বাঁধি ঘর আমাদের সীমা
আমরা ছড়াই বিশ্বে আমরা যে দ্বৈপায়ন
আমাদের মন বিরাট ভারত ছায় আমরা যে অসহায়
বিরাট বিশ্বের সুরে আমাদেরও নীড়
আমাদের কাজ পদে পদে আপনপরের বাহিরঘরের
নতুন নতুন মীড় আমাদের মুক্তি নেই সাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ

আমাদের মিল সে গ্রাম্য ঈডেনে নেই, শূন্যচরা পাখি
নই, আরণ্য শ্বাপদ নই, আমাদের খেই
আমাদের মিল শুভ্রবক্ষে নীলকণ্ঠে যেখানে নিখিল
দ্বীপে দ্বীপে একাকার আমেরু মৃত্তিকা আদিগন্ত নীলে
ঘূর্ণমান এ পৃথিবী ঘুরে ঘুরে খোলে
মৈনাকের শতপাক, সূর্যাবর্তে সূর্যালোকে শূন্যজোড়া কোলে

কোটি কোটি দ্বৈপায়ন নক্ষত্রের ঐকতানে অগণন পদক্ষেপে
যেখানে একটি শিশু প্রাণের আক্ষেপে
চেয়ে আছে ত্রিনয়নে সম্মিলিত কালের কল্লোলে ।

• • •

তোমার আমার মিল, সেই সত্যে জীবনের ঝোঁক
প্রেম সে তো দ্বৈতের বিস্তার
তিস্তার সেতুর মিলে পাহাড়ি দ্যুলোক
উপরে আসন্ন শিলা তুষারে পাইনে প্রখর সুন্দর
স্রোতের প্রলাপ নিচে, কঠিন পাথর আর ধারালো জলের খরতর
মায়ায় তো নেই কো নিস্তার ।
তোমার আমার মিল, সেই সত্যে আমাদের একান্ত বিস্তার
যে কথা যায় না বোঝা, যেটুকু যায় না পাওয়া
সেটুকুতে কবিতাই, তাতে চলে গান গাওয়া
তৃপ্তিহীন সে চাওয়ায়, আমাদের মিলের উপমা
সেতুবন্ধ পার হয়ে অসীমে মিলায় শেষে
হৃদয়ের অন্তহীন নীলে
পুষ্পকের পবনআবেগে তাই পরিক্রমা দেশে দেশে
কালে কালে বাংরবার শেষ হয় এক খাদে বিরাট নিখিলে ।
তুমি তাই সামান্যের এক নিরুপমা ।

হৃদয়ের হ্রদ কবে খুলে গেল গতির বন্যায়
যাত্রা হল শুরু তটে তটে পাড়ভাঙা চরজাগানিয়া
গঙ্গার, তিস্তার ?
—এ উৎক্ষেপ ব্যর্থ মানি প্রিয়া,
সে হৃদয় কার ? তোমার আমার ? সির্‌দরিয়ার ? আমুদরিয়ার ?
দুইস্রোত জীবনের বালুকাকাতর
মরুর সান্নিধ্যে কাঁপে ভয়ে থরথর
মনে ভাবে আরালের প্রশান্ত সাগরে
যৌবনসরসীনীরে নিরাপদ যৌথসরোবরে দোঁহার নিস্তার
স্বতন্ত্র সত্তার মোড়ে সম্মিলিত ঘরে আরেক রেখাবে ।

আমাদের ঘরে বাঁধি পরিক্রান্ত মিল
পুনরাবৃত্তিতে নয়, নতুন আখরে নব নব শ্লোকে
তবু দেখি দোহারের ঘনঘটা থেকে থেকে ছিঁড়ে যায়
দুরন্ত হাওয়ায়, ভেঙে যায় খিল

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে বালিয়াড়ি দূরের সিমুম
ডোবায় আপন-পর
বিশ্বব্যাপী আমাদের ঘর ছড়ায় ভূলোকে
ছত্রভঙ্গ কালের হাওয়ায় আমাদের মিল সম্বাদে ও প্রতিবাদে
আরেক যতিতে বাঁধি আকাশের বিস্মিত বিস্তারে
বারেবারে বাহিরেও ঘরে তোমার সুষমা
ছড়ায় উপমা ॥

বৈশাখী

বৈশাখীতে শুনেছ ঘোষণা ?
অঙ্গীকার প্রাণের পাতায় ।
পঞ্চাশের গতস্য শোচনা
দূরে যায়, প্রাণের ঘোষণা
জীবনের নূতন খাতায় ।
অমর্ত্য সে রচনা মাতায় ।

মুক্ত ঋষি কাণ্টের শহর
মুক্তি নামে স্লাভ দেশে দেশে
ঘরে ফেরে পোলিশ্ বহর
চীনবার্তা ব্রহ্মে এসে মেশে
ফ্রান্সে শুনি প্রাণের লহর
আবর্ত ভেঙেছে আজ হেসে ।

বৈশাখীর ঘোষণা প্রবল
হৃদয়ে জাগায় তাই আশা ?
বাংলায় মারীর কবল,
অনাহার, মানুষের দল
চীরবাস, মরণের ছল
আড়তে আড়তে খোঁজে ভাষা ।

একাল পাপের ভরা কলি
তবু কোথা দেবতার রোষ ?
দেবদেবী কবে চায় বলি ?

পুরাণে বাতিল খোরপোষ
আমরা মানুষ, করি দোষ,
আমাদেরই লোভ, দলাদলি

কল্কি আজ পৌরাণিক ঘোড়া
চড়ে না, ফ্যাসিস্ট সাজে আসে
দুর্ভিক্ষবাহন সোনামোড়া।
রাম আজ জনতায় ভাসে,
উত্তোলিত বাহু হাতজোড়া
পাঞ্চজন্য বৈশাখী সম্ভাষে।

স্বর্গ সে তো চেতনার সিঁড়ি
নরক সে গৃধ্নু প্ররোচনা,
ইষ্টদেবতারা চায় পিঁড়ি
মানুষেরই সমাজে, ঘোষণা
জানাই, মৃত্যুর জাল ছিঁড়ি,
ফেলে দিই গতস্য শোচনা ॥

আইসায়ার খেদ

And he looked for judgement, but behold oppression
For righteousness, but behold a cry.

বয়স হয়েছে ঢের, পেনসনই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর·তথা সিধা
নিইনি, সান্ত্বনা তাতে যেটুকু এ পঁচিশ বছর

বয়সে পেনসন নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করিনি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলিনিকো থিয়েটারি লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহি বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস আর উত্তেজনা—কন পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এম্‌ডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে একান্ত অসহ-
যোগের সে আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর!
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরঙ্গির ফুরাল সম্মোহ!

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো অমান্যউৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল, পেনসনের ঘর!
চাষিরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কারো বৃদ্ধি ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদাকালো গৌরব-প্রহরে!
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!

কী জানি; বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোট-জন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উবর্র।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর ॥

৮ই আগস্ট

আমাদের মাটি কালের প্রগতিস্রোতে
সেরা আউওল অনেক শ্রাবণজলে
অফুরান প্রাণ প্রবল গঙ্গামাটি
সরে যায় চর ভরাটির মুখ হতে
বাঁচে না কো গদি ছলে বলে কৌশলে
পদ্মার স্রোতে জাগে আমাদেরই মাটি ।

শেয়ালের বাপ বৃথাই তোলে দেয়াল
আগ্‌ডোম আর বাগ্‌ডোম তোলে মাথা
কুমোর কামার যত ছুতোরের পো
রক্তের হিমে কাল করে বানচাল
শেয়ালের ঘরে লাঙল, গদিতে গাঁতা
চালায়, পালায় কায়েমি জোরের গোঁ ।

কিছুটা কপাল, কালের প্রগতিস্রোতে
আমাদেরই পাড়ে আউওল ফলে সোনা
কিছুটা কিন্তু কড়া পড়া হাতে গড়ি
ভাঙি গড়ি, বৃথা কল্কি যে ঘোড়া জোতে-
অণুবোমা দিয়ে করি নাকো তুলোধোনা,
কল্কির পিঠে আমরাই তবু চড়ি ॥

কাসাণ্ড্রা

বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়
সকলে ভাবছি—প্রায় সারা দেশ, কয়েকজনাকে
বাদ দিই । মুখ খোলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যালোকে
ঝলসিয়ে চোখ বলো কী পাপের শাসন এ হায় :
সূর্য তোমার হানে আমাদের—কয়েকজনায়
বাদ দিই, তারা হিরণ্ময়েরই পাত্রে ঢোকে ।

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে মায়াননে
আমরা খুঁজিনি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলাকৌশলে কিনিনি নাম
তবু কেন মরি ঘরে বসে লোভী ট্রয়ের রণে
রাজরাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম
পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বিমা।

উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাইনি মাথা দেশশাসনে,
বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভার এ ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই
ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে,
সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যত ক্ষত।

বলো কাসান্ড্রা, সূর্যপূজাই করা স্বভাব,
বংশে বংশে শেষটা ধ্বংস সূর্যালোকেই ?
মন্ত্রতন্ত্র সবাই পড়েছি ঘরের কোনায়,
ভালো মানুষের সারাটা জাত—সে কয়েকজনায়
বাদ দিই, তাই মরবে না খেয়ে আর মড়কে ?
সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব !

শালবন

সে বন্য উৎসব শেষ, পড়ে আছে ভুক্তঅবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা,
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা,
গ্রামগ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আয়োজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ-দীর্ণ টুকরা, কিছু সিনেমাসেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় ঋজু শালবন
অমর উৎসাহে তোলে আকাশের নীলে ঐকতান
জীবনের উল্লাসের সঙ্ঘবদ্ধ সুস্থ সমারোহ—
প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে দেশে মৃত্তিকাসন্তান ॥

বন্ধ্যা সন্ধ্যা

নিশ্চিন্ত এ ফাল্গুন সন্ধ্যা
নেমে আসে দক্ষিণা হাওয়ায়,
রাঙা মেয়ে মায়ার খেলায়
ছুটে যায় রঙের মেলায়
আকাশে বাতাসে পাখি গায়,
ভুলে যাই এ মাটিই বন্ধ্যা ।
ইন্দ্রধনু সূর্যাস্তে অশেষ,
সমাহিত গোধূলির রেশ,
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা নিরুদ্দেশ
মনে নামে হর্ষ আর ক্লেশ
সেখানে মেলায় শিল্পী সন্ধ্যা ।
থরে থরে সূর্যাস্তের মেঘ
উৎসাহে কী প্রাণের আবেগ—
রুশ তুর্কি তাজিক উজবেগ,
রঙের কী শতধার বেগ
বসুন্ধরা সে বিচিত্রা, বন্ধ্যা
নয় সে প্রবল শতধারা,
সে জানে না শৃঙ্খল বা কারা,
সেখানে দুচোখে জ্বলে তারা
আকাশে মাটিতে একতারা
নিশ্চিন্ত ফাল্গুনের সন্ধ্যা ।

যেখানে কানার দলাদলি
ধনিকে বণিকে গলাগলি
সরকারি দরকারি ঢলাঢলি
সেখানে কেন যে উচ্ছলি
নেমে আসে এ আশ্চর্য সন্ধ্যা
অলৌকিক সুন্দরী যে বন্ধ্যা !

মধ্যবয়সী

মধ্যবয়সী, তবুও তনু তোমার
আশ্বিন-আলো ছড়ায় আমার মনে ।
ফেলে দিই ভয় ফেরার পীত বোমার,
জীবন ঘনায় তোমার আলিঙ্গনে ।
তোমার বাহুতে আমার জীবনস্মৃতি
দ্বৈত রচনা, গত-অনাগত প্রীতি ।

উপমা তোমার খুঁজিনিকো আকিতেনে
এলেওনোরের সহজিয়া ত্রুবাদুর ,
হেলেন-কে চাওয়া উদ্বায়ু ফাঁকি জেনে
দেহমনে মনজীবনে ভেদ-আতুর
রোমাঞ্চ-গান করিনি, প্রেম তোমার
অলকনন্দা, অনন্ত গতি তার ।

একাগ্রতাই সত্তা, জীবনতটে
বয়ে যায় দেখি তোমারই সে মহানদী,
আমার প্রাণের অশ্বত্থে বা বটে
অচিন পাখির গান শোনা যায় যদি,
গঙ্গোত্রীতে জেনো তার নীল বাসা
কিংবা হয়তো আনে সাগরেরই ভাষা ॥

ছড়া

১

কে দিয়েছে বিয়ে যে তাঁর, পাই না রে ভাই ভেবে
তিন কন্যের মান অভিমান, বৃষ্টি আসে নেবে।
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
আমাদেরই সে আপনজন তো, দেখলে কষ্ট হয়—
ভরাডুবিতে নৌকা গেছে, প্রাণটা রইলে সয়।
সগররাজার জোয়ার আসে, ঘরে নেইকো ধান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর তার ওপরে বান।
মাসতুতোভাই উধাও সবাই, উঠছে কালাপানি,
এই বিপদে জলে কুমির, ডাঙাতে বাঘ জানি
ওত পেতে রয়, শিবসদাগর নামবে কপাল হেনে
আমাদেরই সে আপন জন তো কেমনে আনি টেনে।
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর
তারই মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
খেয়ে দেয়ে বিলেত গিয়ে জমান পেনসান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান,
বাপের বাড়ি মেসোর বাসা, নদেয় আসে বান।
যে কন্যেটি রাঁধেন বাড়েন, তিনি বলেন সেধে
সিন্ধুকটা ভেঙে, এসো ভেলা বানাই বেঁধে।
মহাজনী তক্তা আহা! সদাগরনন্দন
শিউরে উঠে ভাবেন কোথায় দিল্লি রে লণ্ডন!
দেখ কন্যে কেঁদে, যদি গলে সোনার প্রাণ,
আকাশ জুড়ে মেঘ ডাকে ওই নদেয় এল বান॥

ছড়া

২

কে জানত পোড়া দেশে এত বুলবুলি!
বানচাল দেশ ধান-চালে ঘুলঘুলি

কোণঠাসা করে করেছে বোঝাই
শিস্ দিয়ে করে দুহাত সাফাই
যত পারে খায় প্রাণ আইঢাই
শুনেছি মাথার খুলি
সেও ঠাসা, গান ভুলে গেছে বুলবুলি ।

ট্রামবাস ভরে বুলবুলিদের শিসে
বড়ো বড়ো গাড়ি বাড়ি ভরে ফিস্‌ফিসে
বর্গির দল জানায় বাহবা,
উজাড় গ্রামের ঠগ বলে তোবা !
গৃহিণীরা নাড়ে উৎসাহে খোঁপা
বণিকরাজের বিষে
নীল হল দেশ, কাল-সাপ উষ্ণীষে ।

খোকাকে আজকে কী সাধে যে বলি, ঘুমা !
কালো কালো ছায়া ! থেমে যায় মুখে চুমা,
সুর কেটে যায় বাহুর বাঁধনে
মনে হয় শত খোকার সাধনে
বর্গিরাজার ঠগ জনে জনে
বহু জুজুমানা হুমা
বুলবুলি শেষ হোক, তবে খোকা ঘুমা ॥

মৌভোগ

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায় ।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখীবাঁধা কিশোর হাতে-
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায় ।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল ?

চোরডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায় ।
মরিয়া যত রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক-পূজা নরবলিতে জানায় ।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লালনিশান ।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান ॥

উত্তরা-সংবাদ

হায় উত্তরা কী-বা সান্ত্বনা সমুখ শোকে ?
বর্তমানের যন্ত্রণা তবু ক্ষণিক জেনো
জীবনের মহাঅরণ্যে,প্রতিজীবন মেনো
মহার্ঘ, তবু একটি সে ক্ষতি মর্ত্যলোকে ।
ভাঙুক পাহাড়, নদীর মুক্তি যে বিপরীতে,
শোনো উত্তরা সান্ত্বনা চাই পরীক্ষিতে ।

হস্তিনাপুরে সাজুক হাজার অক্ষৌহিণী
অতীতে সপ্তরথী, নিশিপাওয়া বর্তমানে
থামে না কো মন, চলুক পাশার ও বিকিকিনি
প্রাণের মানের লোভের অন্ধ শর্তদানে ।
অলকানন্দা নামবে সাগরে, তুষারশীতে
কোথা উত্তরা সান্ত্বনা, খোঁজো পরীক্ষিতে ।

বৃথা পিতামহ শরশয্যায় তুহিনে ভাসে,
এ আনুগত্য সাজে না কর্ণে, সাজে না দ্রোণে,
বৃথাই বিদুর চোখ চেয়ে কাঁদে বিবরকোণে,
ধৃতরাষ্ট্রের আকাশকুসুম রচে কি দাসে ।
পাঞ্চজন্যে কান দিয়ে শোনো কালের গীতে
গঙ্গাসাগরে সত্তার মাঝে পরীক্ষিতে ॥

সহিষ্ণুতা

তোমাকেই দিই এই ক্লান্তির ভার
দীর্ঘ আয়ুতে উদ্বায়ু গত, ক্ষমা
তুমি ছাড়া কেবা করবে অঙ্গীকার ?
পূর্ণিমা তুমি, তোমাতে মেলাই অমা,
ঘৃণার আঁধার তোমাতেই প্রিয়তমা
সহিষ্ণু আলো জ্বালুক পূর্ণিমার।

ঘৃণা ঘৃণা নয়, ক্ষমা প্রেম আর ঘৃণা
দীর্ঘ আয়ুতে তুলুক অমোঘ ঢেউ।
জীবনের পাপ চলে না জীবিকা বিনা,
তাই দস্তুর হুংকার তাই ফেউ,
তাই তো ইতর, তাই নির্বোধ কেউ
অনেক ক্রূরতা প্রতিযোগিতায় কিনা।

ধৈর্য আমার তোমার সাগরে নীল,
অস্থির ঢেউ তবুও অতল জল।
অমাবস্যায় তাই কোজাগরে মিল
তোমাকে দিলুম—জীবনের নানা ছল
মূঢ় স্বার্থের অন্ধ বা চঞ্চল
লোভের মাৎস্যে উড়ুক না গাংচিল।

তোমার সাগরে ছড়াই আমার ক্ষমা,
বাজারের কালো পাহাড়ের গুরুভার,
ধুয়ে যাক আজ নীলে নীলে সে সুষমা
হৃদয়ে আনুক সাগরের দুর্বার
অতল ধৈর্য, ক্রান্তির উদ্ধার
সংক্ষেপে নয়, জানি আজ প্রিয়তমা ॥

ভিড়

নানা মুনি দেয় নানাবিধ মত মন্বন্তর আসে।
তবুও শহরে ওসারে বহরে জড়কবন্ধ ভিড়!
বহু সাপ্লাই উঠে গেল শুনি, তবু আজো লাগে চিড়
পদাতিক পথে, ট্রামে বাসে কারে ট্রাকে করে বিড়বিড়
দরকারি বিনাদরকারি কেউ সরকারি চোরাকারবারি ফড়ে
আমির ওমরা মজুতদারের পাশে
আমরা সবাই—তুমি আর আমি মৃত্যুর প্রতিভাসে
মিশে যাই,—না না মিথ্যা নেহাৎ; দুর্বার জীবনের
অবাধ প্রগতি, মন্দাকিনী কি বালুচরে মরে ঘাসে।
কখনো ঝর্‌না সহস্রধারা, কখনো ফল্গু মীড়
কখনো প্রাণের প্রবলবন্যা, দুর্বার জীবনের
লাখো লাখো হাতে তরঙ্গঘাতে দ্বন্দ্বের উচ্ছ্বাসে
ভেঙে দেয় পাড়, ওড়ায় প্রাসাদ, বসায় নতুন নীড়;
অর্কেস্ট্রার মিলিত জোয়ারে মাসতুতো ভাই ডুবেছে খোঁয়াড়ে,
হস্তিনাপুরে রাজার মস্তি, মন্ত্রীরা দেখে ভিড়—
অগণন চাষী পলিমাটি চষে, কামার কাস্তে হাতুড়িতে কষে,
রেলপথে পথে আকাশে নদীতে বজ্রের গান পাতা।
কোথায় দিল্লি কোথা কলকাতা মহেঞ্জোদারো ইতিহাসে গাঁথা
মৃত্যুর পাশে জীবনের ভিড় বদ্ধমুষ্টি সঙ্ঘনিবিড়
মৃত্যুবিহীন আমাদের এই ভারতের ইতিহাসে ॥

কঙ্কালীতলা

অরণ্যে রোদন শুধু, কঙ্কালেরা বদলিয়েছে ভেক,
বর্ষার মেঘ তো নয়, বজ্রে বজ্রে জাগে নাকো জীবনের
মেদুর আবেগ।
নদীতে ওঠে না স্রোত, ইছামতী
জীবনের বেগে বর্ষভোগ্য ঘুম থেকে ওঠে নাকো জেগে

আমনের বিপুল ইঙ্গিতে
গ্রামান্তের পিপুল-ছায়ায় ।
এ তো শুধু গ্রামছাড়া অসম্ভব অরণ্যের মরণ-উল্লাসে আর মুমূর্ষু রোদন
ছিন্নমস্তা জীর্ণ গুল্মবন
খাণ্ডব নয়কো, নয় বন কেটে জমির সন্ধান ।
এ উন্মাদ গান শুধু কঙ্কালীতলার
অরণ্যের বীভৎস রোদন ।
বনস্পতি নেই, কঁটা আছে জীর্ণ বজ্রাহত শাল
দাবদাহে ধসে পড়ে মুমূর্ষুর পতনে বিশাল ।
কাঁটাঝোপে শ্যাওড়ায় মনসায় ধুতুরায় লোলুপ আগুন
শ্বাপদসঙ্কুল বনে শৃঙ্গী ও দন্তুর যত মরণ-মাতাল
নখে নখে থাবায় থাবায় কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকে ।
সে হিংসায় জিঘাংসায় বৃষ্টি নেই মেঘ নেই
আবাদের আশা নেই অরণ্যপ্রান্তের
গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তের, তাতে নেই জীবনের বজ্রের আবেগ
সে রোদনে দূরাগত শিকারিরা শকুনিরা দূরে পাখা ঝাড়ে
নীল শূন্যে উষ্ণ হাওয়া শোঁকে
অশ্লীল ক্ষুধায় শূন্যে ধোঁকে
সে আদিম অরণ্যরোদনে
কঙ্কালীতলায় দীর্ণ বনে ॥

. . .

যন্ত্রণার অন্ত নেই, জীবনের মরণে মাতাল
নীলে নীল যে আকাশ প্রহরীর মিনারে তোরণে ।
মরণের যন্ত্রণাই নির্নিমেষ উৎকর্ণ শিকারি
গবাক্ষে গবাক্ষে চোখ, মোড়, গলি, রোয়াক, চাতাল
গুপ্ত মন্ত্রণায় কাঁপে যন্ত্রণায়, তবু ক্ষণে ক্ষণে
রুদ্ধশ্বাস নীল শূন্যে হাওয়া ওঠে, হৃদয় ভিখারি
ঘনিষ্ঠ সংকট ফেলে, ভবিষ্যতে অতীতে পৌঁছায় ।
নিঃসঙ্গ বাউল খোঁজে হৃদয়ের সঙ্গীকে কোথায়
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সত্য স্বপ্রকাশ নদীর গতিতে
দুই তীরে বাহু বেঁধে জীবনের গ্রীষ্মে আর শীতে
ভিখারি হৃদয় চলে একই ঘরবাহির যাত্রায়,
দিনের আতঙ্কে চলে, চলে শঙ্কাকলুষনিশীথে,
মানে না সে আশুসত্য অর্ধমিথ্যা, মানে না পাতাল

পৃথিবীর পরিণতি, আকাশের সেতুবন্ধ চোখে
অলকনন্দার গান কানে দুই তটের গতিতে,
নীলকণ্ঠ প্রাণ পায় বারংবার উমাতে সতীতে ।
তাই ইন্দ্রধনু ওঠে জীবনের মরণের শোকে
ভিখারি হৃদয়ে কোথা অরণ্যের শিকারি মাতাল

তোমাকে নন্দিত করি, হে কিশোর, তুমি তো ভোলনি
মত্ততায় বীর্য নেই, মল্লবীর অকালে লাফায় ।
তোমার দুহাতে ছিল প্রলাপের বহু সম্ভাবনা,
বেঁধেছ মনের শৌর্যে, ভুলক্রমে কখনো খোলনি
প্রচণ্ড ঘৃণার ভাণ্ড, যেইখানে গোখুরা হাঁপায়—
পশু নয়, বন্য নয়, উন্মাদের ভয়ক্ষিপ্র ফণা
অন্ধ ঘায়ে ঘায়ে মারে, মানুষের সুদীর্ঘ সাধনা
স্বার্থে ভোলে, প্রাণ নিয়ে মুনাফার মঞ্চ তোলে যারা
সেই ব্যবসায়ী ছলে প্রাণ ভোলে, ভয়ে হয় সারা।
নও সেই ভীরু বীর ! তুমি জানো অন্যের ছিদ্রের
সঞ্চয়ে সম্পদ নেই, সুতরাং হৃদয়ঃ বাঁধ-না
মূষিক আশায়, মনে চিরজীবী কর-নাকো কারা ।
মনুষ্যত্ব চোখে জ্বলে, একমাত্র ধনী দরিদ্রের
ভেদাভেদ মানুষের শত্রু যে তা তুমি তো ভোলনি—
তুমি জ্বালো দীপাবলি অন্ধকারে ভীত বিনিদ্রের ॥

থেকে থেকে হাওয়া দেয়, বর্ষার সজল চোখ
বুজে যায় হিম দীর্ঘশ্বাসে ।

মরিয়া শহরে জাগে পৃথিবীর মুমূর্ষু বাতাসে
মরা বাড়ি, মরা পথ,
কোন্ নরকের ত্রাসে জেগে থাকে ছাদে ছাদে
বারাণ্ডায়, জানালায় বিনিদ্র প্রহরে টহলায় পাড়ায় পাড়ায়
মহল্লায় ইশারায় ইঁটে বাঁশে চোরা ডাকে নকল সেনার ফিসফাসে
ভয় আর সন্দেহের জিঘাংসু হৃদয় ।

খুঁজে মরে রাত জেগে রাতকানা কানামাছি কলকাতার কল্পনার
স্নায়ুদগ্ধ জয় পরাজয়
আকাশে না, তাকায় রাস্তায়
অলিতে গলিতে
নরকেরপায়ের ছায়ায়, শব্দে। আর হিম দার্ঘশ্বাসে
বর্ষার সজল চোখ বুজে যায়।

যে-প্রাকৃত ব্যবধান
তোমার আমার আজীবন দেহের মনের
কবে তার আমরণ সম্মিলিত গান
মরিয়া শহরে বর্ষার আকাশে জীবনের মরণের নরকের প্রান্তে তবু
আমাদের দুও-কনচেরতান্তে
প্রাণের তরঙ্গে গায় বাদী প্রতিবাদী চরণে পরানে বাঁধে ফাঁসি
একান্ত সম্বাদে তোমার আমার! আর
থেকে থেকে হাওয়া দেয়
বাংলার বর্ষার দাঙ্গার বাংলার হাওয়া।

আমরা দেখেছি সেই বৈতরণী যার দগ্ধপারে
সপ্তদ্বার সিংহদ্বার নরকের কারা শাসকের শোষিতের
হাহাকারে তার থরথর সারাটা আকাশ
স্তব্ধমরু স্রোত দিকেদিকে অন্ধকারে
আপন ব্যথায় মারে আপনাকে মানুষকে জীবনকে পৃথিবীকে

তবু শুকতারা
তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে
বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে
বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু
আপন আপন সত্তা আনে কড়ি-কোমলের গানে
আমাদের সেতু এপারে ওপারে
দুইতটে আমাদের স্রোত জলে স্থলে আকাশে উদ্ভিদে
সহস্র নিবিদে ক্ষণে ক্ষণে স্বতই উৎসারে
প্রাণের জোয়ারে।

শ্রাবণের ঢেউ ওঠে আকাশে কোথায়
প্রাণের জোয়ার

থেকে থেকে হাওয়া দেয় নরকের ত্রাসে গড়া
মরিয়া শহরে তাসের কেল্লায়
দীর্ঘশ্বাসে হাওয়া দেয়
নানান গলায় নানাসুরে মৃদুচড়া
ল্যাম্পপোস্ট-সিগনালিং হাততালি থেমে যায়
জোড়াতালি শহরের উলঙ্গ জেল্লায় জীবনের কুৎসিত উন্মাদ ব্যর্থতা
নেমে যায় থেমে যায় জল পড়ে
পাতা নড়ে চিকিমিকি গলিতে রাস্তায় গাছের পাতায়
মন্দাকিনী নির্ঝরিণী শীকরে শীকরে জল পড়ে
তারপরে জেগে থাকে অতন্দ্র আকাশ
মেঘের জটায় লেগে থাকে স্নিগ্ধ হাসি
ভ্রূকুটির ঝড়ে ত্রিনয়ন ছড়ায় প্রসাদ প্রেমের ছটায়

আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ ॥

হাসানাবাদেই

মাসতুতো কোটালেরা হল হিমশিম ।
আকালের দেশে এল দৈত্যদানো,
রাক্ষসী মায়া হানে ঘুমে জাগে সব
মাতাল আঁধারে হাঁকে সবাকে হানো ।
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব ।---
লালকমলের হাতে নীলকমলের
রাখী বেঁধে অতন্দ্র রাম ও রহিম।

হাজিগঞ্জ কাজীগঞ্জ রামগঞ্জ খাস
আকালের দেশে বহু অরাজক গাঁয়ে
রাক্ষসী মায়া হানে, ঘুমে জাগে সব ।
কুহক আঁধারে নোয়াখালি ত্রিপুরায়
কঙ্কালে কঙ্কালে জাগে কলরব ।—
হাটে বাটে নৌকায় খালে সারে সার
অতন্দ্র ঘোরে হরি ঘোরে আব্বাস ।

মানুষের দানোপাওয়া হিংস্রপশুর
হন্যের চেয়ে ঢের ভীষণ আঁধার
মরিয়া সে মায়া হানে করে দেয় চুর
শতশতকের ঘর, অনেক সাধার
জাগ্রত মুক্তির আভাস পেয়েই
রাক্ষসী রানি বুঝি ভয়ে হল হিম—
মরণ কাঠি যে তার হাসানাবাদেই
এক হাতে ভাঙে শত রাম ও রহিম ॥

এঁরা ও ওরা

কী ভীষণ বীর ! কান করি ঝালাপালা
কুস্তির হাঁকে, হুমকির নেই শেষ ।
জনসাধারণ অতি সাধারণ ! দেশ
তটস্থ বটে, গরিবরা তবু কালা
ছেচল্লিশেও মালিকানা-বিদ্বেষ

ভোলে -নাকো দেখি । অতি-অভাগ্য দেশ
জনসাধারণ অতি সাধারণ জন
সর্দারি বরদাস্ত করে না, পণ
আজ ধরে টানে বিয়াল্লিশের রেশ ।
দাঙ্গার গানে ঘুমপাড়ানির ক্ষণ

কেটে যাবে নাকি ? ধর্মঘটের জ্বালা
কবে যে চুকবে ! মালিকানা-বিদ্বেষ !
এর চেয়ে আহা দাঙ্গাই ভালো বেশ ।
আমলারা পাশে, সবাই ধরেছি পালা—
গদিয়ান, তবু হাতছাড়া হবে দেশ !

নেতার আসনে আমরাই সর্দার,
তবু শোনে নাকো অতি-অভাগ্য দেশ !
ভায়ালোরে কাশ্মীরের রাগের রেশ
পৌঁছায় দেখি, ত্রিবাঙ্কুরের মার
নিজামেও কাঁদে, হাসানাবাদের তার

গাঁয়ে গাঁয় যায়, চেঁচায় খবরদার !
গদিয়ান, তবু এ তো হল বড়ো জ্বালা
হুমকি তো দিই । কুস্তির নেই শেষ,
তবুও যায় না রাজার উপরে দ্বেষ !
অদ্ভুত দেশ, আমাদেরই বলে, পালা,
বলে নাকি, সুখীসচ্ছল হবে দেশ !

ছড়া : লালতারা

জন্মে তোমার উঠেছিল লালতারা,
বাহু তুলেছিল মৃত্তিকা অম্লান,
আকাশে আকাশে উচ্চৈঃশ্রবা হ্রেষা,
কালপুরুষেরা ধরেছিল এক তান ।

রুদ্রের হাসি প্রেমের বহ্নি উমার
তোমার বাহুতে মুদ্রায় টলোমলো,
তোমায় জানে না এরা তো কেউ কুমার !
কত রাক্ষসী মায়া না ছড়ায় বলো ।

বাধাক দাঙ্গা, রাঙাক রক্তে মাটি,
গর্দান দিক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘাটে হাটে,
শহরে পাহাড়ে বাঁধুক না শত ঘাঁটি
ধূমকেতু যত তারার লালেই কাটে ।

আকাশে বাতাসে ঘুরুক গুপ্তচর
তাই কি পক্ষীরাজের থামবে ওড়া ?
মাঠে বাটে ঘোরে বরকন্দাজ শত
তাই থমকাবে তোমার প্রাণের ঘোড়া ?

যুগ যুগ ধরে কালের সাগর সেঁচে
বীরের রক্তে মাতার অশ্রুজলে

জয়যাত্রাকে রুখবে কে ছলে বলে
অন্ধ চোরায় গড়খাই কাদা যেচে ?

শুনেছি বিদেশে যেতে উঠেছিল নদী,
রাজার সেপাই কাদা দিয়ে তাকে রোখে,
ভেঙে ধায় বান, ইতিহাস নিরবধি
টেমসেরই মতো ছুটেছে, কে তাকে রোখে

পড়ুক না গুলি, উঠুক না শত কোড়া
বাংলায় গাঁয়ে পাহাড়ে কলকাতায়,
তবুও কুমার ছুটেছে তোমার ঘোড়া
তড়িৎ ট্রামের চেয়েও ত্বরিত পায়ে।

দু চোখে তোমার ধিকিধিকি লালতারা,
উত্তোলবাহু আগুনবাঁধানো মুঠা,
দেশবিদেশের রাক্ষস দিশাহারা
ছুটেছে মরিয়া ইল্লিদিল্লি ঠুঁটা।

বৃথাই ছড়ানো রক্তের লালধারা
গাঁয়ে ঘাটে হাটে জন্মের লালতারা
জ্বলে যে তোমার পদক্ষেপের ছাটে
দেশে দেশে জ্বলে দুরন্ত পাখসাটে।

খোলেনি খোলে না তোমার ঘোড়ার খুর
প্রাণে ইস্পাতে পিটানো সে অভিযান।
তোমার বাহুতে তাই ভীরু বন্ধুর
দেশে দুর্জয় গরজায় জয়গান ॥

স্বর্গ হইতে বিদায়

(মিলটনের অনুসরণে)

তখনও হয়নি বিতাড়িত মিলটনের লুসিফর,
তেত্রিশ কোটির প্রাণে সাধ হল জীবনে দুর্বার

স্বর্গের একতা প্রমাণের, শয়তানির বিরুদ্ধে তাই
দেব দেবী গন্ধর্ব কিন্নর মিলাল অসংখ্য বাহু,
নির্ধারিত একতা দিবস । উদ্‌ভ্রান্ত শয়তান ভাবে,
গুপ্তমন্ত্রণায় শয়তানবাদীরা ভাবে, মশামাছি ভাবে,
রোগবীজাণুরা ভাবে, বেলিয়াল, ম্যামন্ চিন্তিত
—শয়তানের দিন তখনও হয়নি গত, তবু কিনা
তেত্রিশ কোটির এত স্পর্ধা, শয়তানি শাসনে থেকে
অসহ্য সাহস ! ধীরে জানায় ম্যামন্, ধীরে ধীরে
বিরাট উদরভাণ্ড দুই হাতে ধরে ধীরে ধীরে
খর্বকায় পায়ে উঠে : প্রভু কী উপায় বলো,
নরক কি অবশেষে স্বর্গ থেকে হবে নির্বাসিত,
তোমারই শাসনে, সর্পকৌটিল্যের যুগে হবে অনুষ্ঠিত
তেত্রিশকোটির মিল ! বেলিয়াল ম্যামন্ নচ্ছার,
তোমারই শয়তানবাদ ভেঙে যাবে দুস্থ হরতালে ?
নীরব আঁধার চোরাকুঠুরি ক্ষণেক, স্নায়ু থরো থরো
বিদ্যুৎ মুহূর্তে সেই, তারপরে অজগর যেন
উত্থিত বিরাট মাথা, হাজার সাপের বিষ
মুখরিত দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর আলোয়
ধূমকেতু উল্কাজ্বালা ছড়িয়ে, রসনা রুধিরে ভিজিয়ে
নরকাধিপতি বলে, শয়তানবাদীরা হার কাকে
বলে তা জানে না, এখনও স্বর্গের ভার আমাদের
হাতে আছে, তবুও তেত্রিশ কোটি ঘোর স্পর্ধাভরে
শয়তানবাদীর শেষ কী সাহসে চায়, হে আমার
শয়তানবাদীরা, বলো ; আমাদের ত্রুটি স্বীকারের
দিন আজ, আমরা সজাগ শয়তানিতে গাফিলতি
করেছি অনেক, তাই জেগেছে তেত্রিশকোটি শত্রু
এক সম্মিলিত ধর্মঘটে । ছাড়ো এ স্বর্গীয় পথ,
সৎনীতি ; দৃঢ় ক্রূর সর্পিল পাপের ক্ষিপ্র পায়ে
ছড়াও বিভেদ, হিংসা, বীভৎস সন্দেহ ফিস্‌ফিসে
মুহূর্তে মুহূর্তে সব । অলকার পারিজাতবীথি
স্বাধীনে স্বর্গের স্বপ্নে উন্মুখর অলকনন্দার
প্রাণস্রোত, মন্দারমালায় রাখী-বন্ধনের গান
ছিঁড়ে যাক, পুড়ে যাক, ভেসে যাক গুপ্ত রক্তস্রোতে,
অন্ধ ভয়ে, জিঘাংসায় ছিন্নভিন্ন তেত্রিশকোটিকে
পাঠাও পাঠাও দ্রুত জাহান্নমে, দাবি করি আমি,
হে শয়তানবাদী, আত্মরক্ষাকল্পে, জরুরি আদেশ

চুপি চুপি দিই। শোনো, দেবলোকে জনতাবহুল
বহু স্থানে পথে ঘাটে মোড়ে মোড়ে তোমরা ছড়াও: -
দারুণ খবর ভাই শুনেছ এদিকে, রক্তারক্তি
ছোরাছুরি ইঁটা-ইঁটি—ইত্যাদি রটনা অতিদ্রুত
ক্ষিপ্র পায়ে বাসে জিপে গাড়িতে বা হেঁটে টেলিফোনে
সারা অলকায় সারা শহরের মুখে মুখে চালু
করে দাও। হে আমার গুপ্তচরদল, বেলিয়াল
তোমাদের নেতা এই বাতাসে বাতাসে রটনায়।
আর শোনো শয়তানের সেপাই বাহিনী ! ছোটো সব
এলো মেলো এদিকে ওদিকে উন্মাদ জন্তুর মতো
ক্ষণিক হুংকারে ক্ষণিকে উধাও এপাড়া ওপাড়া,
তেত্রিশ কোটির দম্ভ দূর করো বিষনিষ্ঠীবনে
আমার দুলাল এই ম্যামনের কৃতদাস সহ।
শুধু এক কথা—শত্রু হার মানে যেন সন্ধ্যাশেষে
স্পর্ধা হয় চুর ।
কাঁপে বিরাট মন্ত্রণাসভা মিশ্র
সমর্থনে যবে শয়তানেরা উৎসাহে দাঁড়ায় উঠে,
মুহূর্তেক, তারপরে উদ্দাম উধাও গতি ছোটে
হাঙরের বেগে সর্পবেগে উন্মত্ত শৃগাল পাল
অলকার পথে পথে চৈতালির দক্ষিণ হাওয়ায়
যে যার নির্দিষ্ট কাজে নারকীয় কর্তব্য পালনে।
অন্ধ হত্যা হল শুরু, এদিকে ওদিকে দুচারটা
গুমখুন, হাওয়ায় হাওয়ায় খুদে শয়তানেরা
সে খবরে তিলকে বানায় তাল, দ্রুত বেগে হানে
শহরের মোড়ে মোড়ে; উদ্‌ভ্রান্ত দেবতা যত
গন্ধর্ব কিন্নর ভিড় ক'রে চেয়ে থাকে আশঙ্কায়
অসহায় শিশুর মতন, পরস্পর বিক্ষুব্ধ সন্দেহে।
দৌত্যের উৎসাহাধিক্যে বেলিয়াল চতুর সেয়ানা,
টেলিফোন করে দেয় বাগ্‌দেবীকে এক চৌমাথায়
চলেছে ছোরার খেলা মর্মান্তিক বীভৎস হত্যার।
জিব কাটে, এ-কী ভুল ! ঘটনার বিশমিনিট আগেই
রটনা বেতারে গেল ! বেলিয়াল উন্মাদ আবেগে
ছোটে চৌমাথায়, তার রটনা ঘটনা করা চাই ॥

সমুদ্র স্বাধীন

(অন্নদাশঙ্কর রায়-কে)

'কলমের গতি দেখ ? মনের গভীরে কল্পনার
কী গতি' শুধাও ?
মনের ফল্গুতে বন্ধু, একই স্রোত, অদ্বিতীয় মহিমায়
উধাও চলেছে জেনো উপছি উপছি
গ্রামগ্রামান্তের দীর্ঘপথচারী কুম্ভধারিণীর
বাজুর নিক্কণে দুই হাতে খোঁড়া সদ্য বালু-জলে ।

মনে লেখনীতে নেই ভেদাভেদ, অথবা বলব
ভেদ যথা দেহে মনে. ভেদ যথা প্রিয় ও প্রিয়ায়,
আবেগে ও আলিঙ্গনে ভেদ যথা, মানুষে মানুষে,
অতীতে ও ভবিষ্যতে, সেই ভেদে অস্থির কলম
কথক নাচের কৃচ্ছ্রে, মনের গুহায় ঘুরে
বাহিরায় মনেরই আবেগে
লোহার খনির মতো, ধরিত্রীগুহার ।

কিংবা যেন মাতার রহস্য, সদা স্বপ্রকাশ
জঠরসন্তানে, তবু স্বসম্পূর্ণ নিজ নারীত্বের রূপে
রূপসী সে মাতা ও প্রেয়সী, আমাদের ডাকে অনির্বাণ
যৌবনপ্রপাতে, প্রৌঢ় খরস্রোতে, এমন-কী
বৃদ্ধেরও শুদ্ধ মানসের সরোবরে স্মৃতিস্বপ্নে রতি
কুমারসম্ভবে যথা বারে বারে মননে বহায়
প্রশান্তপ্রবল মোহানার মোহ ।

অথবা বলব
এই মন ও কলম : এ যেন বা মহানদী, গঙ্গা বা কাবেরী
নর্মদা বা গোদাবরী, সিন্ধু বা শতদ্রু, তিস্তা বা যমুনা,
টেনেসির নদী, ভাবো ভল্‌গা, নীপার—
প্রাণস্রোতস্বিনী নদী, বিরাট জীবন
দীর্ঘ তটে তটে চলে প্রাচীন পৃথ্বীর
অতল মাটিতে জল ছলছল গতির কল্লোলে :
কবিতা সে খাল-কাটা, গঙ্গার, তিস্তার,
কানানদী, দামোদর, আদিগঙ্গা, ময়ূরাক্ষী, মাতলা, অজয়,

ভল্‌গা, নীপার কিংবা মস্ক্‌ভাই, প্রাণের প্রণালী সব
চৈতন্যের পাথরে পাথরে ; মানুষের হাতে গড়া । কিংবা ভাবো
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
চল্লিশশতাব্দী ধরে কত না চল্লিশকোটি এক বাণী
গায় কত সুরে কত স্বরব্যঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন
বিন্যাসে বিন্যাসে কত ধ্বনি ব্যঞ্জনায় কত না মৃত্যুর
হ্বয়ামি তে মনসা মন
সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে
পূর্ণই একাকী
তাই সাম সত্য, সত্য সাম্যের সংগীত।

...

তুমি বল যুদ্ধ নয়, বৈয়াকরণিক দ্বন্দ্ব শুধু,
তারা বলে দ্বন্দ্ব নয় নিপাতনে ধর্মযুদ্ধ, বলে আর কাতারে কাতারে
পশু নয়, বণিকের বঞ্চনা আশায় লুব্ধ ভোলে মরে আর মারে
স্থাবর বিচারে অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,
অপঘাতে অপঘাতে পুড়ে যায় ধুধু
দেশে দেশে কুম্ভীপাকে এদেশের দুস্থ ইতিহাস ।

গ্রিক নাটকের নির্বিকার দেবদেবী নয়
এরা লুব্ধ ছলনার অনর্থক মৃত্যুর দালাল
সদসৎহীন, আকস্মিক স্বর্ণমারীচের কৌটিল্যে বিশ্বাস
এদের করেছে অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎহীন,
পাশা খেলে প্রাণের শ্মশানে পিশাচসিদ্ধেরা ।

গঙ্গোত্রী এদের কানে বৃথা ছন্দনির্ঝর জাগায়
কপিলগুহায় জীবনের শেষ ধারা বয়
সে কথা ভুলেছে এরা, ভাবে শেষ চাল
তাদের ঘাটেই বাঁধা মহল্লায় দেশ,
আকস্মিক বর্তমানে অতীত ও ভবিষ্যৎ ভাবে নিরুদ্দেশ
অন্ধকারে লগির আগায়, পশু নয়, উন্মাদ মানুষ
কাপুরুষ শক্তির নেশায় ভাবে বন্দী মন্দাকিনী
রাজজীবিকার শূন্য পেশাদারি ঘাটে মুষ্টিভিক্ষু বর্তমানে
অসহায় অপঘাতে দায়িত্বের দ্বৈতাদ্বৈতহীন শয়তানের ঘাটে ঘাটে
নরকের প্রচ্ছন্ন ময়দানে

কবন্ধ জীবিকামাৎস্যে ঘৃণ্য চোরাহাটে।

জানে না তাদের বৈতরণী, গুপ্তচর বাঁধাঘাট, কূপমন্ডুক হামাম
মাটির গভীর টানে কালের বিরাট স্রোত
ন্যায়ের অমোঘ স্রোত, জীবনের জনতার আলোকিত অলকনন্দায়
পদ্মায় গঙ্গায়, প্রাণের অনন্ত স্রোত।
এই আকস্মিকের পুতুল হিন্দু ও মুসলিম এদেশ ওদেশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ মুক্তি পাবে অসীম সৈকত
এক সহস্র প্রাণের মুখর সাগরে
মুহূর্তসত্তায় যেথা স্বাধীনতা কার্যকারণের দীর্ঘসূত্র চৈতন্যে আরাম।
তবু এই আকস্মিকে আকাশকুসুমে শশবিষাণে বিশ্বাস!
বিপ্লবী সহিষ্ণু চোখ জ্বলে, এই ভ্রম
ক্ষণিকের ভয়ে বুঝি পঙ্গু করে জীবনের উদাত্ত আকাশ
পল্বলে ঘোলায় বুঝি কালের কল্লোল, ধর্মঘট তেভাগার
জীবনের স্বচ্ছ আলোদীপ্ত নীল সাগরসঙ্গম।

বাক্য স্রোত, শব্দ চলে জোয়ার-ভাঁটায়
খাড়াই উৎরাই পদক্ষেপে পদক্ষেপে দক্ষিণে ও বামে
অস্থির ও একাধারে ভাস্কর্যগম্ভীর, কোণার্কমন্দির যেন,
খণ্ডে খণ্ডে অখণ্ডিত নৃত্যের সমগ্র স্তব্ধ ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সমাহিত,
যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ একেকটি তড়িৎস্তবক।
আশে ছেড়ে, মীড়ে ও গমকে, হাজার দোটানা
কথাকে যে করে বিড়ম্বিত, অর্থান্বিত হাজার শ্রুতিতে,
আঘাতে বিরামে, তালের গতিতে আর লয়ের স্থিতিতে, ঠেকা আর বোলে,
লোহায় পিতলে নিষাদের খাদে বাঁধা অনন্তের আনন্দমন্দির
সংযোগের জ্যাবদ্ধ ধনু, উদ্যত, অধীন।
সুভাষিতাবলি মেশে অনির্বচনীয়ে, বাক্যে বাচ্যের সীমানা।
কবিতার খাল স্মৃতিতটের মুখর
কর্মিষ্ঠ স্বপ্নের রূপান্তর, বৃষ্টির নূতন জলে
বনেদি নদীর তরল দ্বন্দ্বের, কাঠের তক্তায়
কাদায় বালিতে পাথরে প্রাকারে
কংক্রিটের প্রতিভাস; সত্য তার প্রতিভাসে, বিজ্ঞানী ও সহজিয়া
প্রতিমায় অতি-কে বর্জনে, আত্মত্যাগে, আলেখ্য প্রস্তরে আরোপণে,
রহস্যের বিশেষ নির্দেশে, অসীম গণ্ডীতে, উমার উদ্বাহে

গণ্ডীবদ্ধ সত্য আর সত্যের অসীম দোঁহে
যে প্রতীকে প্রত্যক্ষের অর্ধনারীশ্বর।

অথবা উপমা দেব
নীলকণ্ঠে ; শিবের জটায় মন্দাকিনী সহস্রধারায়
অলকনন্দায় গঙ্গায় পদ্মায় ভাগীরথী স্রোতে
বঙ্গোপসাগরে ধরা অধরার বেগ
অতল অতল মাটির পাতালে সগরমুক্তির
অগম্য সে কপিলগুহায়।

কী-বা সত্য ? শেখো অবগাহনের গানে
সহস্রধারার মিশ্র অঙ্গাঙ্গী গতিতে
হাজার দ্বৈতের নিত্য চলমান অদ্বৈতসাধনে,
অধ-ঊর্ধ্ব হিমউষ্ণ ছত্রধর বাতাসের মতো
বৃষ্টির ধারায়, বজ্রে, স্বচ্ছনীলে,
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবিলাসে, প্রলয়সৃষ্টির
চিরমিলনের এক দুঁহুকোরে দুঁহু কাঁদা সপ্তপদীগানে :
এ ভরা ভাদরে বঁধু লাখলাখ যুগ
হিয়ে হিয়া রাখনু যে—

সাগরসেঁচানো মেঘ
সাগবমন্থিত মেঘ মেঘের আবেগে ধারাজলে
মৃদঙ্গগম্ভীর নৃত্যে ভরতনাট্যমে, যমুনার নীলে
সুনীল সাগর।
সাগরেরই গান করি,
সাগরমন্থনে মেঘের মৃদঙ্গ শুনি, মানসহ্রদের
স্তব্ধ নীলে যাত্রা শুরু, দেশকালসন্ততিবিহীন গৌরীতে কেদারে
উন্মুখর মানসবলাকা, পর্বতের মতো সেও
হতে চায় বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ
বৈশাখীতে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
মেঘমাশ্রিত সানুতে।

অথবা নদীই ধরো
গণ্ডোয়ানা পর্বশেষে আমাদের দেশে
শতাব্দী শতাব্দী শত মন্দাকিনী কপিলগুহায়
বিপ্লবের সমাধিতে, যেখানে মানুষ মুক্ত

মানুষের অতীত প্রাকৃতে মানুষের মনে
প্রেম মৈত্রী মননের পরস্পর নিঃসঙ্গ আশ্লেষে
বার্ধক্য মৃত্যুর করুণায়, লোকায়তে অবসরে
লোকোত্তরে সম্পূর্ণ মানুষ ।

. . .

মাটির মুক্তি জলে বৃষ্টিতে গেরুয়া বানের জলে
তামার মাটিতে সোনা
নদীর মুক্তি দুইতটে শত গ্রামের বটের তলে
যেখানে নিত্য মানুষের আনাগোনা

পাহাড়ের গান হালকা মেঘের ক্ষিপ্র চপল তালে
রুশ বালে যেন, পাহাড় হাওয়ায় ভাসে।
আস্তিকঅণু প্রাণ পায় জুড়ি নাস্তিক জটাজালে
বিদ্যুৎ উদ্ভাসে ।

তুমি তো প্রেমিক, তোমারও হৃদয় বৈপরীত্য খোঁজে
তন্বীর বাহুডোরে ।
সংসারী তাই যায় দুর্গম বহ্লীকে কাম্বোজে,
স্টালিনাবাদে বা সমরকন্দে ঘোরে ।

আজ খোঁজে কাল, অতীত ও ভাবী চিরন্তনের ছকে,
চিরন্তন সে প্রাত্যহিকে খোদাই ।
রজনীগন্ধা ঝরে যায় ভোরে অম্লান কুরুবকে,
রাজা প্রজা সাজে তাই ।

তোমার বাউলে মিলাই বন্ধু কাস্তের মেঠো স্বর
মানব না বাধা কেউ,
ঘৃণা আর প্রেমে ক্রান্তিতে চাই জীবিকার অবসর
জীবনের তটে জোয়ার ভাঁটার ঢেউ ।

. . .

জীবনে জীবন গড়ি, শতশত খাল,
কলমে কবিতা গড়ি জীবনে কবিতা,
শতশত তালদিঘি, খাল নদী, দুপাশে সোনালি খেত,

হাজারে হাজারে দেখ জমির মালিক
কৃষাণ, কৃষাণবউ ভূস্বর্গইন্দ্রাণী যারা
সুস্থ বাল্যে, সচ্ছল যৌবনে, বার্ধক্যপ্রসাদে আহা রূপসীরা
প্রত্যহের সুচির লীলায় কর্মে অবসরে
যে যার সংসার করে, এখানে ঠাকুরগাঁয়ে,
ওখানে বালুরঘাটে, কাকদ্বীপে, সুসং পাহাড়ে, সারা বাংলায়,
দেহ মনে দুই তটে, খেতে খেতে খামারে খামারে, রৌদ্রে জলে
দীপ্ত বাহু, দৃপ্ত উরু, পূর্ণসাধ মানুষ মানুষ
সত্য যারা সবার উপরে।
কাঠ খড়, কাদা মাটি, জোয়ার ভাঁটার
উৎরাই খাড়াই, পৃথিবীর পৃথুল শরীরে শতেক বঙ্কিমা
বিড়ম্বিত কলমের উপবৃত্ত ; অক্ষম কলম ; কিছুটা বা
স্বধর্ম শব্দের। চূড়ালা বোঝাও, শেখো রাজা শিখিধ্বজ
রাজত্ববিহীন স্বপ্নেরা সুষুপ্তি নয় জাগর সত্যও নয়,
তবু জাগর জীবন সত্য হয় সবাই যে রাজা সেই রাজত্বেই
স্বপ্নাভাসে,স্বপ্নেও জীবনে, দুই তটে উথলি উছলি
নিয়ে চলো জীবনের নিয়ে চলি উত্তাল ঊর্মিল
প্রতিশ্রুত স্বপ্নবীজ অবিশ্রাম ভাঙনের সাগরসঙ্গমে
সহিষ্ণু ঘটনা স্রোতে, রুদ্র সমুদ্রের,সংগঠনে, স্বাধীন সমাজে
স্বাধীন মানুষ স্বচ্ছ জীবনের, জীবনের উন্মুক্ত পত্তনে
সমুদ্র স্বাধীন ॥

চৈতে-বৈশাখে

(অমিয় চক্রবর্তীকে)

I would instead like you to bury it here—
গান্ধীজি. এশিয়া সম্মেলন

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল

কত সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায় ।

সে প্রতীক্ষা কার ? সেই প্রত্যাশা কিসের
নিঃসঙ্গের ফের বাঁধে নিঃসঙ্গ হৃদয়
শ্যামলী শবরী কিংবা গৌরী মহাশ্বেতা
কিংবা অহল্যাই
নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল
তাই রুক্ষ আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল্
খুঁজে মরে আপন দোহার
বৃথা সান্ধ্যভোজ বৃথা বিশ্রম্ভ আলাপ
মেলে না দোসর
সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই ওজনে মহিমা
ঊষর হৃদয় একা স্টক অ্যান্ড্ শেয়ারে
নিঃসঙ্গ পাহাড় শুধু ঊষর পাথর ধূসর পাথর—
ঘোচে নাকো অভিশাপ, প্রাণ কোথা
দপ্তরে চেয়ারে শুধু অহল্যা পাষাণ ।

চিরবিপ্রলব্ধা শোনো ছাড়ো পাহাড়ের চূড়া
চূর্ণ হোক সে উপমা
উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের চরে চরে খরস্রোতে
সমুদ্র কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃ-সমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে নীলে একাকার জীবনে জীবনে কামনায় কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে কাছিমে শালিকে
শত শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখি
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণকল্লোলে একাকী

দিকে দিকে তরল মুখরক্ষিপ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নির্নিমেষ
সমুদ্রেই তোমার উদ্দেশ।
সমুদ্রেই ডাকি।

...

অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি
ভাঙা আয়নার দিন, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সুতার দিনগুলি
মুদিত চোখের দিন সপ্তসমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন
একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘ দিন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি

আমার হৃদয় সেও এতদিন দীপ্তি পেয়েছিল ফুলে ফলে
পাতায় পাতায় আজ আমারও হৃদয় নগ্ন প্রেমের অঙ্গার
কোথায় উষসী উষা মাথা তার নুয়ে পড়ে মধ্যাহ্নের আগ্নেয় ভৃঙ্গারে
পরাধীন দেহ তার নুয়ে পড়ে অর্থহীন বাহুল্যে গরলে

অথচ দেখেছি আমি এ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীলমণি জ্বলে দুচোখে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার
এবং জলের পাখি দেখেছি তাদের

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোট কুটিরপ্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্র ইন্দ্রাণীরা জীবনমৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি

ডকের খালাসি এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দুচোখ রেখেছি,
সে চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোনো অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিংবা কোনো দেবতাই

তাদের পাখার ঝড় আমার পাখায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়
তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে পাথরে

তাদের পাখার ঢেউয়ে ঢেউয়ে গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে ধুয়ে

আমার ভাবনা বাঁচে জীবনমৃত্যুতে দুইতটে বলীয়ান ।

. . .

(এ মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন ! ভুলিনি, চূড়ালা !
অবীচিকর্কশ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে), নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

পড়ে থাক এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগবাঁটোয়ারা শত শিখিধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে ।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা ! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল রাত্রি নীলে কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন
সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জ্বলে যেথা স্ফটিক প্রভায়,
এমন-কী মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সেও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে
পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে

কিংবা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগান উন্মুখর ঊর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।

চলো যাই, হে চূড়ালা ! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোণার্কবন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুরে হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলিতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে
চল্লিশকোটির প্রাণে দোলে
(দশকম চল্লিশকোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।
. . .
বৃষ্টি পড়ে
পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলাপিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটেয় মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশানহাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে জলস্রোতে খানায় ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা
ঝলকে সজল হাস্যে।
স্বচ্ছ স্মিত শান্তিজল ঝরে
ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডীদাসের প্রাঙ্গণে
ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে

ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে রিমি ঝিমি শব্দে শব্দে
রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ লক্ষ মানসবলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে ঝাঁকে
অণোরণীয়ান্
কিংবা যেন বঁধুয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায় ।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্তবৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বলে বারে বারে
জীবনের বিরাট সেতারে
সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে মনে পথে ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই সুর সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে।
বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে কংসের নিরেট মাথা
রাষ্ট্রবিদ ভ্রষ্ট মাথা
বৃষ্টি বুঝি পড়ে নাকো স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দুঃশাসন উজির কোটাল শুধু বৈশাখের দাহে জ্বলে
এদিকে বৈশাখী ধারাজলে
ছেয়ে যায় বাংলার বুঝি সারা ভারতের মানচিত্র থৈ থৈ
তবু অত্যাচারে আর অনাচারে
অসুরে অসুরে কুৎসিত কুস্তির হাতাহাতি হৈ হৈ
তপ্তকুম্ভে বৃথা বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বাংলার বৈশাখী ধারায়
তবুও বিস্ময়ভরে বারেক না থমকায়
রাজতন্ত্রের উন্মাদ উত্তাপে নরকের ভাগবাঁটোয়ারা

তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিণ্যভারে

মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে বাসে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে ॥

মে-দিন

মে-দিনের গান অক্ষয় প্রাণে
দুর্গত দেশে বঞ্চিত ত্রাণে
তোলে চৈতালি সুর

ওরা ভাবে ঢাকে কাল-বৈশাখী
মরণভিখারি শ্মশানের পাখি
মশানে পোড়াবে মেঘ

মে-দিনের গানে আসন্নত্রাণে
হে লালকমল হে নীলকমল
নাগপাশ ছেঁড়ো প্রাণ সন্ধানে
স্বর্ণলঙ্কা চুর

ওরা কি বাঁধবে সমুদ্রশ্বাস
বৈশাখী মেঘ ঝড়ের বাতাস
রুধবে বজ্রবেগ ?

মে-দিনের গান কালবৈশাখী
ঝড়ে ডানা ঝাড়ে শ্মশানের পাখি
মরণই মরণাতুর

হাজার শকুন ওড়ে পথেঘাটে
মরিয়া ছলায় শত পাখসাটে
ঢাকে নাকি ঝোড়ো মেঘ ?

হে পৃথিবী আজ এরা উন্মাদ
তোমার সত্যে বৃথা সাধে বাদ
যুগান্তে ভঙ্গুর
কুটিল ! ভেবেছে কেউটে কামড়ে
কোটালে শকুনে পাখায় চাপড়ে
রুধবে বজ্রবেগ !

হে পৃথিবী মাতা ! বিশ্বজননী
দৃঢ় পদে কড়া হাতে দিন গণি
আশ্বাসে ভরপুর

বিশ্ব-মাতার এ উজ্জীবনে
বৃষ্টিতে বাজে রুদ্রগগনে
লক্ষ ঘোড়ার খুর

বিশ্ব-মাতার কোটি সন্তান
দেশে দেশে তোলে তুরঙ্গ গান
অমোঘ নিরুদ্বেগ

কোটি জলকণা এই জনতার
কালবৈশাখী রোখে বলো কার
মেশিনগান বা চেক ?

হে পৃথিবী মাতা নীল ধারাজলে
বিদ্যুতে বাজে পুড়ে খাক জ্বলে
হে লালকমল হে নীলকমল
পোড়া চোখ শত্রুর

দুই হাতে ডাকে স্বাগত স্বাগত
পথে ঘাটে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে শত
উত্থান-বন্ধুর

মিলিত হাতের মে-দিনের মেঘ
তাজিক কাজাক রুশ উজবেগ
হে লালকমল হে নীলকমল
হাজার কসাক মেঘ ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস

মাছি ভন্‌ভন্‌ ওড়ে ভন্‌ভন্‌ !
শতেক ডায়ার শত ডনোভন,
শত ডায়ারকি, খাচ্ছি চরকি
প্রাণহন্তার বাজি, প্রাণমন

পুড়ে ছাই সব হল, যাও কোথা
কোথায় পালাও ? চারিদিকে গুঁতা,
এদিকে চোরাই বাজার, চোর যে
নিয়ে যাবে তুলে ঘর যে দোর যে !

তার চেয়ে শোনো মাছি ভন্‌ভন্‌
নরকের জ্বালা দেখ জনগণ !
তুলো নাকো হাত মুণ্ডনিপাত
নরকের মাছি কে মারে কখন !

পাড়ায় কয়লা নেইকো ? ময়লা
প্রচুর প্রচুর হাটে ও বাটে
তেলের সরষে চোখেই ঝরছে
ময়দা ফয়দা জাহাজঘাটে ?

কোথায় পালাও দেশে যদি যাও
উপোসির হাড়ে পাহাড় গড়ে
দাঙ্গা বাধাতে পারে রে, পালাও
কোথায় ? চড়কে কে কোথা চড়ে !

তার চেয়ে শোনো নেবাও উনুন
পশ্চিমা লূর গাও শত গুণ
বাঁচতেই হবে ? ভাতে ভাত খাও
বসন্ত টিকা টি এ বি সি নাও

পাকিস্তানে ও বঙ্গভঙ্গে
খালিপেটে নাচো পিশাচরঙ্গে
যেয়ো-নাকো গাঁয়ে তেভাগাকুহকে
চেপো-নাকো ট্রাম, যেয়ো নাকো ডকে

ভদ্রলোকের নরকেই থাকো
নেহাৎ না হয় থেকে থেকে ডাকো
কোথায় ডায়ার কোথা ডনোভন্
মুখে মাছি চোখে মাছি ভন্‌ভন্ ॥

আমরা

জুল্ সুপেরভিএই

আমরা যে আত্মহারা প্রব্রজ্যায়,
বাহুতে যে প্রতিষ্ঠ স্বদেশ ,
প্রত্যেকে ধরেছি ইষ্ট সঙ্গোপনে,
ভাবি কেউ পায় না উদ্দেশ ।
দুর্লভ শ্রেয়সী হাতে, কী উদ্বেগ
জন্মমৃত্যু মুহূর্তে উচ্ছ্বসি—
আবির্ভূতা—এ কি সেই জন্মভূমি
স্বর্গাদপি সেই গরীয়সী ?
প্রত্যেকে ধরেছি মূর্তি—যথাশক্তি,
প্রত্যেকেই বাহুর তর্পণে
প্রত্যেকে আপন বিম্ব দেখি বুঝি
অন্তহীন অতল দর্পণে ॥

নীরদ মজুমদারের জন্য

হির্‌নার টিলা লালে লাল হল মেঘডম্বরু নীলে,
সবুজ ও লালে লাল ।
বাবুডির আঁকাবাঁকা লাল পথ মেঘে ও পলাশে শালে
একাকার প্রায়, পিসারোই নাজেহাল ।

ত্রিকূটে আজ উত্রিল্লো-ঘন গ্রাম্য গলির মায়া
শরৎ মেঘের হঠাৎ বাংলা-ঘেঁষা অশ্রুর নীল,
থরো থরো কাঁপে ফিরোজা সমুখে বিল
সহৃদয় নীলসঘনঘটায় দিঘারিয়া দূর, দূর
ত্রিকূটে জড়ায় দোঁহায় পুবের হাওয়ায় হারায় কায়া।

উৎরাই আর খাড়াইতে চোখে জুটেছিল আস্বাদ
মুক্তির নীল শ্যাম মরকত শুচি কাঁকরের লাল।
ধানের সবুজ নেমে যায় স্মিত মাঠের পান্না টানে—
সপ্তদশীর স্বচ্ছের জের তিরিশে শ্যামলে খাদ,
পাহাড়ের নীলে সিরিয়ার কালো বাধে না বিসম্বাদ—

মানুষেরই বাধা, চুরাশি মৌজা, একগাঁটি জোটে ধুতি।
তবুও অসীম ধৈর্য হৃদয়ে, বাহেঙ্গা প্রাণ বাঁচে
অমর বাহুতে, আউশের খেদ আমনের আশা যাচে,
বাজরা ভুট্টা যা হোক, থাকুক হিম্মৎওয়ালা প্রাণ,
চাষীর ঘরে যে অবিনশ্বর অক্ষয় সে বিভূতি।

ছড়ায় নীলিমা, ছুটে আসে জল, গেয়ে ধায় সাঁওতাল
চন্দনা পারে শালবনঘেরা সান্ধ্য ঘরের দিকে
ত্বরিত গায়ক গাড়োয়ান ভাঙা হাট ছেড়ে চলে, শাল
বনের কিনারে, দুরন্ত টানে ছুটে চলে অনিমিখে
বেগের বন্যা রাখালের মেয়ে, আমরুয়া দেয় ডাক।

জীবনের কোন্ ইন্দ্রনীলের গভীরে যে ঝাঁকে ঝাঁক
বলাকারা জাগে, নীলিমার আগে ভাসে মানসের স্রোতে
মনে হয় জয় কাপড় চাহিদা ফসলের দাবি দাওয়া।
কালো বাজারের মূঢ় স্বার্থের দাগ ধুয়ে মিঠা হাওয়া
লাল পথে মাতে দেরোঁর সবুজে ত্রিকূটের নীল হতে।

স্বচ্ছ হরিতে জেগে ওঠে ঋজু শাল
আকাশ পৃথিবী ব্যেপে দানছত্তরে
ভেড়োয়াটাঁড়ের অন্ত্যজ গ্রামে গেয়ে যায় মেলা সুরে
রক্তিমপটে পিকাসোর পেশীসচ্ছল সাঁওতাল॥

গোপাল ঘোষের জন্য

দুরন্ত ঢেউ খাদে খাদে তুমি অক্ষয়যৌবনা
লাল মাটি তুমি একী তিরিশের খেলা ।
বর্ষণান্তে কার্তিকে আনো পরিণত স্বেচ্ছায়
উৎরাই আর খাড়াই অশেষ তরঙ্গঘন বেগ—
ক্ষণে ক্ষণে সংসারে কল্যাণী ক্ষণেকে বা উন্মনা
উর্বশী বুঝি, তিরিশ বছর তোমাতে খুলেছে মেলা ।
চপল হাস্যে লাস্যে মুখর কখনো বা স্বেচ্ছায়
সংহত সতী পাহাড়ের নীল, তরঙ্গঘন বেগ
চানোনের স্রোতে কখনো ত্রিকূট কখনো বা দিগ্‌রিয়া
বিন্ধ্য যুগের নগ্ন মাটিতে তোমাতে বিলাই হিয়া ॥

সংগীত

শান্তি আকাশে জ্যোৎস্নায় মেঘে নম্র আবেগে আর
শান্তি তোমার হৃদয়ের নির্ঝর
ঘুম নয়, নয় অস্থির দিন পাহাড়ের পরপার
গভীর সাগর প্রশান্ত সরোবর ।

স্তব্ধ আকাশ পাহাড়ের সার মৌন পৃথিবী দোলে,
নিগূঢ় ছন্দে সংহত সত্তার
ঘন তিমিরের নীলিমা নিথর মহাশূন্যের কোলে—
তোমার মেদুর শরীরে কণ্ঠহার

প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণিনৃত্য মধ্যমণির চূড়ে
মুহূর্তে পায় গভীর আহত যতি
শিল্পসৃষ্টি এই ক্ষণিকের ব্যাপ্ত কেন্দ্র ঘুরে
নটরাজে থামে, উজ্জীবিত যে সতী ।

অতন্দ্র চাঁদ জেগে ওঠে আলো তোমার ললাটে জাগে
নিহিত অগ্নি স্তব্ধতায় তুষার
শেয়ালের ডাকে ভাঙে না এ মায়া দূরের গ্রাম্য রাগে
সম্বাদী সবই তোমার পূর্ণতার।

এ নীল আলাপে কাটে না প্রাণের মীড়
আমার সত্তা তোমার মূর্ছনায়
দীর্ঘ সে মিলে তারে ও আঙুলে চিড়
লাগেনি, আকাশে মীড়ে মীড়ে দেখ ছায় ॥

স্কেচ

দুচোখ ধাঁধায় বাঁধ জ্বলে যায় লাল ঢলে জ্বলে হীরা,
দুটি ছোট বোন ছবি আঁকে, তারা ইরা।
রিখিয়া পৃথুল পুড়ে খাক হল শ্যামাঙ্গী দিঘারিয়া
সবুজে ও নীলে দূরের তন্বী প্রিয়া।
প্রখর মেঘের স্ফটিক বেগের উড়ন্ত জটায়ুরা
শরতের নীল আকাশে পাহাড়ি চূড়া।
বর্ষার ধসা লাল খাদ চলে অবিরাম উঁচু নিচু,
প্রবাল দ্বীপের হঠাৎ আবেগে হারায় সামনে পিছু।
এ আলোছায়ার ইন্দ্রপ্রস্থে দিশাহারা চোখ—ইরা
তারাকে শুধায় মাটির মায়ায় শালে ও পলাশে হীরা
চুনিপান্নায় কে বসায় জানি, অসংখ্য রেখা টানে!
মেদুর তন্বী টিলাগুলি নীলে মেলে অগম্য হিয়া
বিলায় হৃদয় দূর ত্রিকূটের সংহত সম্মানে
ত্রিকালের মতো কঠিন ত্রিকূটে চেয়ে থাকে দিঘারিয়া ॥

পারুলের ছড়া

তুমি ভাব ভাঁড়ে ফুটো হবে-নাকো বটে
সুয়োরানি তুমি চেন না তোমার দুয়ো ।
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে /
তুমি জান- নাকো তোমার রাজাও ভুয়ো ।

লুটপাট করো দাঙ্গাহাঙ্গামাতে
তোমার প্রতাপ কোটালের চালে রটে
লুটে পুটে খাও যত পার দুই হাতে
সে পচা মরাইয়ে সে কার মরণ ঘটে ?

কলকারখানা চালাও থামাও ডাহা
চোরাই খেয়ালে মরিয়া ধর্ম্মঘটে
নিমকহালাল দালালরা ডাকে আহা
সুয়োরানি ডাকে জুয়া খেলে সংকটে ।

মরিয়া ছড়াও নানা দুর্যোগে যাতে
ছোরাছুরি আড়ে জুয়াচুরি পড়ে চাপা
ভেঙে দাও দেশ ছিঁড়ে দাও নুন হাতে
জাহান্নমের লোভে দেশ চষো ধাপা ।

ভাবো কি তোমার ক্ষণিক মিথ্যা দিয়ে
চিরকাল তুমি চাল দিয়ে যাবে ডাহা ?
শেষ হাসিজেনো আমাদেরই, ডুকরিয়ে
কাঁদবে তো কাল, আজকেই দেখি আহা !

জেগেছে চম্পা, সাতভাই ভাবি বসে ।
তোমার কাহিনী ছেলেমেয়েদের চোখে
রটবে কেমন রাক্ষসে বর্গিতে
রূপকথা যেন, সে দিন কেই বা রোখে ?

দেশের কপালে তুমি দিনেকের সাজা
সুয়োরানি তুমি জান না তোমার দুয়ো
জান; কি আমরা আসলে তোমারও রাজা
আমরাই সাতভাই ! কাল তুমি ভুয়ো ॥

১৫ই আগস্ট

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ি

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতি বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিংবা মুদির চালায় শোনা যায় সেই রাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

জেগে ওঠে দেশ, জেগে আমাদের বিদ্যুৎ শহর
আশ্চর্য শহর, প্রাণের তুরঙ্গী তূর্যে
শহর শহরতলি হাতে হাত পাতা
কোটি লোক মাটির মানুষ বিভেদের নেই অবসর
জনাব কসুর—
মৃত্যুর সে খাঁই
ভুলে যাও ভাই শ্রাবণের প্রাণসূর্যে

আশ্চর্য শহর এই আমাদের প্রাণ
অলিতে গলিতে এর ধুলা জানি, প্রাণের সন্ধান
মেলে এই জীর্ণ দীর্ণ নোংরা এলোমেলো,
—ভয়ংকর থেকে থেকে দেয় মাথা চাড়া—
বজ্র ও মানিকে গাঁথা মধুর মধুর
এই কলকাতার পথে পথে ঘরে ঘরে
নিদ্রাহীন জয়ধ্বনি, চারণের গান
তীর্থযাত্রা এপাড়া ওপাড়া, একান্ত নির্ভর চোখে
লক্ষ লক্ষ কী দরাজ প্রাণ এ তীর্থশহরে দরগায়
আশ্বিন পূজার মিল হল বুঝি ঈদমুবারকে
আনন্দনিষ্যন্দন প্রাতে বিরাট ঈদগাতে

এ আনন্দ বন্যার আবেগে
বন্যার সমান
লক্ষ লক্ষ মানুষের খোদাই বাঁধের জল মানুষেরই হাতে
ছাড়া আজ কেবা রোখে

খুলে দিলে চাবি আজ ময়ূরাক্ষী দামোদরে
মাথাভাঙা তিস্তায়—সির্‌দরিয়ায় বুঝি বুঝি-বা নীপারে

বন্যা নয়, এ বুঝি-বা অভিনব ভাগীরথী প্রাণের বিন্যাস
ঠেলে তোলে পলিমাটি সচ্ছল ভরাটি
অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রবল ক্ষান্তি
মৈত্রী, শান্তি, প্রেমের উচ্ছ্বাস
যার তলে প্রাণের গভীরে ধীরে ধীরে চলে চির
সংহতির সুদৃঢ় আশ্বাস, নূতন আবাদ

উনত্রিশে জুলাই বুঝি ফিরে এল ভাই
মুক্তির আস্বাদে আগামীর জিন্দাবাদে
সৌজন্য অশেষ তাই অসীম সংযম
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
চৌমাথায় চৌমাথায় আনন্দের গাথা
ট্রাফিক শৃঙ্খল চলে ট্রামে বাসে কাতারে কাতারে
মানুষের ঝড় চলে
দগ্ধ দেশে জগ্ধ দেশে
অনাবৃষ্টি অনাহারে
আশশ্যাওড়ার দেশে
শ্মশান গোরের দেশে আগডোম বাগডোম
জীবনের ঝড় চলে
শ্রাবণের ধারাজলে
সুজলা সুফলা দেশে
মলয়শীতলা দেশে সোনার বাংলায়
কলকাতায় হাওড়ায়, বস্তিতে গম্বুজে
বেলেঘাটা কলুটোলা মুচিপাড়া কলাবাগানের
তালতলা চিৎপুর লালদিঘি বেনেপুকুরের,
বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ কালীঘাট চড়কডাঙার
অলিতে গলিতে
শ্যামপুকুর আলিপুর মেটিয়াবুরুজে
রাস্তায় সড়কে আশ্বিনের পূজা মেলে ঈদমুবারকে

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে

ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ !
বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজির প্রতিভাসে

এ তো 'অন্ধ প্রকৃতির বন্যা নয়, নয় দাবদাহ,
চাটগাঁর বীরত্বের পাহাড়ে প্রান্তরে
এতো ধূর্ত রাবণের মুখে তুড়ি
শ্রাবণের ফুৎকার
মানুষের মনের প্রবাহ
শাসকের শোষকের কূট চাল বানচাল
মহারাজাধিরাজ নবাব
তোমাদের কঠিন জবাব হানে বান্দা লাখো বান্দা বন্দী নয় আর
অবাক বিস্ময় ভয় স্বর্ণলঙ্কাপুরে
অমর্ত্য শহর এই আমাদের, অমর বাংলাদেশ
মরেও মরেনি রাম কী ভীষণ ধান্দা
আমাদেরই গান যায় গঙ্গায় পদ্মায় যার যার
এ সারি জহাঁসে
আচ্ছা আমাদের সুরে
উল্লাসের গান যায় লক্ষ লক্ষ জন্মদিনে উচ্চকিত রোলে
আকাশে আকাশে অতুলন
কলকাতার ঐকতান
খুলে দেয় রাত্রি শেষে সকালের প্রখর আশ্বাস,
অমর হিম্মৎ,
দুর্জয় শপথ
দেশব্যাপী ইমারত রাত্রিদিন স্বাধীন সমাজ সচ্ছল আকাশ
সাগরসঙ্গমে দিনভোর বিনিদ্র নির্মাণ ॥



অন্বিষ্ট

সূচীপত্র

অন্বিষ্ট

(প্রাণকৃষ্ণ পালকে)

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝরনা
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সরল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তির আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে চিলে শালিকে টিয়ায়
ট্রামে বাসে পায়ে পায়ে গ্রামান্ত শহরে কলে মিলে
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে বাষ্পে ছাপে রঙে রঙে আমাদেরও চিদম্বরম্

তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে
চৌমাথার মেড়ে দিনান্তের ছায়া নামে
বনস্থলী গ্রামে ঘরে ঘরে বস্তিতে বস্তিতে
কে কখন ফেরে গুনে-গুনে কে কখন যায়
আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ সাগরে
তাই, তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল, সেই সাতরঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্ত স্নায়ু হাড়ে,
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
খেতে ও খামারে, কুটিরে, টিলায়, লাঙলের ঘায়ে

শ্রাবণের মেঘে মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়

ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে
আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

* * *

আমার জীবনে তুমি দিনরাত্রি একান্ত আকাশ
হাওয়ায় হাওয়ায় সর্বদা নিঃশ্বাস
কখনও আষাঢ় মেঘে পুবালি বা শ্রাবণে সঘন
কোনো দিন কিংবা কোনো রাত্রে
উদ্দাম স্বেদাক্ত নৃত্যে উন্মুখর ঊর্মিল হাওয়ায়
তোমার উপমা
কিংবা মাঘে স্বচ্ছ খর নীল দিনে
কখনও বা সরল আশ্বিনে
হাওয়ায় হাওয়ায় করি অন্তরঙ্গ পরিক্রমা

তোমার জীবনে আমি আগন্তুক
আকস্মিক উৎসব কৌতুক
কিংবা এক উপহার জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে
এনে দাও যত্নে তুমি কিনে মহার্ঘ যৌতুক
তারপরে মুছে যাই সময়ের ভিড়ে
এদিকে ওদিকে কোথা ঝরে যাই দৈনন্দিন চিড়ে
কিংবা যেন বন্যা এক আসি
মহা আড়ম্বরে আর চলে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে

কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনও উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ?

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, প্রাকৃত রাত্রির নীলে
নীলাকাশে মেলে দাও ভাস্বর ঘুমটি দাও মেলে,
কত না ক্লান্তির ম্লান মুক্তিস্নান নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
অস্ফুট স্রোতগ বাক্যে এপাশে ওপাশে ফেলে
ভেসে যাও চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে

কত সূর্য নক্ষত্রের সমুদ্রব্যাপ্তিতে সন্তত আভাসে
ঘুমন্ত তোমাকে দেখি, কান পেতে শুনি, তুমি ঘুমাও ঘুমাও
নিদ্রাহীন পরিক্রমা, ঘুরি ফিরি চাঁদিনী প্রান্তরে,
পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝরনাধরা ঝিলে,
ঘুমন্ত সূর্যের নেভা বিদ্যুতের আহরণ-ঘরে
—দিকে দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিই না চুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরোথরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সংবিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ-আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—এখনও ঘুমাও

* * *

আমার কাজই হল দিন আনা দিন গুনে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

আমার হৃদয় এক আকাশের একটি হৃদয়
অনেকের এক পরিচয়
ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্তে বয়
শিরস্ত্রাণ আকাশের হাওয়া
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় আমার দুচোখে

শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে মেঘে লেগে খেতে খেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে পাহাড়ে উতরোল দিঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকাধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে
দেখেছি অকাল মেঘে কার্তিকের প্রশান্ত আকাশে
সূর্যাস্তের ঘোর বর্ষা রঙের হঠাৎ বন্যা দুরন্ত মেঘের দেশে
জবাকুসুমসঙ্কাশ সর্বনেশে ডাক
নিঃসহায় দেখেছি অবাক হাতে-হাত করেছি উপায়

আমার অনেকদিন হাতে হাতে দিন গুনে যাওয়া
প্রাণ ভ'রে গান ক'রে অনশনে গান শুনে যাওয়া
অনেক সূর্যাস্ত আর বহু সূর্যোদয় মৃত্যুঞ্জয়
অনেক হৃদয়ে দেখি অনেকের চোখে
সূর্যাস্তের অগ্নিবীণা সূর্যোদয় শীতল আলোকে।
তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারানের পারে এই মর্ত্যলোকে।

* * *

তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একচ্ছত্র প্রাণ।
মেলাও আজ ও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচিতে,
ফুলন্ত ফলন্ত হাওয়া মুক্তি পায় তোমার মুঠিতে,
বরণীয় তনু ঘিরে যে জীবন নিত্য স্পন্দমান
দু'চোখে তা উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জ্বেলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

ঘরে ও বাইরে তুমি জ্বেলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জ্বেলেছিলে যে শিখা দুটিতে
সে আলোয় দীপাবলি, দূর দূরান্তর সে সংগীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধুলায় পড়ে ? বরণীয় তনু হিম প্রাণ-
হীন প্রাণহীন প'ড়ে পথের ধুলায় প'ড়ে রক্তময় বসন্তের প্রাণ
এ কী বা সূর্যাস্ত শেষ কোনো সূর্যোদয়ে ?

ওড়াও ঊর্মিল বীজকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি
পাতো মর্মে মর্মে ভিতে ঘনিষ্ঠ সংবিতে
তোমার নিথর দেহ প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী !
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে সূর্যে পরাক্রান্ত গান।

২

একঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ি বাড়ি দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
আপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা নাকি ও বুঝি ধর্মঘট
মামলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট

আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
একঘেয়ে ভাদুরে ঘোলাটে
একঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নেতির আস্তিক আবির্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কী এ অবসাদ

মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কী বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র-পর্বত
কোন্ দূরে পাখসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জিপ লরি দোকান ফেরির-ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে

মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে
ভাসিয়ে শরৎ ঝরনা ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
ক্ষেতের আষাঢ় বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে
ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখি
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র-পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন করে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসবলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দ প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর ?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐকতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে

*   *   *

আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান
চোখে আনো ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মানসের নীল
তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল ।

আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে

আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তুমি আজো আত্মদান চাও বৈশাখীতে
দূর সমুদ্রের গানে কর্মময় তীব্র অভিযানে
তোমার সময় নেই অনাগত আমার সংগীতে
শব্দের মিছিলে ছোটো আষাঢ়ের আসন্ন প্রয়াণে।

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় মন্থিত কূজন
রোমাঞ্চে দুহাতে কবে তুলে নেবে আমার অঘ্রান ?

তোমাকেই চাই তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝন্‌ঝনা উপহার
আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।

* * *

স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়ক্ষতি লুব্ধ অত্যাচাব
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যূষ থেকে আনন্দের কণা
দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও।

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্তি মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা ।
অনেক বছর ধরে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড়.বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইঁদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যে হোক সে হোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম ।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি ।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জ্বেলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে ।
আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূর ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা, চরম মুহূর্তে শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্র নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে ।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি ।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো মন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের

শেষের টিলার নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আমারও দেশ, দুহাত মিলাও।

* * *

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জান- নাকো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি।
তোমারই পসরা, তোমারই তো পটে
রঙএঁকে বিকিকিনি
তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদানের বটে,
হাটে অঙ্গনে হৃদয়ের সংকটে।

তুমি চেন-নাকো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিংবা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোনে
কবে যে তাকাবে জনতা কিংবা খুশি হয়, নির্জনে।

আজ শুধু রাখি তোমাকে দুবাহু ঘিরে
পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ঢেকে
মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে
তোমার না-জানা দিনরাত ঘুরি ফিরে।
পড়োশিরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোকে,
কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে
কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউবা নদীর তীরে।

৩

(বৌধায়ন-কে)

আমাদের স্থান আর কাল
আমরা রচনা করি হাতে
আমাদের সন্ধ্যাসকাল
হাতুড়ি-মুখর সংঘাতে ।
তবু আমাদের ইলোরায়
স্থান কাল অলক্ষ্যে ঘোরায় ।

আমাদের রচনা তো নয়
এক-ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল
আমদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি ।

অতীতের শূন্য হাহাকার
শুনি না, গঙ্গোত্রী অতীত
স্রোতে ঢালি কপিলগুহার
সমুদ্রে মেলাই সংবিৎ
কিংবা গড়ি খোদাই পাহাড়,
নিজেরাই হাতুড়ি ও হাড় ।

আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল
ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে
দ্যাখো আছি আমরাই দূরে ।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দ্যাখো চেয়ে কালের মুকুরে ॥

*   *   *

যাই বল   তুমি, পরগাছা নই, বটে
পিপুলে   না হোক, শালে অন্তত উপমা
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে

তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে ।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য ।

শ্মশানঘাটের বটের ঝুরিতে তীর্থ
তোমার আমার মিলনে না হোক, তবুও
আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাত মন্দ সংগতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাই বা হলুম সংবাদ ।

সাহস হয়তো কমই, ছাড়িনিকো সংসার
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধিনি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদিঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহানায় ।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাগুনে
—আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার ।

* * *

তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে ।…
বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল ।

তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
কতকাল যে তোমার কানাকানি ।
তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ

তোমার আসা ইতিহাসের কাল ।...
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল ।
শতাব্দীতে তোমার পদধ্বনি
মুহূর্তের হৃৎস্পন্দে তাল
তাই তো দাও, ত্রিকাল তাই গণি
আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী ।...
বিজ্ঞ বলে বলুক না দালাল ।

পরমাগতি ! তোমার হাসি চোখে,
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে ?
কুৎসা শুধু কুয়াশা, হবে ভোর
ঊষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর !...
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে ।

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে ঊষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল..
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল ।

*   *   *

সুয়োরানি সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরানি পেয়েছে অমর ছেলে
তরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোনে

বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোনে
মহলে মহলে ঘুরে ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বা বর্তমান ।

সূর্যকে তারা প্রাকারে বাঁধবে বলে
আলোর স্বত্বে বলছে বানাবে কোড়া
বলে পরমাণু ফাটাবে স্বর্ণছলে
মারণ-মন্ত্রে মারবে প্রাণের ঘোড়া।

কুমিরপরিখা তবু পার হবে দেখো
কন্যা তোমার বন্ধুর দেখা পাবে
তোমার দুচোখে ভরসার হাসি রেখো
মাঠের সবুজ ঝলসাবে কিংখাবে।

তাইতো জাদুর প্রাসাদে কন্যা হাসে
তাইতো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেণী
কাঠকুড়ানির ছেলে কখন যে আসে
দুই চোখে দেখে দীর্ণ দুইটি শ্রেণী

বৃথাই প্রহরী বৃথা রাত করা দিন
বৃথা সূর্যকে সোনার শিকলে গাঁথা
অনেক দিনের অনেক বনের ঋণ
খাক করে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা

পরমাণু হল পরমান্নের ভোজ
মারণমন্ত্রে মায়াবী নিজেই মরে।
এবারে কন্যা মিলবে তোমার খোঁজ
লালকমলের খোলা আঙিনার ঘরে।

তাইতো প্রাসাদশিখরে কন্যা হাসে
বন্দিনী মেলে আকাশে আলগা বেণী
কাঠকুড়ানির ছেলেকে সে ভালোবাসে
হৃদয় যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী

মানুষ দুটির নিশ্চিতসুরে সাধা
হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা
তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়
মুক্তি তাদের নিশ্চয় স্থির জয়

তাই এ এদিকে জ্বালানি কুড়ায় পাতা
কাঠ কাটে আর কখনও বা দেয় আগুন

আর ওদিকে ও একা গেয়ে গেয়ে মাতে
দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন ।

*   *   *

তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস রথে,
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক । জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিআট্ ।

কী-বা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডূকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিংবা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক । আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে ।

তোমার সময় নেই, রথচক্রঘর্ঘর ধুলায়
উদ্দিষ্ট ছবির স্বপ্নে থরোথরো তন্ময় সন্ধ্যার
ঐশ্বর্য ঢাকেই যদি, তবু জেনো শমীর কুলায়ে
প্রাণের বিহঙ্গ গায়, প্রত্যক্ষের দুস্থ অন্ধকার
সারথি ! ঢাকে না যেন জীবনের ঊর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস ।

*   *   *

দেখ দেখ
তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বার বার
মরিয়া আবেগে
চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে
মাথা কোটে প্রাণের আশায়
সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ওই
তোমার আমার ।
মাথা কোটে প্রবল সাহসে
প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে
নিজেরই মাথায় চায় বসুধার স্তম্ভিত ছাউনি
বাসুকির ভার
সে তো নয় অপরাধী চোর কিংবা খুনি

সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাইতো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান
মৈত্রীর সংবাদে খেতে; মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমরাও
পাষাণে পাষাণে
চোখ দিই এ অন্ধ আবেগে
মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে
উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্বপাষাণ
কিশোর কুমার পাক প্রাণ
আমাদেরও পরিত্রাণে।

৪
(অশোক সেন-কে)

এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব গৌড়
কিংবা ফতেপুর কিংবা হরপ্পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ
ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ, শিল্প আজ দুস্থের সংবাদ।
আর বুঝি আহার্যের খোঁজে নামে কালের গরুড়
ছন্দের বিপ্লবী পর্বে। আর, চন্দ্রবোড়া শঙ্খচূড়
সতর্কে এড়িয়ে এসে বিজ্ঞ লেখে প্রত্নের বিবাদ,
নিয়ে যায় মূর্তি, ছবি ; শিল্পের উচ্ছিষ্টে তোলে ছাদ
আর জমে শীতকালে সপ্তাহান্তে টুরিস্ট-খেউড়।

শিল্প আজ ভূমিসাৎ, পুনর্সংস্কারের অতীত,
চিড়িয়ার নীড়, তবে নেই বটে অরণ্যের স্বাদ,
তথ্য, তবে সত্তা তার দোলায় না কারোই সংবিৎ—
গ্রামগ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ
ভেঙে দেয় সে তাহলে কুটিরের দেয়াল বা ভিত
ভাঙা ইঁটে দেবে বলে—শিল্পে দেবে প্রাণের প্রসাদ

*   *   *

সাজাই ত্রুটির মালা বুনি বাঁধি আমাদের অনেক তফাত
লিখি বহু মৌন বা সরব বাদবিসম্বাদ
তবুও স্মৃতির এ-কী দৌরাত্ম্য, বাগান
তোলপাড় দুহাতে উজাড় করে শূন্য করে
ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান ।

ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
জীর্ণ বালুচর তিক্ততার
ভাঙা পাঁচিলের পারে বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর
লাল মাটি কালো টিলা নীলাকাশে সুনীল শিখর
ঝর্‌নাজল পাড়ে পাড়ে অরণ্য সবুজ ।

অবিরাম হানা দাও একান্তে সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ,
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন ।

*   *   *

এখানে চোখের আলো ঝিলিমিলি জীবনের অন্ধকার ঘরে,
মানসের পাখি ছেড়ে সভ্যতার কর্কটশৃঙ্খল,
কষ্টিপাথরের চূড়া ছুটে চলে স্বচ্ছন্দ নির্ঝরে
প্রতিভার আবেগে প্রবল ।

ও কে ও সুন্দরী তন্বী শতধা যে হাজার মুকুরে
কত না দয়িত মুখ ত্রিনয়নে ছিন্নভিন্ন উরুবাহুহাত !

সন্ন্যাসী কি বুকে ধরে বধূকে এ বৈতালিক সুরে ?
বিজ্ঞানের নিষ্কম্পনিবাত

দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর ? আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নাও গের্নিকার দহনে ভাস্বর,
ধ্বংসেই বাসর।
পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর বারবার সমুদ্রের নিত্য অভিযান

নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ ?

একই হাতে কী দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর
শ্মশানে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরি প্রাণ
যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ণ রূপান্তর।

*   *   *

নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক
দুইতট উন্মুখর এক স্রোতে
শাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সংগীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও হঠাৎ জাগে আকাশে মাটিতে মরুভূমি
আশঙ্কার উল্কার আকাল
সন্দেহ বিদ্বেষ অপঘাত
প্রত্যহের স্রোতে আসে ভূতত্ত্বের বিলম্বিত কাল।
আমি চলি দুঃস্বপ্নের শুষ্কতায়, তুমি

তুমি আর নয় কি আমারও
এই অরণ্যতিমিরে অলকনন্দায়,
সিন্ধু বুঝি পলাতক, ভগ্নস্তূপ শ্বাপদসম্পদ
সমৃদ্ধ মহেন্‌জো-দারো ?

নাকি এ হঠাৎ গ্রীষ্ম হিমানীর উৎস ধারাজলে
ক্ষণিক পঙ্কল ? নিঃস্ব মানসের হ্রদে
নামাবে আবার বৃষ্টি গলবে তুষার

তুমি অপরূপ পাবে সেই তটরেখারূপ পাহাড়ে পাহাড়ে
টলোমলো তোমার স্বরূপ ?

* * *

নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে ওদিকে কয়েকটি লুকানো বাল্‌বে
উৎসব জীয়ানো শুধু । আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দুটি ঐকান্তিক, যুগান্তের কখন কী কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের
আপন স্বভাবে ।
আমার হৃদয় পায় তোমার শরীর ঘিরে মনের কিনার ঘুরে
অহরহ আপন সত্তাই, ভেদের মিলনমৃত্যু, দ্বৈতের একতা, বীজকল্প্র,
আমার দুচোখে তুমি দুইচোখ দেয়ালের ছবিসারি তোমাকেই ঘিরে ।
বধির বিপ্লবী সুরস্রষ্টা বুঝি বিরাটসংগীত রচে তোমারই ও নম্র
সত্তার সংহতি খুঁজে সমর্থন পেয়ে পেয়ে তোমার উত্তাপস্পন্দে
আমাদের কানে
পেশল আনন্দ-গাথা ঝন্‌ঝনিত অজেয় মধুর 'তেম রুসে' তোমার
একাত্মভাবে সহজিয়া গান তেম রুসে ।
নিভে গেছে পর্সিলেন পরীজ্বালা আলো, কয়েকটি লুকানো আলো
এ কোণে ওকোণে
আর আলো তোমার দুচোখে স্মিত আমাদের বর্তমানে মাধুর্যে
পৌরুষে মানুষে মানুষে
এই গানে বেঠোফেন কোন্‌দিন পাহাড়ে পাহাড়ে তরলসংগীত বোনে,
বুনে বুনে গোনে ।

* * *

চাইনা তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল ।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চলে যায় দিকচক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল

চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে
মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে সুরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার স্বরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলি হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্রা অমিত্রাক্ষরের।

*   *   *

আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিমের দিনান্তছটায়
দীর্ঘছায়া শালবন।

তবু লাল কাঁকরে মাটিতে
আস্বাদ ফুরায় নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।
বার্ধক্য পেশীতে শুধু
রৌপ্যকেশ বৃথাই রটায়
মুখে মুখে পাতাঝরা মাঘের খবর,
স্নায়ুর ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজও, হিরণ্ময় সত্যের বাটিতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালি জলের স্রোতে স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে।
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিংবা ফানুস—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে।
অস্তিমের তৃষিত পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।
তোমাকে তাই তো চাই, খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

১৪ই অগস্টে

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি ?
তনু-প্রান্তরে থামে নাকো যাওয়া আসা ?
হৃদয়ের দিঘি অবিরাম যে গো ডাকে
দগ্ধ দিনের তৃষ্ণিকা টলোমলো
তাই তার কথা বলা ছাড়া কাজ কই !

তোমরা চেন না, তাই কি মিথ্যা খুঁজি ?
তোমরা কি জান সূর্যের সোজা ভাষা
চাঁদের আলোয় তোমরা কি পাকে পাকে
স্বপ্ন খুলেছ জীবনের ছলোছলো
চোখের আলোয় ? তোমাদের চেনা বই

মিথ্যা কি এই দিন ও রাত্রি বলো ?
আকাশ কি শুধু ঘরের কোনায় পুঁজি
তেপান্তরের বটে শুধু ভয় থাকে
দিঘি বুঝি শুধু মাৎস্যন্যায়েই ঠাসা ?
তার কথা শুধু অসার কথার খই ?

তবে শোনো বলি জীবিকায় বল রুজি
জীবনের পথে তবে কেন বেঁকে চল
চক্রবৃদ্ধিহারে দাও ভালোবাসা
খাজাঞ্চিখাতা কেন সংসার ঢাকে
আর কতকাল চালাবে মিথ্যা ওই?

সেই ঘুরে ফিরে তার কথা বলি বুঝি !
হৃদয়ের মাঠে থামে নাকো যাওয়া-আসা;
তালদিঘি নদী, ঢেউ তুলে তুলে ডাকে
প্রাণের গভীরে, নীলজল টলোমলো—
চেন না এখনও, তাকে আমি চেনাবই।

দেখেছি মেলায় এক

শ্রাবণ সন্ধ্যার সেই মাতিস্ আকাশ
ময়লা চাঁদোয়া যেন এলোমেলো গোলমালে ও ভিড়ে
—কালেক্টরি দরবার বুঝি-বা।

মহকুমা সদরের শিবা সব দল করে ঘিরে
শখের কনসার্ট তোলে।
চলে বেচাকেনা লোকে ভোলে
মেলার মদিরা ঢালে দোকানিরা সাজায় পসরা
সস্তার বিলাতি মালে জর্মানি জাপানি
বেলোয়ারি টুকিটাকি, পুতুল, খেলেনা
চুড়ি, ছিট্ মনোলোভা, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের
হরেক বিস্ময় তোবা তোবা
দারোগা কুড়ায় মালা, জিলাবোর্ড কুড়ায় মুনাফা
—বাবুরা কি শুধুই বাহবা ?

এদিকে ম্যাজিকে মজে, রেকর্ডসংগীতে
ছাগল গিলেছে অজগর
ওদিকে বাঘের বাজি ঢোলক সংগতে যুবতীর নাটে,
এককোণে চলে সারে সার আব্‌গারি, ও কোণে চালার প্যাশে
পণ্যস্ত্রীর বেসাতে রোজগারি ঠিকাদার খাটে।
সদরালা গাঁটকাটার পাশে আসে খেতের মজুর
চলে মারামারি
চলে সারে সারে ক্ষণিক সভ্যতা আসে দুস্থ দিলরুবা
গ্রামগ্রামান্তের খেতখামারের ভাটিয়ালি রাখালি বাঁশির শত যুবা

দেখেছি মেলায় এক
সরল গ্রামীণ
সুস্থ যুবা, তরুণ কিশোর, গম্ভীর বৃদ্ধেরা
কুমারী, এয়োতি, সতী, গ্রামবৃদ্ধ শতশত জীবনে চঞ্চল
শিশুরা চলেছে সারাদিন
এলোমেলো বিশৃঙ্খল দুস্থ রোগদুষ্ট সভ্যতার
মুনাফায় ঘেরা
দুর্গন্ধ মেলায় হাজারে হাজারে
দেশের লোকের ভিড়

ভুলে যায় মাটি কোথা, দেখে নাকো আকাশের চিঁড় কোথা
শ্রাবণ আকাশে
বাতাসে বাতাসে শোনে না ঝন্‌ঝনা কোথা বাজায় শৃঙ্খল !
দেখেছি মেলায় এক তারই মাঝে গুটিকয় শিশু
উদ্‌ভ্রান্ত ঘোরে যে তারা ফিরে কে তাকায়
কোন্ গ্রাম, কোথা ঘর, খুড়ারা দাদারা কে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত শিশুরা
এ ওকে শুধায়, ভাই একেই কি মেলা কয় ? বাবুদের মেলা ?

তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে-খেলা
তাদের ধানের মাঠে তাদের নদীর ঘাটে শ্রাবণের ভরা হাটে
আশ্বিন আকাশে
তার পাশে এই কি সে মেলা ?
শিশু জানে গ্রামের মাঠের মুক্তি
শিশু জানে নদীর ঘাটের আর আকাশের
আমরা ছিলাম শিশু
আমনের আউশের
শ্রাবণের আশ্বিনের পৌষের
মানুষের মুক্তি জানি, মানুষের মুক্তি জানে
শর্তহীন চুক্তিহীন ঠিকাদার নেই
মুক্তির আকাশ
নন্দিতের বন্দীদের
বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে মুক্তি আনে মুক্তি আনি
সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা সেই
নিষ্কলুষ পৌরুষের নবীন হৃদয়
মুক্তির মানুষ
মেয়েরা, বধূরা, মাতা, ঠাকুমা হাজার
আর হাজার হাজার আমাদের নবীন হৃদয়
আমাদের, আমাদেরও !

আমরা ভেনেছি ধান, আমরা ভেঙেছি গম
জোয়ার বাজরা আর সর্ষে অড়হর
আমরা তুলেছি পাট আমরা বুনেছি শাড়ি গড়েছি পাথর
আমরাই ধরি হাল
আমরাই করি গান
আমরা দালাল নই মৃত্যুর চোলাই সোলা
স্নায়ুতে ঢালিনি আজও চোখে আজও জ্বালিনি ধুতুরা

তাই তো মড়কে তাই অপঘাতী মত্ততায় বন্যায় হৃদয়
আমাদের বিচলিত হয় আমাদেরই
আমাদের পৌরুষের গান
মানুষেরও, মানুষেরই
জীবনের আমাদের ব্যথার ব্যথী যে
আমরা সবাই নিজে সকল মানুষ সারা মানুষেরই বিরাট জগৎ
তারায় তারায় বাঁধা সূর্যে সূর্যে অণুতে অণুতে
চলিষ্ণু মুক্তিতে দীপ্র আমাদের জীবনের স্বাধীন আকাশ।

তবে তাই হোক। হার মানিনি কখনো
খণ্ডিত অণুতে পাই সমগ্রের সচল মহিমা সমুদ্রের ঢেউ
সারা বিশ্ব ছেয়ে যাই কোথা যায় বিভেদের সীমা
ভেবেছে কি কোনো
আণবিক বোমার দানব ইয়াংকি বা ইংরেজ কেউ
খণ্ডিত অণুতে এত প্রচণ্ড মহিমা ?
হার মানিনি কখনো
সেই রামের রাজত্ব থেকে রামরাজত্বের
স্বপ্ন আজও দেখি আজও শুনি সেই দীন এলাহির
প্রবল গম্ভীর স্বর।
প্রাণের স্বত্বের দাবি
কোটি কোটি চলিষ্ণু অণুতে কত রক্তস্রোতে কতনা অশ্রুতে
কত কাল নীলাকাশ সমুদ্রের নীল করেছে সুনীল।

কোথায় লুকাবে চাবি
কোন্ স্বর্ণসিন্দুকের নিচে ? কোন্ চটকলে বলো কয়লাখনিতে ?
কিসের ধোঁয়ায় ? কোন্ হুণ্ডি, কোন্ খতে ? কিসের গদিতে ?
কোনো কুচকাওয়াজেই রোখে না এ প্রাণের আওয়াজ.
মহারাজ ! মহাজন ! দেখ পিছে পিছে
আমাদের অনির্বাণ প্রাণের নদীতে ছুটে আসে কাল
ঐ মহাকাল মনপবনের নায়ে উদ্দাম উত্তাল
অমোঘ অব্যর্থ নিত্য একাগ্র করাল

ইন্দ্রপ্রস্থে
তুগ্‌লগাবাদের ধ্বংসে সাম্রাজ্যবাদের
নূতন দিল্লির ছন্দহীন বিরাট বহরে

মৃত্যুহীন মহেঞ্জোদারোর বণিকস্বপ্নের সেই মড়ক মৃত্যুতে
আমাদেরই বদ্ধমুষ্টি
কালের নয়নে
অগ্নি অণুকরকায় ঝরে গেল প্রয়াগের পাটলীপুত্রের অশোকের
অলৌকিক স্বপ্নের সে সিংহচক্র নিষ্প্রাণ পাথর ।
আমরা মানুষ বাঁচি আমরা মাটির লোক মাটির লোকের
জীবনে মর্ত্যের
বংশে বংশে রক্তদানে আগুনে অশ্রুতে গানে গানে
আমরা রয়েছি নিত্য মানুষের প্রাণের মশাল
দেশকাল এনেছি মাটিতে বাহুতে মুঠিতে প্রত্যক্ষ ভাস্বর
আমরা বেঁধেছি ওই নীলাকাশ বাহুর বন্ধনে
সমুদ্রে ধরেছি হাল পাহাড়ের ঘাড়
নামিয়েছি হলের মুঠিতে
সূর্যকে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নকে রাতে শত শত হাতে
বসিয়েছি কত! না শহর গ্রাম আবাদায় বাঘের জঙ্গলে
আমরাই দলে দলে

দেহমনে প্রেম ও প্রণয়ে মিতালিতে দ্বৈতের নন্দনে বেঁধে দিই ধুয়া
আমরাই কবি
আমরা খোদাই করি গান করি আমরা পটুয়া,
প্রেমিক, দোসর, মানুষের ছবি; মিল, হাজার বিন্যাস, তালে তাল
মুক্তির সম্বন্ধপাতে ঘনিষ্ঠ স্বাধীন
সৃষ্টিময়

তাই যদি হয় তাই হোক হার মানিনি কখনো
আমরা জনতা, জনসাধারণ, সাধারণ লোক
চাষি ও মজুর কবি শিল্পী স্রষ্টা
রাত্রি আজ করে দিই দিন তুড়ি দিয়ে শনিকে রাহুকে
হাতে হাতে মাটির সন্তান সব অমৃতসন্তান বুকে আশা
মুখে মুখে জীবনের ভাষা
শোনো বিশ্বে শোনো
কোটি কোটি মৃত্যুহীন তড়িৎ অণুর মতো বিরাট আকাশে
উদার আকাশে তাই আনন্দসংগীতে গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে
আমরা স্বাধীন ।

স্বপ্নে কাটে শ্রাবণঘন রাত,
প্রভাতেফেরি, ক্লান্তি লেশ নেই,
স্বপ্ন বুঝি দিনকে করে মাত,
তোমার দেশ আমার দেশ এই।
জীবনই গান প্রাণের প্রণিপাত

সোনার দেশ কোনো-ই ক্লেশ নেই
মরণপণ প্রেমের জয় জয়
রাতের বুকে উষার মালা বয়
সকাল-আলো, কোনো-ই নেই ভয়
আমাদের যে অবাক দেশ এই।

জানে না হার কাঁটায় ফুল তোলে
স্বপ্নে গাঁথে কর্মসূচি-মালা
প্রভাতফেরি চলে প্রাণের বোলে
মৈত্রী আর ঐক্যে রাত জ্বালা
রাত্রিশেষ নবজীবন রোলে

কী আনন্দ আনন্দ অসীম
রাহুর দল ভাবে মেরেছে শেষ
প্রথম ভোরে অবাক ক'রে দেশ
মেতেছে মিলে হিন্দু-মুসলিম
জলে স্থলে অসীম তার রেশ ॥

মুমূর্ষুর খেদ

শরশয্যায় উত্তরায়ণ গোনো
নাক্ষত্রিক লোকসংগীত শোনো
কুরুক্ষেত্রে প্রশান্ত শয্যায়
তুমি তো রাখনি ভীষণের ভয় কোনো
দীর্ঘ জীবন লম্বিত লজ্জায়
ধনুতূণীরের গায়ে।

বুঝি না তোমার পক্ষপাতের ন্যায়
ক্ষাত্রমহিমা যে কোন্ যুক্তি দেয় ।
বিদুর নও তো খুদকুঁড়া তোলো নাকো
সদসৎ ভেবে, তবু তুমি কেন থাক
কুরুপ্রাঙ্গণে দুঃশাসনের ভিড়ে
শত শকুনির নীড়ে ।

তোমার অমরপক্ষের কোথা মুক্ত আকাশে ভাসা
তোমার শুভ্র শিরের প্রসাদে ঢাক
কেন এ সর্বনাশা
কাকতালীয়ের ভাষা

বলো মহারথী ! সারথির ছেলে যাক্—
আদিম আঁধির কঠিন কুম্ভীপাক
হৃদয় যে তার কুঁকড়িয়ে করে খাক ।
তুমি নও দ্রোণ আশ্রিত সেনাপতি
তোমার প্রসাদ দাক্ষিণ্যেরই ক্ষতি
কেন এ সর্বনাশা !

তোমার আনন আরণ্যকের দেশে
তুষারতুঙ্গ গঙ্গোত্রীতে মেশে
তোমার আশিস্ সপ্তমাতার রূপে
প্রবাহিত ছিল কেন বা হারালে কুরুমণ্ডূক কূপে !

কোনো দিন তুমি বওনি রাজ্যভার
হৃদয় রেখেছ শুচি
কৌটিল্যের মদান্ধ সত্তার
নিঃশেষ করে দেয়নি তোমার করুণা, স্বচ্ছরুচি
প্রজ্ঞা তোমার সিংহাসনের কুহকে অন্ধকার
হয়নি একটিবার ।

তবু পিতামহ তবু পিতামহ কেন
দশটি দিনের দশবছরের দুঃস্বপ্নের কারা
গড়ে দিলে তুমি সারা
ভারতের প্রাণে সে কোন্ ন্যায়ের বলে,
কোন্ আঁধিয়ার ছলে

মুদ্রিত বামপাণির আড়ালে পেয়ে গেল—ওই তারা
পক্ষপাত এ হেন
দাক্ষিণ্যের সর্পিল কৌশলে ?

শরশয্যার নক্ষত্রের গানে
বিভীষণ বুঝি দেয় আজ হাতছানি ?
কিংবা হয়তো মরাগঙ্গার জলে মদ্যপ পল্বলে
বিষাক্ত মাটি ধুয়ে দেবে বানে চরম আত্মদানে ?

এ কোন্ দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছামৃত্যু জানি !

ঘুরেছি অনেক

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অম্বিষ্টের তবু বুঝি আজও দেখা নেই ;
সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বারবার হয়েছে হৃদয় । জানি অন্বেষার খেই
নেই কোনো আকস্মিকে, দৈবে কিংবা মুদ্রারাক্ষসের
হাতবদলের কোনো ক্ষেত্রড়নাট্যে, রাজন্যবাহারে ।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমে ও যশ-কুযশের
নেই কোনো মূল্যভেদ । ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও মিতায়—
জলে জলে যেবা ভেদ পল্বল ও সচ্ছল তিস্তায়,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায় ।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষাউৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে ॥

বিহঙ্গ সামুদ্রিক

পাহাড়ের ঢল ভেঙে নামে স্বচ্ছ শতস্রোতস্বিনী।
মাটির অমোঘ বাঁকে জমে তারা ; বিপ্লবীর ভিড়
দুরন্ত ঘূর্ণিতে ক্ষিপ্র, বেগবদ্ধ, হানে শত চিড়
তরল প্রগতি তার ; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি
স্রোতের পরম ক্রান্তি ; কোন্ দূর সমুদ্রের ডাক
মর্মে মর্মে তোলে সুর। খড়্গপুরে এই ভীমবাঁধে
হাভেলি প্রান্তরে মাতে লালজল স্বচ্ছন্দে অবাধে।
সূর্যাস্তের রক্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা,
শূন্যের প্রসাদ এক উষসীর মুহূর্তে প্রতীক।
ভাবি পাখি ? নাকি জল ? জলস্রোত, ঘূর্ণি, লালজল,
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল।
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক ॥

এলোরা

আকাশে তোমার মুক্তি ; যে কৈলাসে বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার ঊর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে নৃত্যের সঙ্গিনী ;
সেখানে নেই-কো সোনা কৌটিল্যের নেই কিঙ্কিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।

সে দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমার-সম্ভবে ;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে,
পায়ে পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী ভোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখো নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর।

আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর ॥

রামধনু

অন্ধ নইকো আলো আজও উৎসুক
নতুন সকালে শিশির ছড়ায় মরানদী প্রান্তরে।
বধির নইকো, হৃদয়ের কানাকানি
থেকে থেকে ঢেকে দেয় ঝরাপাতা মরাপাতাদের মুখর দিনের
গ্লানি।

আমের বউল কঙ্কালে ঝরে
জামরুলে মরে ফুল
তবু বৈশাখী কথা রাখে নাকো, তবু অভিসারে ভুল।
তমালের ডালে ঝুলাই হৃদয়, ঘাটে মড়কের বাসা।

তারা বলে ভালোবাসো,
কেউবা বণিক কেউবা গণক প্রাণের মানের চরে
সোনালি রূপালি চরে। ঘড়া ঘড়া তুলে ভরে
কালো কবন্ধ দস্তুর ভালোবাসা
কেউবা শুধুই বুলি দিয়ে যায় খাসা,
ভালোমন্দের ডালে আবডালে সাত-রানি খেলে পাশা।

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?
ঘরে বসে কী যে লিখে যাস হিজিবিজি
ওরে নির্বোধ শুনিস না পথে গান্ধীজি গান্ধীজি ?

সেদিনও তাদের গবেষণা বৃথা, আজও বৃথা পথে খুঁজি ।
বহুরূপী তারা, তারা জানে শুধু রংরেজিনির খেলা ।
তাই ঘৃণা, তাই যুগে যুগে দুত পাঠায়েছ বারে বারে ।

ধৈর্যের টানে জ্যাবদ্ধ রাখো ধনু
হে বীর অতনু আসন পূর্ণ করো
নয়নাভিরাম ছদ্ম আর কি সাজে
আকাশ বাতাস উদ্যত থরোথরো
অনাহার আর অনাচার সহে না যে
হানা দিয়ে যায় বহুরূপী মহামারী
হানো বৈশাখী টঙ্কারো হরধনু
গুরুগুরু মেঘে দ্রিমিকিদ্রিমিকি বাজে
বিশ্বামিত্র সামগায়ত্রী ধরো ।

দক্ষিণাপথে কল্কির খুর গাজে,
তবু বামাচারে নেই সহজের আশা
গালভরা সুখে ম্যাজিকে মজে না মন ।
বিন্ধ্য তোমার নোয়াই স্থাবর ঘাড়
ভূভারতে গড়ি পূর্বাপরের হিমে হিমে যে পাহাড়
পৃথিবীর মানদণ্ড সেই বিরাজে ।

কোথায় পালাও ? কাতরে শুধায় নির্ভয় নির্বোধকে
নাটুকে ডাকের নামাবলি গায়ে বৃথাই বাঁচাও চামড়া
চাঁটি মেরে বলো চম্পট কোথা দেবে যত করো চোখ লাল,
কাকে শোধরাবে শাসিয়ে ? শুধায় মন মার্-মার্-কাট্-কে ।

চুরি জুয়াচুরি জন্মে তার
নুলো বটে তবু রাজদুয়ার
সদা যায় আসে, উদোর পাপ
বুধো ভোগে—মজা এ দুনিয়ার ।

কত না নহুষ দক্ষিণ হাওয়া ফাঁপায় ফাঁসায় ফোলে
কত উভচর, মাটি পায় নাকো, ঝোলে
তবু আশঙ্কা তবু সিন্ধুকে মরা !
একঘরে,তবু স্বর্ণলঙ্কা ভরা !

ঐ বৈশাখী ! দক্ষিণে তার চৈতি ঘূর্ণি চুপ,
কালবৈশাখী ! দক্ষিণে তার উড়েছে সরীসৃপ
উত্তরে তার উমার আরাম কিংবা আনত সীতা
জনকদুহিতা আকাশে মেলায় মাটির জম্বুদ্বীপ
[illegible]দৈন্যের হরধনু বাজে পৃথিবী দীপান্বিতা ।

হৃদয় আমার লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
আমারও হৃদয়
শিশুর শুচি ও সুচির হৃদয়
আকাশে যখন রামধনু ওঠে রামধনু নীল আকাশে
ক্ষণিকপ্রাণের অক্ষয় বরাভয়
লাফ দিয়ে ওঠে খুশিতে
তোমার হাসিতে হে শিশু কুমার রাঙাসন্ধ্যায় আমারও হৃদয় ॥

দিনান্ত

দিন শেষ হয় রোজ
দীর্ঘসূত্র যুগান্তের ইন্দ্রপ্রস্থে মরণের ভোজ সেরে
সূর্য ফেরে প্রত্যহই সহিষ্ণু আস্থায় উদয়-শিখরে ।

বর্ণাঢ্য বিদায়ে তার ক্লান্তির বারতা
আকাশে আকাশে মুক্ত নির্বাচনে দু'হাতে বিতরে ।
তার পরে ঘরে যায় অন্ধকারে
যেখানে দয়িতা পতিব্রতা
কিংবা কোনো সেবাব্রতা হৃদয়সম্ভারে
হৃদয় বিলায়
যেখানে ঠিকরে বিচ্ছিন্নের পরম একতা
ইন্দ্রনীল নয়নের ক্লান্তির বারতা
সংসারের শান্তিতে মিলায় আসন্নের উদয়-শিখরে ।

দিন শেষ হয় রোজ
তবু পলায়ন কোথায় সম্ভব বলো
গ্রিস চীন ইরান কাম্বোজ
সব ঠাঁই একই দিন আজ সারা ভূভারতে দেশে দেশে
সূর্য ফেরে দিন-শেষে মধ্যাহ্নের মল্লের আখড়ায়
রক্ত-বস্ত্র রুদ্ধশ্বাস তাপ ফেলে প্রত্যহই উদয়-শিখরে
ছায়াস্নিগ্ধ ঘরে যায় সে নিষাদ
কপোতকপোতী সম ক্রৌঞ্চমিথুনের মতো আপন কুলায়ে।

দিনান্তে বিষাদ আনি হে শাশ্বতী তোমার প্রসাদে
তোমার প্রবাহে
ধুয়ে দিই প্রতিবাদে
সহিষ্ণু তোমার প্রতিষ্ঠায় হে সরযূ, প্রাণ-অবগাহে ॥

এক জলসায়

বন্দেমাতরম বলে যায় যাবে জীবন চলে

এক ঝাঁক গতিশুভ্র বলাকা
এদিকে এ কোন্ পারিজাতভুক্ পাখি !
এ কে গান করে ! আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান !
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকাবাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষারচূড়ায় স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ ।

কখনো নিথর হাওয়ায় সমান নীল নির্ভরে ভাসা
কখনো বা পাখা ঝাপটে ঝাপটে
চমকায় হাওয়া গতির দাপটে
সোনালি ঈগল কী দ্বন্দ্বে দোলে প্রাণ ।

হে চক্রবাক ! হে আমার যৌবন !

সন্ধ্যা সোনালি বয়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হতে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাঁতি—
এক ঝাঁক আলো, আলো করে গান—

দিনে রাতে করে কে মাল্যদান !
আরও এক ঝাঁক বকের বলাকা !
আহা এ-কী গান মিলিয়েছে পাখা
হৃদয় আমার বিলিয়ে দিয়েছে আমারও হৃদয় তাই

এই আনন্দ এই ভৈরবী ঝরে
এ কোন্ দোয়েল ডাক দিয়ে যায় এই শহরের ঘরে
হাওয়ায় ওড়ায় কুরুবক মন্দার
তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
সেই চেনা স্বর চিনি নাকো মুখ যার ।

হে চক্রবাক হে আমার যৌবন !
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন ॥

অবিচ্ছিন্ন কাব্য

পল এলুয়ারের জন্য

শুনেছি সেকালে নিরাপদ কবিগানে
কোনো কোনো কবি নিরালা মনের ঘরে
বেঁধেছিল নাকি কমল বনের এঁকে
কিংবা ওঁকেই—কোনো এক বীণাপাণি ।

আজকাল আর ব্যক্তিগত সে স্বর্গের
স্বপ্নও মনে সহজে আসে না কবিদের।

আজকাল ঘরে পাঁচিল ভেঙেছে, যাতায়াত
বিশ্বের যত বাস্তুহারার, কান্না
এবং হাসিতে নিভৃত আলাপও একতান ;
দিন আজকাল অনেক রৌদ্রে দীপ্ত,
সন্ধ্যা একালে আরো ঘনঘটা অন্ধকার,
সুপ্তিও ছেঁড়া দুস্থ রাতের কবিদের।

মালবিকা সেই যক্ষকান্তা মেঘম্লান—
তারাও একালে ঝক্‌ঝকে দিনে তলোয়ার
কিংবা সন্ধ্যা মেঘজর্জর যুগান্তে
তাদের বাহুতে কালবৈশাখী বিদ্যুৎ
তাদের নয়নে ফসলমাতানো বন্যা,
ক্ষুরধার স্রোতে গান ভেসে যায় কবিদের।

সুতরাং নাও একটি কবির স্বীকৃতি
ঘর ও বাহির এক, তুমি তাই ঘরনী,
বাসা বাঁধো প্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত ব্যারাকে,
তোমার বাহুর পটভূমি গ্রিক ফাঁসি-কাঠ,
নয়নে ঘনায় ছায়া স্বদেশের জনগণ,
আমি একজন সেই আসন্ন কবিদের ॥

* * *

ঘুরে ফিরে সেই স্বপ্নেরা পথে ঘোরায়।
রাত্রি আজকে মধ্যদিনের আগুন।
স্বপ্নে কেবলই রাত্রির বিধিনিষেধ।
ছেঁড়ে আর ঘোরে—নয় নয় কোনো ঘোমটায় ঢেকে নয়-
শীর্ণ নগ্ন পিষ্ট চূর্ণ পথ
শুধু রাজপথ

পথের মানুষ
পথের পুরুষ, মেয়েরা, শিশুরা
পথে পথে চলে অসহায় চোখ
মরামুখে জলে শাদা কালো চোখ

নিভন্ত চোখ, জীবন্ত মুখে জ্বালাভরা চোখ, মরিয়ার চোখ
স্বপ্নের চোখ স্রষ্টার চোখ

ভিখারির চোখ, গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথের বৃদ্ধের আর
বউমানুষের বিধবার আর ত্রিকালদর্শী শিশুদের চোখ
ঘরহারাদের, কারখানাছাড়া ছেলেদের আর মেয়েদের
যেন লাখো লাখো চোখে অগ্নিবর্ষী জঙ্গম পর্বত।

আকালের ভিড়, দাঙ্গার ভিড়, বঙ্গভঙ্গ স্বাধীনভারত
ট্রেডমার্ক ভিড়
আর প্রতিবাদী ছাত্রের ভিড় ছাঁটাইয়ের ভিড় ধর্মঘটের
ধর্মধ্বজের প্রতিবাদে ভিড়, দুস্থের ভিড়,
স্বপ্নের ভিড়ে শত রাজপথ শত শত ঢেউ চোখে চোখে নামে

আজ কেউ কাল কেউ-বা সেদিন
পাহাড়ের নীল নামায় নিবিড়
স্বপ্নের অতলান্তে
রক্তে এবং রক্তহীনের হাড়ে ঝলসায় রাজপথ
সমুদ্রে পর্বতে
দান্তে নরকে এ জীবন লেলিহান অনেক চোখের
স্বপ্ন আজকে মধ্যদিনের আগুন।

*　　*　　*

তুমি ভাবো ওরা করবে কণ্ঠরোধ ?
দ্বন্দ্বে তুলবে মন্থিত হলাহল ?
কত না চাতুরি কতই না কোলাহল
জাগায়, কখনো কাকুতি কখনো ক্রোধ
শতেক খেউড়ে নরমে গরমে রূঢ়।

ওরা তো জানে না ওরা যে কার পুতুল
ত্রিভুবনে আজই ওদের রাজার বাজি
কত সাধুকথা বেভিনের কারসাজি,
ট্রুমানের যত সত্যাসত্যে তুল
বুঝি না আর যে তাও কি বোঝে না মূঢ় ?

এর কানে দেয় ওর বিরুদ্ধে শলা,
ওকে গিয়ে বলে এরা কেটে দেবে গলা,

ওদের কুলে তো ওরা নয় প্রহ্লাদ
দেশ জুড়ে আজ খুঁজে ফেরে জল্লাদ
বৃথাই, বৃথাই এত মন্ত্রণা গূঢ়—

সমুদ্রে আর ওদের তো ঠাঁই নেই—
সে নীল এ দেশে এই নীলকণ্ঠেই ।
*   *   *
হারিয়ে সে তো যায় না, সে তো
কোনও মতেই মানে না হার
দিগ্‌বিদিকে আঁধি ঘনায়—
কোথায় এখন গেল কুমার !

দৈত্যদানো দিচ্ছে হানা,
ডালিমডাল ছিঁড়ল বুঝি,
তারা কি শোনে মুখের মানা !
জীবন দিয়ে মরণ যুঝি ।

কোথা কুমার ? পক্ষীরাজের
হ্রেষায় কবে ঘুমের দেশে
জাগাবে প্রাণ, সেই আওয়াজের
আভাস আসে, হাওয়ায় ভেসে ?

তাই কি কড়ির পাহাড় ভাঙে
হাড়ের ডাঙা ভিজে সবুজ,
হাজার মেঘে আকাশ রাঙে ?
জানি কুমার নয় অবুঝ

হারিয়ে সে যে যায় না জানি,
কোনো দিনই সে মানে না হার ।
ঘুমের দেশে দানোয় হানে,
ভাবছে তারা ঘুমিয়ে কুমার ।
*   *   *
তুমি কি নামাও মুখ ? কেন ঢাকো মেঘময় চোখ ?
তোমার যন্ত্রণা সে যে ক্ষুরধার জীবন আমারও
দিনরাত্রি, অপমান ব্যর্থতার নিদ্রাহীন ক্রোধ
আমার কপালে জ্বলে, কেন ঢাকো বিদ্যুৎ আলোক !

বিস্তৃত বিশ্বের কাব্য মানুষের দীর্ঘ সভ্যতার
চেতনা বিনিদ্র জ্বলে দিবারাত্রি, তাই এই রোখ,
তাইতো আমার চোখে দৈনন্দিনে এই প্রতিরোধ
আমাদের হতমান ম্লানমুখ ভাঙাঘর নিষ্পিষ্ট প্রত্যহে।

তাইতো অতীত জ্বলে, ভবিষ্যৎ তাই তো ন্যগ্রোধ
পল্লবিত। তুমি জানো এ তো নয় অভ্যাসে বা মোহে
মিনারের খেলা, এও ইতিহাস, প্রচণ্ড রচনা
জীবিকাবিজয়ী বাঁচা, প্রতিবাদ, বাঁচা, ভালবাসা—
অভিমান কাকে বল ? তুড়ি দিয়ে তাই কাঁদা হাসা,
প্রেমই জীবন গড়া—জীবনই তো প্রেমের ফাল্গুন—
সমতলে ভিত গড়া, আজ তাই জ্বালাই প্রেরণা
তোমার দুচোখে চোখ, অন্য চোখে কৈলাসই আগুন ॥

* * *

চেতনে অবচেতনে খুঁজি মিল।
মনে জীবনে শরীরে মনে দ্বন্দ্ব
ছেয়েছে আর সমস্ত নিখিল
স্বপ্ন আর মানে না বাধাবন্ধ
পূর্বরাগে মেলাতে চায় ক্রান্তি।

চেতনে অবচেতনে বাঁধি মিল।
মনে জীবনে একে অনেকে বিচ্ছেদ
তবু আহত সমস্ত নিখিল
প্রত্যক্ষে প্রতীকে তবু ভেদ
রক্তে কাঁদে সৃষ্টিময় শান্তিই।
তাই তো ভাঙে আজকে বিধিনিষেধ
কুলত্যাগী তাই তো সাধে ক্রান্তি।

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
যুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।
স্বপ্নে আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

শুশুনিয়া

বিরাট মৃত্যুর ডাঙা, এক ফোঁটা জল নেই, প্রাণ এক-ছিটে
না জানি কী অন্ধকারে কঙ্কালী কোটরে করে গৃধ্নুর মন্ত্রণা
স্বর্গহীন লুসিফর, বীল্‌জেবব, ম্যামনেরা ; মাটির যন্ত্রণা
থেকে থেকে ফেটে পড়ে বালিতে কাঁকরে অভ্রে লাইমে গ্রানিটে;
নিরন্ন নীরস নগ্ন, শু খায় তিলে তিলে নিসর্গ নিষাদ ;
একটু সবুজ নেই, শুধু সোনা, পোড়া; নেই কীটেরও আভাস,
শ্যাওড়াও মরে যায়, তারও কাঁটা মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের আশ্বাস ।

বন্দী তুমি তেপান্তরে, হে বন্দী পাহাড় । বুঝি তোমার বিষাদ
রুক্ষ কালো পাথরের মিরিয়ম কি শবরী তোমার প্রতীক্ষা,
সুবর্ণলঙ্কার দাহে পাবে তুমি প্রেম দেবে দূর্বাদলে হিয়া,
নবজলধররাম বনরাজিনীল তালীতমাল দীক্ষা
শালতোড়ায় পূর্ণ, খাদে শৈবালে ফাটিলে বাঁধা সজল আকাশ
অক্ষয় মানবগর্বে । দুখজাগানিয়া ওগো ঘুমভাঙানিয়া !
মৃত্যু গুহাহিত স্বপ্ন শালবনে পাথরে সবুজ শুশুনিয়া !

শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব

শিল্পী জানে, কবি জানে, যেহেতু প্রেমিক তারা, তাই জানে
দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা ; জানে সমাধা দুরূহ, তবু আশাও দুর্মর,
বস্তু ব্যক্তি বিশ্ব ব্যক্তি বিষয় বিষয়ী রূপে রূপে
রূপেরই জীবন্ত দ্বন্দ্বে শত জিজ্ঞাসার রূপান্তরে আশা,
তবু নির্বাহের শব্দের ছন্দের দ্বন্দ্ব উপমা পেয়েছে
হৃদয়ের অভিযানে কারখানার বসতিতে খামারে গদিতে
ব্যারাকে ব্যারাকে । কাব্যের যুদ্ধের মিল আজ মেলে
অশ্বমেধ তীর্থযাত্রায় না, বারিকেডে, কলমে না, মিছিলে মিছিলে,
সংগঠনের স্রোতে গঠিতের সংহত সংঘাতে ।

কথাকে যে রূপ দেবে গণ্ডিতে অধরা
তীব্র অনির্বচনীয়ে বেঁধে দেবে নির্দিষ্ট নিশ্চিত
ঐতিহ্য যেখানে জীব্য সচল মুষ্টিতে,
বর্তমান ঐকতান ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে—
গলির মোড়েই, তবু অফুরান কোথা সেই সাধনার সীমা
সেই গলির সীমানা ? শব্দে শব্দে প্রতিযোগ
সাযুজ্যের স্বাতন্ত্র্যেই যোগাযোগ, উভয়ত সমতায়
বিলুপ্তি তো নয়, সেই গলির সীমানা, পায়ে চলার পথের
শেষ কোথা, ম্যাকাডাম রাজপথ নয় । শব্দে শব্দে প্রতিযোগ,
ঘাটে ঘাটে ভাবো নদী, বাংলার ঘাটে ঘাটে
একই শব্দে শত রূপ শত প্রতিবাদ জমে শত ব্যবহারে,
কিছু তার ভেসে যায়, কিছু ধুয়ে, কিছু রয়ে জীবনে জীবনে
ঘরে বাইরের স্রোতে মুখের আলাপে ।
অক্ষরে অক্ষরে স্বত্বের সংগ্রাম, দায়ভাগের বিন্যাসে
যোগে ও বিয়োগে আর নব আগন্তুকে, অভিধা ও ব্যঞ্জনায়
দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের পালা, স্বরে সুরে সংঘর্ষ সংযোগ ।
একটি বাচনে কাঁপে একটি ভঙ্গিতে সমস্ত ভাষার
বাংলার, ভারতের, মানুষেরও সমস্ত অতীত (অবশ্য একটি ঢেউ)
সম্মুখীন মোহানার ঘোরে ফল্গুস্রোতে ভবিষ্যতে—
অথবা বন্যার তোড়ে বাঁধের সংস্কার—নাকি কেটে দেবে খাল ?

একটি কবিতা তাই উৎসারিত মর্মান্তিক আততিতে
মুখোমুখি বর্তমানে মুহূর্তে সঙ্গিন—
রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারাগরক্তসম তন্দ্রাতলে হয়ে যায় লীন
কিন্তু যা যাবার আগে উঁচায় সঙ্গিন
সেইরকম মুহূর্ত
অনার্য আর্যের, কৃষক ও শাসকের, বৌদ্ধ আর ব্রহ্মণ্যের
গৃহস্থ ও ধনিকের, স্মার্ত আর লৌকিকের, শ্রমিক ও ধনিকের
স্থানে কালে প্রায় অন্তহীন দ্বন্দ্বের বিন্যাসে
অনন্য ও অন্যোন্য সূচ্যগ্র মুহূর্ত এক,
তবু তার আততির ভাষা একাগ্রসন্ধানী চূড়া
বিস্তারিত পাহাড়ের, শেষ যার অগোচর ,
তবু তার লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত অমোঘ
কৌরব রাজন্যে নয় অর্জুন বা একলব্যে জ্যামুক্ত সার্থক ।

খুঁজি সেই একলব্য চোখ, মন, হাত। দেখা যায়
সেই মন সেই চোখ হৃদয় রাঙায়, সে আঙুল বেঁধেছি মুঠিতে।
সেই সাধ্যে গেঁথেছি সাধনা। কাব্যে সে সন্ধান জীবনের।
একটি জীবন বটে, অনন্য, তবুও সমস্ত ভাষায় অন্যোন্যও।
তাই জাঠায়, মিছিলে, শোভার সন্ধানে যাত্রী মিটিঙের মুখে

কাব্যের যমক, অনুপ্রাস, উপমা বা উৎপ্রেক্ষাই
যে দাবি জানাতে হবে; যে জুলুম বন্ধ কর্‌নে হাঁক
সে দাবি কবিতা, সেই জুলুমের জ্বালানি আমরা
সবাই, মানুষ, শিল্পী, কবি। অস্তিত্বের মর্মে মর্মে
জীবনের রক্তে রক্তে, চৈতন্যের অস্থিতে অস্থিতে
জুলুম ও দাবি লড়ে অতলান্ত আততিতে,
তাই তো দ্বন্দ্বের স্রোত কোটালের বান আর
এদিকে স্বপ্নের কূপও, আর্তেসীয় কাব্যের নির্ঝরে
তাই তো হাজার শিলা, যন্ত্রণার অস্থির সংস্থান।

শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর চাই
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমে
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
যোগাযোগ অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
ধ্বংস হোক গাই, অভিধার স্বত্ব-নিপাতনে
ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।

তাদের চোখের ব্যঞ্জনায় আমি যে দেখেছি
উত্তোলিত বাহুর মুষ্টিতে, প্রবল আওয়াজে
সম্মিলিত পদক্ষেপে সমাহিত অতীত জীবন
বর্তমান জীবনের বিন্যাসের যোগাযোগে উৎসারিত
ত্রিকালের মুহূর্ত-চূড়ায় চূড়ায়িত, লক্ষ্যভেদে তীর কিংবা বর্শার ফলক এক!
মৃত্যুঞ্জয় তাই তো জীবন, জীবনে মরণে একাকার।
কবিতার সমাধান জীবনে গোচর। আজ, কবিতার
আত্মদানে, যেন মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পর্বতশিখরে।
হয়তো শিখরও ডোবে ঊর্মিল কল্লোলে, হয়তো বা
প্রাণ দেয় গুলির জুলুমে, হয়তো বা মাথা তোলে,
জেগে ওঠে উপলক্ষ্যে, ভাষণের দাবি কিংবা প্রয়োজনে,
মুখ্য নয়, হাতিয়ার, একাগ্র সঙ্গিন।

শব্দ ভাষা ছন্দ ইত্যাদির মুষ্টিমেয় গঠনের
সংবেদনের দ্বন্দ্ব জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুষ্টিবদ্ধ,
গৌণ কিন্তু অকৃত্রিম, চালিত এবং আন্তরিকও,
একতার বহুধাসাধনে মুঠি মুঠি প্রতিবাদ
জুলুমের দাবির সম্বাদ। সর্ব কাম ত্যাগ ক'রে
এই তবে। বাকি সে তো একান্তে তোমার
অদ্বৈত-নিশ্চয় কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতে সম্ভোগ-দ্বন্দ্বের
বিলাস, সে তোমারই দায়, তোমার হৃদয় মনে কি মাত্রায়
মিলনের কী-বা রূপ দেবে, সে জানো তুমিই
পায়ে চলা দীর্ঘ গলি নাকি দ্রুত প্রশস্ত অ্যাস্‌ফল্ট রাজপথে,
রূপ তোমার জীবনে কবিতার নব কলেবরে রূপ
বিশ্বরূপ জনগণে, প্রত্যক্ষে ও অগোচরে যেদিকে তাকাও।
ক্লৈব্যে নয়
রচনায় সংগঠনে শিল্পে কর্মে আততির সচেষ্ট সংযোগে ॥

তুমি কর গান,
তুমি আঁক ছবি,
কর্মে রচনা কর তুমি নব প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।

* * *

আভাস পেয়েছি। তবু নীলাকাশে আসে না নেমে,
নানান রঙের মেঘমালা আজও দু'চোখে ধাঁধে।
ঊষসী! সে কবে ধরবে হৃদয়ে এ ঊষা হৃদয়
কবে স্বাধিকার-প্রমত্ত দাবি ছাড়বে বলো
কাকতালীয়ের অন্ধ-যযাতি কার্যকারণে রাজজীবিকা ?

তবুও দেখেছি রুদ্ধ মেঘের অনেক ফাঁকে
সূর্যোদয়ের মিছিলে মিছিলে সূর্যাস্তের
ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে শুরু আলোর ডাকে
নবজীবনের সন্ধ্যাভাষায় আকাশসভায়
রঙের সপ্তসমুদ্রপারে স্বচ্ছ আকাশ।

উর্বশী ! সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ উর্ষা হৃদয় ?
কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি ?
তিন-পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়
খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ ?
আভাস ! পেয়েছি হে অনামিকা ।
* * *

তারার দীপাবলি নীলে নীলে,
দেয়ালি গাঁয়ে গাঁয়ে দীপাবলি
পাহাড়ে আঁধারের কোলে কোলে !
তোমার ছায়াপথে আমি মেলি,
চাঁদিনী! আজ তুমি কি অমাবস্যা
তোমাতে এ-তমসা যাক মিলে

মশাল ঘোরে মাঠে হাট-পথে
ছেলের দল চলে মেয়ে কত
দেয়ালি দিলদার কার সাথে
কে মেলে হাতে হাত, আজ রাতও
ঝুলন, নাকি রাস ! হে অমাবস্যা
তোমার নীলে নীল স্বপ্নাহত

আমার নীলাকাশ, তোমারই যে
প্রাণের দীপ জ্বালে শতশত ।
হৃদয় জ্বলজ্বলে, আশাহতও
ভাষায় জেগে ওঠে, ঢোল বাজে
নাচের ফুলঝুরি, এ-অমাবস্যা
তোমার দেয়ালিতে পায় নিজে ।

জ্বালাও দীপাবলি, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—
আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে খেতে কলে
খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ ॥

* * *

গান গেয়ে গেলে, মনপ্রাণ সুরে সুরে
ছড়াল হাজার ধারে,
সন্ধ্যা-আকাশে ছড়াল যেমন মেদুর চূড়ার পারে,
হাজার আলোর ঝরনায় সুরে সুরে
মধুর তোমার দূরবিদেশের সুরে
দাক্ষিণ্যের ভারে।

শোনো ওগো শোনো সিন্ধুপারের পাখি
এ রাঙামাটিতে হৃদয় মেলাবে নাকি
এ নীল আকাশে দুবাহু কি বাঁধবে না
বালি-ঝিরিঝিরি সোনা-ঝলোমলো জলে
করবে না পারাপার
আঁচলে কি তুলবে না
চেনা চামেলি বা হেনা ?

তুমি কি কেবল স্বপ্নেই দেবে ডাক
বেহাগে বাজাবে বীন ?
সূর্যোদয়ের রক্তে কিংবা সূর্যাস্তের মেঘে
পুবপশ্চিম রাঙা
আকাশ শিকলভাঙা
ঘুমভাঙানিয়া
তোমার গানের সুরে সুরে ঘুরি ক্লান্তিবিহীন জেগে।
এ পূর্বরাগ পাবে না ক্রান্তি ?
দিন তো রাত্রি, রাত্রি করেছ দিন।
* * *
এখানে কঠিন মাটি, পাথর কাঁকর লালমাটি
উৎরাই খাড়াই, রুক্ষ মাঠে মাঠে তরঙ্গিত ঢেউ
জল নয় শুষ্কতার, তারই মাঝে এরা কেউ কেউ
আউশ কেটেছে, কেউ বুনেছে আমন, কয় আঁটি
পাটও দেখি এক ঘরে, সর্ষে কেউ কেউ অড়হরে
এনেছে খেতের রঙ প্রাণের রঙের সোনালিতে,
কঠিন মাটির তারে এরা সুর জীবনের গীতে,
এরা কেউ হার মানে নাকো আজও বাঁচে ঘরে ঘরে
জন্ম প্রেম দ্বন্দ্ব আর মরণের অমোঘ আকাশে,
এদের নক্ষত্র-গান ক্ষয়হীন আকালে অসুখে !

গাঁতায় করাও চাষ সম্মিলিত মরাই খামারে
মিলুক ধান ও বাহু, রাত্রি আনো চেরাগের পাশে
চোখে জ্ঞান বন্ধ হাত সুরে সুরে এক সুখে-দুখে,
যেখানে ফলন্ত মাটি বর্ষফল ছড়াবে সবারে ॥

*　　*　　*

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের আগুন লাগল
সে আলো কি আজ দিঘারিয়া বেয়ে সন্ধ্যা ?
নীল পশ্চিমে ফেরার মেঘেরা জাগল
জবা চাঁপা সোনা ফিরোজা হাজার ঝরনা ।
দুচোখে ঝলসে ভাঙে বুঝি কারাবন্ধ ।

জ্বলে দিগন্ত, রঙের মুক্তি, তুমি বিদ্যুৎপর্ণা,
তার মাঝে যেন প্রাণের প্রতীক ছন্দে
তোমার স্বচ্ছ যাওয়া-আসা, যেন প্রাণের হরিণ মাগল
তোমার পায়ের কুরঙ্গ মিল কিংবা বুঝি-বা লাগল
ঝিরিঝিরি স্রোতে হাতে-হাত বাঁধা দ্বন্দ্ব ।

ত্রিকূটে যে সেই ভোরের স্বপ্ন লাগল
সে-আলো কি আজ তোমারও হৃদয়ে জাগল ?
সে-আলো কি আজ জাগে পূর্ণিমা চন্দ্রে
হাজার তারায় ? ভোরাই স্বপ্নে সন্ধ্যা ?
আমারও স্বপ্ন ইন্দ্রধনুকে ভাঙল
ছড়াল আকাশে রঙের বন্যা ! তুমি সে মুক্ত ঝরনা ?
আমার চামেলি আকাশে আঁধারে গোলাপবন কে হানল ?
কার গানে জাগে ঘুম-ভাঙানিয়া বনশিউলির গন্ধ ?

*　　*　　*

গাঁয়ের ওপারে নদী বেগে প্রায় ঝরনা,
পাহাড় ডিঙায়, পাথরের ঘায়ে পাথর ভাঙে,
শত বাহু চলে শুভ্র, রূপালি, বালিতে ধোয়া
আলোকে স্বচ্ছ, ছড়ায় করকা, যেন অপর্ণা
হিমানীর স্বরে ডাক শুনে রাঙে
ছুটে চলে কোথা লেগেছে আগুন ধোঁয়া
কী দক্ষ-নাটে, ভস্মে সে কোন্ !

অবাক শালের পলাশের বন !
চলে নদী বেঁকে অমোঘ গতিতে গাঁয়ের পাশে

দুর্বার গতি বাঁধ ভেঙে ভেঙে বেঁকেছে গাঁয়ে।
তবু কে বিলাসী নহুষ লোভে
টানবে নদীকে বাগানে বানাবে সখের সেতু
জাপানি বাগানে নকল কাশে
বিলেতি কাঁকরে কারারা-য় গড়া মেয়ের গায়ে
ফোটাবে ফোয়ারা, চায় সেহেতু
মরে যাক নদী খাক হোক গ্রাম তবুও বাঁয়ে
জলে টানো রাশ, মরিয়া রাগে
পাথর চাপায় মূঢ় শাস্তিতে চাগুড় চাগুড়
যেন পেয়াদার অন্ধ চাপড়।

তবু নদী চলে সফেন মুখর
তবু জলে জলে ঘূর্ণি জাগে
ট্রামের তড়িতে ট্রেনের আগে।
আরো আনো আরো পাহাড় পাহাড়
কড়ির পাহাড়ে আছে যত হাড়
সিপাই সাস্ত্রী যত অনুচর
দাগাও দালাল লাগাও কামান কোটালের বান নদীর বাঁকে।

নিস্রোত নদী, চলে না ধারা!

তবুও নিথর পাখির ঝাঁকে জলের বাঁকে
চলুক চাবুক, তবুও সারা
ফল্গু অচল, দিক্‌বিদিকে
একদিক তার যাবেই গাঁয়ে
যাবেই বাঁয়ে সে,নিয়েছে শিখে
ধর্মঘট কি? নদীর ধারা
ইতিহাস যেন, ব্যর্থ করেছে সব পাহারা
চঞ্চল প্রাণ পাহাড়ে ঝরনা
তাই হিমহ্রদে গোপন কি আজ পূর্বরাগে
স্তব্ধ তাপসী তাই অপর্ণা?

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি হাওয়া ?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী। তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক আগামীর সন্ধানী—

তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে দুলে।

*   *   *

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্রে ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবিদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিও বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিংবা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল
হাসিতে ভঙ্গিতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু
বিরহে যা রৌদ্র নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

*   *   *

কী জানি তোমাকে হয়তো-বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি রূপকে,
হৃদয়সংবেদনে ভরে দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিংবা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা ?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান ?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়ু
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

*   *   *

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আরেক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়!
কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কী-বা হবে তাই জেনে ?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের ফুলের বাগানের
মালিক বা মালির দাক্ষিণ্যে, মালিনী খেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,
ছবি থাকে। হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দমর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝরনা সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিংবা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

*   *   *

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে,
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা ? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে ?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ ?
দম্পতি—চালশে আর বাইশেও প্রেমেব প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে আসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান বিন্যাসে ।
গুণ্ঠিত বৃদ্ধেব মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প, সেকালের দূর অভিশাপ !

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তার অম্লান অভ্যাসে ?
মালিনী ! দেখেছ ঐ খেলায় মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ !

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘবে ॥

এলসিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশানকালীর জ্বালা,
একফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমন-কী চোখ অশ্রুবাষ্পহারা !

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালি নিঃশ্বাস।

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ও দিকে আকাশ মুক্ত অথচ এল্‌সিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ
হাওয়ায় কলুষ লুব্ধপাপের খুন ।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস ।

দুইতটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন ছেঁতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝরনা
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা ।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে ।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙির গানে গানে
জীবনের মহামৃদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর ।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কূটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস ।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?

এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠেনি · সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশায় অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা
দিশাহারা ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা
বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবি
(মাটির কী দাবি কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবি ধুয়ে দেয় যারা পদলেহী চাটুকারে

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার
এসো দুইজনে মৃত্যুর পূতি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিসাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলি।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিংবা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ ॥

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিংবা তারও আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরল সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে

ও বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিংবা তারও আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐকতান থেমে যায় জামরুল বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্‌
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে
কিংবা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও
ক্লান্ত সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ সাদা বেল ফুল ।

*   *   *

গরমে বিবর্ণ হল গোলমোরের সাবেক জৌলুস—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্নমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কী যে ভাবে ! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর্ বেগ্নি ফুরুশ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিংবা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মরিয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কী যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন্ দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দক্ষমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্কিন ! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায় ।

* * *

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগানে বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের

তবু সেই বাঁচার-মরার চরম যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে ।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হলে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্তসেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে নিজে কিংবা সবাই বেশি বা কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কারো বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জমে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায় ।

* * *

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায় ?
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণচাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?
তবু সন্ধ্যা চৈত্রসন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাতে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যাবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক সিংহকণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা ! তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝরনায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক ।

*　　*　　*

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে,
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা

শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যান এবং আহ্বান

কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলির নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারানের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাতলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের

অথচ নিস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলনে বানডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল্ ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামিরে আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান

প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

*   *   *

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য উর্মিল কল্লোলে
পাড় গড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোল তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে।
১৯৪৬-৪৭